ELEMENTS OF INDIAN HISTORY.

HINDU, MAHOMEDAN AND ENGLISH PERIODS.

BY

SRINATH SIKDAR, M L

" History is philosophy teaching by examples."
Dionysius.

"ইতিহাস উদাহরণ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান শিখায়।"—ডাইওনীসিয়স্।

ভারত ইতিবৃত্ত-সার

হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্ব।

শ্রী শ্রীনাথ সিকদার এম, এল, প্রণীত।

কলিকাতা,

১১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

1885.

Price 12 annas. মূল্য ৸০ আনা।

কালে কেবল সত্য মিথ্যা নির্ব্বাচনের প্রযোজন ব্যতীত হিতকবী সত্যতাব দিকে মনোনিবেশ কবা চাই। যদিও আদর্শ চবিত্র ব্যক্তিগণেব জীবনী পাঠে আশাতীত শুভফল লাভেব সম্ভাবনা, অথাপি অবিবিক্ত রূপে উপন্যাস ও ব্যক্তি বিশেষেব জীবনচবিত প্রভৃতি পাঠে বিষম বিপদাশঙ্কা—কেন না উহাব অধিকাংশই জঘন্য প্রতিমূর্ত্তি পূর্ণ বলিযা ধর্ম্ম ও সৎপ্রবৃত্তিব প্রতি বিশ্বাস শিথিল ববত কেবল মানব প্রকৃতিব তমসাচ্ছন্ন ভাগ আমাদেব জ্ঞান নেত্র সমীপে অনাযন কবে।

কানাইপুব
১৮৮৫

শ্রী শ্রীনাথ সিকদার এম্, এল।

ভারত-ইতিবৃত্ত সার।

উপক্রমণিকা।

ভারতবর্ষ একটী বিস্তীর্ণ দেশ। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ১৯০০ মাইল এবং প্রস্থ পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৫০০ মাইল। পরিমাণ ফল প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে পঁচিশ কোটী।

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী*; দক্ষিণে ভারতমহাসাগর, পূর্ব্বে আসাম হইতে আরাকান পর্য্যন্ত বিস্তৃত শৈল শ্রেণী † ও বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে সলিমান ও হালাপর্ব্বত এবং আরবসাগর।। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে বাহির হইতে পর্ব্বত বা সমুদ্র উল্লঙ্ঘন ব্যতিরেকে ভারতে আসিবার উপায়ান্তর নাই। কেবল পশ্চিম দিকস্থ পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়া খাইবার, বোলান, গোমালারি প্রভৃতি কতিপয় গিরিসঙ্কট আছে। এই সমস্ত সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম অবলম্বন করিয়া সময়ে সময়ে বিদেশীয়েরা, ভারতাক্রমণ জন্য আগমন করিতেন।

প্রাকৃতিক বিভাগ।—বিন্ধ্য পর্ব্বত দ্বারা ভারতবর্ষ স্বতঃই প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তরভাগের নাম আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণভাগের নাম দক্ষিণাপথ। আর্য্যাবর্ত্ত আবার

---

* ইহার গৌরীশঙ্কর নামক শৃঙ্গ পৃথিবীস্থ যাবতীয় পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চতম। সাগর জল-সীমা হইতে এই শৃঙ্গের উচ্চতা ২৯০০২ ফিট।

† আরাকান, ত্রিপুরা, মণিপুর ও নাগা প্রভৃতি পাহাড় ইহার অন্তর্গত।

তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—হিমালয় প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ ও গাঙ্গ্য প্রদেশ। দক্ষিণাপথও চারি ভাগে বিভক্ত; যথা—নর্ম্মদা প্রদেশ, কৃষ্ণা প্রদেশ, গোদাবরী প্রদেশ ও কাবেরী প্রদেশ।

রাজকীয় বিভাগ।—ভারতবর্ষ ইদানীং চারি ভাগে বিভক্ত; যথা—১। ইংরেজাধিকৃত রাজ্য; ২। করদ ও মিত্র রাজ্য; ৩। স্বাধীন রাজ্য, ৪। বিদেশীর অধিকার।

১। ইংরজোধিকৃত রাজ্য।—ইহা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্তঃ—(ক) নিয়মান্তর্গত, (খ) নিয়ম-বহির্ভূত।

(ক) নিয়মান্তর্গত প্রদেশ। সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনেরল ও ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিধিদ্বারা ইহার রাজকার্য্য সম্পাদিত হয়। নিয়মান্তর্গত প্রদেশ সমূহ সুশাসন জন্য বাঙ্গলা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা, পঞ্জাব, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই এই পাঁচটী গবর্ণমেণ্টে বিভক্ত হইয়াছে।

(খ) নিয়ম-বহির্ভূত প্রদেশ। কোন নির্দ্দিষ্ট আইন ব্যতি-রেকে গবর্ণর-জেনেরলের অধীন চিফ্ কমিশনার বা এজেণ্ট্ দ্বারা ইহার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। আসাম, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, মহীশূর, কূর্গ, বৃটিস ব্রহ্ম, আজমীর, মেহেরবরা এবং পোর্টব্লেয়ার ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত।

২। করদ ও মিত্ররাজ্য।—এই সমস্ত রাজ্যের রাজাগণ, কোন না কোন রূপে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীন। ইহাদের মধ্যে কোন কোন রাজা, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক কিয়ৎ সংখ্যক কর দেন এবং আপন রাজ্যে ইংরেজ সৈন্য

রাখিবার ব্যয় দিয়া সহায়তা করেন। কেহ কেহ বা কেবল ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত হইয়া আছেন। এই সমস্ত রাজা-গণের রাজ্যে, রাজকার্য্য পরিদর্শন করিবার ও শাসন বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য, এক এক জন ইংরেজ রেসিডেণ্ট্ অবস্থিতি করেন। এই সমুদায় রাজ্যের সংখ্যা প্রায় ১৫৩টী হইবে। তন্মধ্যে কাশ্মীর রাজ, নিজাম, সেন্ধিয়া, মহীশূরাধিপতি ও গোইকোঁয়ারের রাজ্য সমধিক বিখ্যাত।

৩। স্বাধীন রাজ্য।—নেপাল ও ভুটান অদ্যাপি স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে।

৪। বিদেশীয় অধিকার।—পদিচেরী, কারিকোল, মাহী ও চন্দন নগর ফরাসীদের, এবং গোয়া, দমান্ ও ডিউ পর্ত্তুগীজদিগের অধিকার।

ভারতবর্ষের অন্তর্গত ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ স্থানগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

পূর্ব্ব সীমান্তর্ভূত আসামে।—কামরূপ (প্রাগ-জ্যোতিষপুর) পীঠ স্থান; খসিয়া পাহাড়ে সিলঙ্গ, এখানে আসামের চিফ্ কমিশনার অবস্থিতি করেন। আসামের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সি। বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর ইহার অন্তর্গত।

বাঙ্গলায়।—রাজধানী কলিকাতা। জেলা নদিয়ায় নবদ্বীপ; বর্দ্ধমান; হুগলী জেলায় হুগলী, চুঁচড়া, চন্দননগর এবং বাঙ্গলার পূর্ব্বতন রাজধানী সপ্তগ্রাম; মুরসীদাবাদ জেলায় মুরসীদাবাদ ও পলাশীক্ষেত্র; মালদহে গৌড় বা লক্ষণাবতী (সেনবংশীয় লক্ষণ সেনের নামানুসারে আখ্যাত), পাণ্ডুয়া

(পূর্ব্বকালে বিরাট রাজার রাজধানী ছিল, অধুনা ভগ্নাবশেষে পরিণত); ঢাকা বা জাহাঁগীর নগর (মোগল সম্রাট জাহাঁগীরের স্থাপিত), সোণার গাঁ বা সুবর্ণ গ্রাম, দার্জ্জিলিঙ্ (দুর্জ্জয় লিঙ্গ), উচ্চ ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের গ্রীষ্মাবাস।

বেহারে।—পাটনা (প্রাচীন নাম পাটলীপুত্র), যদু-বংশীয় বলরাম ইহার স্থাপয়িতা; সাহাবাদ জেলায় আরা, বক্সার, চৌসা, সাসিরাম, রোটাস্‌গড্, ত্রিহুত জেলায় ত্রিহুত বা মিথিলা (রাজর্ষি জনকের রাজধানী)।

উড়িষ্যায়।—কটক (মহানদীর তীরে), পুরী বা জগন্নাথ বা পুরুষোত্তম এবং বালেশ্বর। বেহারের পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে।—বারাণসী বিভাগে বারাণসী বা কাশী, গাজিপুর, জৌনপুর এবং চুনার বা চণ্ডাল গড় (রামায়ণোক্ত গুহক চণ্ডালের আবাসস্থল ও একটী প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য দুর্গ); এলাহাবাদ বিভাগে এলাহাবাদ বা প্রয়াগ ও কানপুর; আগ্‌রা বিভাগে আগ্‌রা, ফতেপুর সিক্রী, চন্দেরী বা ফিরোজাবাদ, কনোজ বা কান্যকুব্জ, মথুরা এবং বৃন্দাবন; মিরাট ও ঝাঁসি; রোহিলখণ্ড বিভাগে বিজনৌর (কবিবর কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলার প্রধান প্রসঙ্গ স্থল)। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের উত্তর, রোহিলখণ্ডের পূর্ব্ব এবং গোরক্ষপুরের পশ্চিমে অযোধ্যা।

অযোধ্যায়।—অযোধ্যা (প্রাচীন কোশল রামের জন্মস্থান ও রাজধানী), লক্ষ্ণৌ ও ফয়জাবাদ।

শতদ্রু, বিপাসা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও বিতস্তা সিন্ধু নদের

এই পঞ্চশাখার জলে যে ভূভাগ বিধৌত হয়, তাহা পঞ্জাব (পাঁচ-আব=জল) বা পঞ্চনদ নামে খ্যাত।

পঞ্জাবে।—দিল্লী বিভাগে দিল্লী (প্রাচীন নাম ইন্দ্রপ্রস্থ, পাণ্ডবদিগের রাজধানী, ধিলু নামক একজন রাজার নামানুসারে ইহার দিল্লী নাম হইয়াছে), কর্ণাল ও পাণিপথ (যমুনা তীরে), এবং দিল্লীর ৩০ ক্রোশ পূর্ব্বে প্রাচীন হস্তিনাপুর (দুর্য্যোধনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের রাজধানী), অম্বালা বিভাগে যমুনা-তীরে থানেশ্বর, ইহার অনতিদূরে তিরৌরী বা রাম-নারায়ণপুর ও কুরুক্ষেত্রে, লুধিয়ানার নিকটে মাচ্ছিবারা, আলিওযাল ও সির্হিন্দ্, জলন্দর বিভাগে কাঙ্গড়া ও নগর কোট; লাহোর বিভাগে লাহোর, মিয়ানমীর এবং, শতদ্রুনদীর দক্ষিণে ফিরোজপুর, ফিরোজসহর, মুদ্‌কী ও সোব্রাওঁ, রাবলপিণ্ডি বিভাগে রাবলপিণ্ডি (গ্রীকেরা ইহাকে তক্ষিলা নামে নির্দ্দেশ করেন), সিন্ধু নদ তীরবর্ত্তী আটক, গুজরাট এবং চিলিয়ান-ওয়ালা; পেসবার বিভাগে পেসবার, (ভারতের চরম পশ্চিম সীমাস্থ নগর) ও খাইবার গিরিসঙ্কট, মুলতান বিভাগে মূলতান। ইহার অন্তর্গত কাশ্মীর, পাতিয়ালা, ঝিন্দ প্রভৃতি করদ রাজ্য সাতিশয় প্রসিদ্ধ। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে অলকানন্দা তীরে বদরিকাশ্রম।

রাজপুতানায়।—১৮টী করদ রাজ্য লইয়া ইহা সংগঠিত; তন্মধ্যে উদয়পুর বা মীবার, যোধপুর বা মাড়োবার, জয়পুর বা অম্বর রাজ্য সমধিক প্রসিদ্ধ। রাজপুতানা আয়তনে প্রায় বাঙ্গলার তুল্য, কিন্তু লোক সংখ্যা ইহার এক সপ্তমাংশও নহে। মীবার রাজ্যে উদয়পুর (মহারাণার বর্ত্তমান রাজধানী), ইহার

পূর্ব্ব দিকে বিখ্যাত চিতোর; আজমীর রাজ্যে আজমীর; জয়পুর রাজ্যে বর্ত্তমান রাজধানী জয়পুর, প্রাচীন রাজধানী অম্বর এবং প্রসিদ্ধ বহ্নাম্বর দুর্গ; যোধপুর বাজ্যে রাজধানী যোধপুর; আলবব বাজ্যে লাশোবারী, ভবতপুব রাজ্যে ভরতপুবের দুর্গ, (দুর্ভেদ্য বলিযা বিখ্যাত), এবং দীঘ; শিরোহী রাজ্যে আবুগিবি (আর্ব্বলী পর্ব্বতেব প্রধান শৃঙ্গ)।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি।—কঙ্কণ প্রদেশে বোম্বাই বা মোম্বাই (মুম্বা দেবীব নাম হইতে), প্রেসিডেন্সি গবর্ণরেব আবাস; সালসিত্তি দ্বীপে টানা, টানাব উত্তব-পশ্চিমে বেসিন; মহাবাষ্ট্র প্রদেশে পুনা (মাবহাট্টাদেব বাজধানী), ইহার নিকটে খিড্‌কী ও পুবন্দব দুর্গ, আহম্মদ নগব (নিজাম সাহী বাজ্যেব রাজধানী), বিজযপুব (আদিলসাহী বাজ্যেব বাজধানী) এবং সেতাবা (শিবজীব বংশধবগণেব বাজধানী), সিন্ধু প্রদেশে হাযদবাবাদ (আমীবদিগেব বাজধানী), ইহাব অনতিদূরে মিয়ানি, ও অমবকোট এবং তাতা (সিন্ধুব পূর্ব্ব রাজধানী, প্রাচীন নাম পাতাল), ইহাব পশ্চিমে বিখ্যাত কবাচিবন্দর; গুজরাট প্রদেশে তাপ্তী তীবে সুবাট (প্রাচীন সৌবাষ্ট্র), সমুদ্রোপকূলে দ্বাবকা ও প্রাচীন সোমনাথ মন্দিব।

মধ্য ভারতবর্ষীয় এজেন্সী।—গুজবাট প্রদেশের পূর্ব্ব ভাগে এবং আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথেব মধ্যবর্ত্তী যে ৭১টী করদ রাজ্য আছে, তাহা লইযা মধ্য ভাবতবর্ষীয় এজেন্সী সংগঠিত। ইহার মধ্যে মহাবাজা সেন্ধিয়া অধিকৃত গোবালিয়র, হুলকার অধিকৃত ইন্দোব, ও সাজাঁহাবেগম অধিকৃত ভূপাল রাজ্য এবং রেঁবা ও বুন্দেলখণ্ড সমধিক প্রসিদ্ধ। সেন্ধিয়া রাজ্যে গোবা-

লিয়র, মহারাজপুব, পনিয়ার; হুলকার বাজ্যে ইন্দ্রোর, উজ্জয়িনী বা অবন্তীনগর (মহাবাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী) ও মাহিদ্ পুব; ভূপালবাজ্যে বাইসিন্ দুর্গ।

মধ্যদেশ।—ইহা মধ্য ভাবতবর্ষীয় এজেন্সীব দক্ষিণ ও ছোট নাগপুব বিভাগেব পশ্চিমে অবস্থিত। নর্ম্মদা বিভাগে বুবহান পুব (খান্দেশেব পূর্ব্বতন বাজধানী), ইহাব অনতিদূবে অসিবগড দুর্গ; নাগপুব বিভাগে নাগপুব (বিবাবেব মাবহাট্টাদেব পূর্ব্বতন বাজধানী)।

মধ্যদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বিরার প্রদেশ।—পূর্ব্ব বিবাবে এলিচপুব (প্রধান নগব) ও গোয়ালগড দুর্গ; পশ্চিম বিবাবে আর্গাঁও ও সাহপুবেব ভগ্নাবশেষ। বিরারেব দক্ষিণে, দক্ষিণাপথেব মধ্যভাগে নিজামেব হাযদবাবাদ বাজ্য।

নিজাম রাজ্যে।—বাজধানী হাযদবাবাদ, ইহাব উত্তব-পশ্চিমে গোলকুণ্ডা (কুতুবসাহী বাজাদেব বাজধানী), উত্তব পূর্ব্বে ববঙ্গল, বিদব (প্রাচীন বিদর্ভ), বাবিদসাহী বাজাদের বাজধানী, ইহাব সমীপস্থ কুলবর্গা (বামনি বাজ্যের বাজধানী), খড়কী বর্ত্তমান আবঙ্গাবাদ (মালেক আম্বরেব বাজধানী), ইহাব কিছু পশ্চিমে দেবগিবি (বর্ত্তমান দৌলতাবাদ), এবং আবঙ্গাবাদেব তিন ক্রোশ দূবে বিখ্যাত ইলোরা গুহা ও পঁচিশ ক্রোশ পূর্ব্বে আসাই ক্ষেত্র।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি।—সমস্ত পূর্ব্বোপকুলের সমুদায় দক্ষিণাংশ ও পশ্চিম-উপকুলেব কিয়দংশ লইয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি সংগঠিত। ইহাব অন্তর্গত উত্তর সরকারে মছলীপত্তন, গঞ্জর, ও গম্সুব; কর্ণাটে মান্দ্রাজ, চেঙ্গল পট্ট, কাঞ্চিপুর

(কঞ্জিবরম্), আর্কাড়ু (আর্কট), বিলোড় ও বন্দীবাস ; দক্ষিণ আর্কাড়ুতে কডালুর, ফোর্ট সেণ্ট ডেবিডের ভগ্নাবশেষ, জিঞ্জির দুর্গ, পোর্টনভ এবং পঁদিচেরী ; ত্রিচিনাপল্লীতে ত্রিচিনাপল্লী ও শ্রীরঙ্গমদ্বীপ, তাঞ্জোর ও মদুরা ; মলবার উপকূলে, কালিকট, পালঘাট গিরি সঙ্কট ও কল্যাণ ; দক্ষিণ কানাড়ায় মঙ্গলূর ; পক্‌প্রণালীতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর (রামচন্দ্র এই স্থানে সমুদ্র বন্ধন করেন)।

নিজাম রাজ্যের দক্ষিণে মহীশূর ও কূর্গরাজ্য।—মহীশূরে শ্রীরঙ্গপত্তন, বাঙ্গালোর, নন্দীদুর্গ, বেড্‌নর ও দ্বার সমুদ্র (প্রাচীন বল্লালরাজ্যের রাজধানী)। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব-ভাগে ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে বৃটিস ব্রহ্ম। আরাকান, পেগু ও টিনাসরিম এই তিনটী প্রদেশ লইয়া ইহা সংগঠিত।

বঙ্গোপসাগরে।—আণ্ডামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ। আণ্ডামান পুঞ্জের অন্তর্গত পোর্ট ব্লেয়ার, এখানে ভারতের যাব-তীয় নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রাপ্ত কয়েদিরা দ্বীপান্তরিত হয়।

ভারত মহাসাগরে।—প্রসিদ্ধ সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপ (রাবণের পুরী বলিয়া বিখ্যাত), ইহা ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন নহে, লণ্ডনস্থ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ; বালীদ্বীপ যাবার পূর্ব্ব দিকে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে আফ-গানস্থানে কান্দাহার বা গান্ধার রাজ্য অবস্থিত (দুর্য্যোধনাদির মাতা গান্ধারীর জন্ম স্থান)।

জাতি এবং ভাষা।—ভারতবর্ষে নানা জাতি বাস করে। ইহাদের ভাষা পৃথক পৃথক। অধিবাসীরা প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতিতে বিভক্ত। মুসলমান

অধিবাসীদিগের কতক অংশ আফগান, পাঠান ও মোগল বংশোদ্ভব; অল্প সংখ্যক আরবীয়, পারসীক ও কাফ্রি; অবশিষ্টাংশ অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে মুসলমান ধর্ম্মে আনীত। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই, পারসী ও দেশীয় ভাষা মিশ্রণে উৎপন্ন উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার করে। হিন্দু অধিবাসীরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্তঃ—উত্তর ভারতে আর্য্য হিন্দু ও দক্ষিণভারতে দ্রাবিডীয় হিন্দু। এতদ্ব্যতীত আদিম নিবাসী হিন্দু সন্তানেরা, ভারতের যাবতীয় পাহাড়ে ও জঙ্গলে বাস করিতেছে। তন্মধ্যে বাঙ্গলায় সাঁওতাল *, গারো ও কুকি; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যায় জাট ও ভার, পঞ্জাবে গোক্ষার; মলবারে নায়র, উড়িষ্যায় খন্দ; মধ্য দেশে গণ্ড; রাজপুত্তানায় ভাটী ও ভীল; দক্ষিণ-ভারতে টুডা প্রভৃতি জাতি সমধিক প্রসিদ্ধ। সর্ব্বস্থানের ইতর জাতিরাই আদিম নিবাসীদের বংশোতপন্ন। আর্য্য হিন্দু ও দ্রাবিডীয় হিন্দু এই উভয়ের মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠতা অবধারিত হয় নাই। দ্রাবিডীয় হিন্দুরা আর্য্য হিন্দু-সংস্পৃষ্ট নহে, প্রত্যুত আদিম হিন্দুদিগের বংশোদ্ভব বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

উৎপত্তি বিষয়ে ইউরোপীয় প্রধান প্রধান জাতিসহ আর্য্যহিন্দুদিগের ঘনিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়। আর্য্য হিন্দুরা বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মারহাট্টা, রাজপুত, উড়িয়া ও পঞ্জাবী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে বাঙ্গালীরা বাঙ্গলা, হিন্দুস্থানীয়েরা হিন্দী, মারহাট্টারা মহারাষ্ট্রীয়, রাজপুতেরা গুজরাটী, উড়িয়ারা উড়িয়া এবং পঞ্জাবীরা গুর-মুখী ভাষা ব্যবহার করে। মান্দ্রাজ

---

* সাঁওতাল ও খন্দ জাতি অপেক্ষাকৃত সভ্য।

প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত প্রদেশ সমূহ দ্রাবিড়ীয় হিন্দুদিগের বাস। ইহারা তৈলঙ্গ, তামিল, কানাড়ীয় প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত; ইহাদের মধ্যে তৈলঙ্গী, তামিলী ও কানাড়ী ভাষা প্রচলিত।*

যদিও পুরাকালে, আধুনিক সভ্য জাতির ন্যায় ধারাবাহিক রূপে ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না, তথাপি কহ্লন প্রণীত রাজতরঙ্গিণী নামে কাশ্মীরের ইতিহাস, কবিবর চাঁদের পৃথ্বীরাও রাঁসো, নীলপিট ও আবুলফাজল্ কর্ত্তৃক ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-সংগ্রহ পাঠে জানা যায় যে, পূর্ব্বকাল হইতে ভারতে কোন না কোন রূপে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি ছিল। কিন্তু তৎকালে মুদ্রণ-প্রথা প্রচলিত না থাকায়, সমস্তই হস্ত-লিপি-বদ্ধ হইত। এজন্য কালে, যদিও অনেক বিষয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে তত্রাচ তাহার স্থূল স্থূল মর্ম্ম, চিরাগত জনশ্রুতি, ধর্ম্ম ও কবিতাদি গ্রন্থ, তাম্রফলক ও শিলাখোদিত লিপি প্রভৃতি হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া যায়।

---

* বেহার, উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ, অযোধ্যা এবং মধ্যদেশের উত্তরাংশে হিন্দী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মধ্যদেশের দক্ষিণাংশ, মধ্য ভারতীয় এজেন্সী এবং বিরারে মহারাষ্ট্রীয়, উড়িষ্যায় ও তৎসন্নিহিত মধ্যদেশে এবং মান্দ্রাজের কিয়দংশে উড়িয়া, বাঙ্গলা ও তৎসন্নিহিত বেহার, উড়িষ্যা এবং আসামে বাঙ্গলা, মান্দ্রাজের উত্তর ও নিজাম রাজ্যের পূর্ব্বাংশে তৈলঙ্গী; মান্দ্রাজের পশ্চিমাংশ, কানাড়া, মহীশূর, কুর্গ, ও নিজাম রাজ্যের অধিকাংশে কানাড়ী ভাষা প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন সমুদায় দক্ষিণাংশের ভাষা তামিলী।

হিন্দু-রাজত্ব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আর্য্য হিন্দুগণ।

আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে আগমন।—আর্য্যেরা আদিতে মধ্য-আশিয়ায় পশ্চিমে অক্ষুঃ (অক্সস্) নদী ও পূর্ব্বে কাশগড়ের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ মালভূমিতে বাস করিতেন। পশু-চারণ, ভূমিকর্ষণ, ও মৃগয়া ইহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। কালক্রমে ইহারা বহু বিস্তৃত হইয়া, ইউরোপ, পারস্য ও ভারত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন; এবং যথা-ক্রমে ইউরোপীয়, পারসিক ও হিন্দু নামে অভিহিত হন। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভারতের হিন্দুদিগের মত, যাবতীয় ইউরোপীয় ও পারসীক জাতিরাও আর্য্যবংশোদ্ভব এবং আর্য্যভাষা রূপান্তরিত হইয়াই সমস্ত ভাষার উৎপত্তি *। আর্য্যেরা প্রথমে, দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়া, হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক, ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দিল্লীর ৫০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী (বর্ত্তমান কাগার) নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। পরে ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ পর্য্যন্ত

---

* ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা ইউরোপ প্রস্থিত জর্ম্মন্, রোমীয়, গ্রীক্, ইংরেজ প্রভৃতি জাতি এবং আশিয়াখণ্ডের হিন্দু ও পারসিক্ জাতির সমাজ বন্ধনোপ-যোগী অবশ্য জ্ঞাতব্য ভাষার মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক স্থির করিয়া-ছেন যে পুরাকালে ইহারা এক পরিবার ভুক্ত ও এক ভাষাভাষী জাতি ছিল; এবং তাহাদের বর্ত্তমান মাতৃভাষা মূল আর্য্যভাষার উচ্চারণ বৈষম্যে উৎপন্ন হইয়াছে। উহার কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সংস্কৃত	পারসী	ইংরেজী	গ্রীক্	লাটিন্	জর্ম্মন্
মাতৃ	মাদের	মাদার	মাটর্	মাটর্	মুতের্
পিতৃ	পেদার	ফাদার	পাটর্	পাটর্	ফাতের্
ভ্রাতৃ	ব্রাদের	ব্রাদার	ফ্রেট্রিয়া	ফ্রাটর্	ব্রুদের
দ্বি	দো	টু	ডুও	ডুও	জু
পদ	পায়া	ফুট	পদ	পেদ	ফাজ

&c. &c. &c.

ইহাদের বাসস্থান সন্নিবেশিত হয়। ক্রমে বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, পঞ্জাব হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত ভারতের সমস্ত উত্তরাংশে ইহারা বিস্তৃত হইয়া পড়েন। এই হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বতেব উত্তর ভাগ, আর্য্য জাতির বাসস্থান বলিয়া আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত হয়। পরিশেষে বহুকাল বিলম্বে দক্ষিণাপথও ইহাদেব দ্বারা অধ্যুষিত হয়।

আর্য্য হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও জাতি-বিভাগ।—আর্য্যেবা প্রথমে হল চালন দ্বাবা জীবিকা নির্ব্বাহ কবিতেন। কোন কোন পণ্ডিতেব মতে "ঋ" ধাতুর অর্থ হল চালনা হইতেই আর্য্য নামেব উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাবা প্রথমে সিন্ধু নদেব তটে বসতি কবেন বলিয়া, সিন্ধুব অপভ্রংশ হিন্দু নামে অভিহিত হন। প্রাচীন আর্য্যদের হল চালনা ও মৃগয়া উপজীব্য এবং ক্ষেত্রজাত শস্য, পশুমাংস ও সোমরস প্রধান আহাবীয় ছিল। ইহাবা পবিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, পিতা মাতা, পুত্র দুহিতা প্রভৃতির সহিত এক পবিবাব-ভুক্ত হইয়া বাস কবিতেন। পিতা পবিবাব পালন, মাতা দ্রব্যাদিব পরিমাণ এবং দুহিতা দুগ্ধ দোহনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ ও পশু-বোমে বস্ত্রাদি বয়ন কার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন। কৃষিকার্য্যোপযোগী পশু ও ক্ষেত্রজাত শস্যাদি, আত-তায়ীর হস্ত হইতে বক্ষাকবণার্থ, কি ধনী, কি নির্ধন, সকলেই একসঙ্গে অস্ত্র চালনা শিক্ষা করিতেন। আদিতে ইহাদেব মধ্যে জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা ছিল না, চন্দ্র সূর্য্য বায়ু প্রভৃতি প্রকৃতির উপাসনা প্রচলিত ছিল। ইহাবা লৌহ প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার বিদিত ছিলেন। আর্য্য হিন্দু দিগকে, সততই আদিম

নিবাসীদিগের সহিত, যুদ্ধাদি করিতে হইত। ভারতের আদিম নিবাসীরা খর্ব্বকায, কৃষ্ণবর্ণ ও অসভ্য ছিল। আর্য্য হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায, শ্বেতবর্ণ ও সুসভ্য ছিলেন। আর্য্য ও আদিমনিবাসী হিন্দুদের যুদ্ধই, বোধ হয, পুরাণে দেবাসুরের যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধে আদিমনিবাসীরা পরাস্ত হইয়া, অবশেষে পর্ব্বতে ও জঙ্গলে আশ্রয লইতে বাধ্য হয। ইহাদের সন্তান সন্ততিগণ এক্ষণে সাঁওতাল, গারো, ভিল প্রভৃতি জঙ্গলাজাতি নামে পরিচিত। আর্য্য হিন্দুরা নিতান্ত ধর্ম্মপরাযণ ছিলেন। এই সমস্ত যুদ্ধে ধর্ম্মসাধনের বিঘ্নাশঙ্কায, ইহাঁরা আপনাদিগের মধ্য হইতে, কিযদংশকে ধর্ম্ম যাজনার্থ, পুরোহিত স্বরূপে নিযুক্ত করেন। এই পুরোহিতেরাই শেষে ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত। কতক অংশ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায ক্ষত্রিয এবং অবশিষ্টাংশ চিরন্তন কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকায় বৈশ্য নামে পরিচিত হন। আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে, যাহারা পরাজিত হইয়া, আর্য্যদিগের শরণ লয, তাহারাই শূদ্র নামে অভিহিত। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয ও বৈশ্য জাতিত্রয় বিজেতা এবং চতুর্থ শূদ্র জাতি বিজিত। এতন্নিবন্ধন শূদ্রেরা ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয়ের পদানত দাস হইয়া, সমধিক অপকৃষ্ট অবস্থায় রহিল। এই জাতিচতুষ্টয মধ্যে অসবর্ণ * বিবাহের নিয়ম থাকায় বৈদ্য, নবশাক ও অনাচরণীয প্রভৃতি হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত বিবিধ শঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয।

বেদ ও মনুসংহিতা।—বেদ অতীব প্রাচীন গ্রন্থ

* ইহাতে কেবল উচ্চ জাতীয় পুরুষেরা, নীচ জাতীয়া স্ত্রীদিগের পাণিগ্রহণে সক্ষম হইতেন।

খৃষ্টের জন্মের ১,৪০০ বৎসর পূর্ব্বে, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদের সংগ্রহ এবং সাম, যজুঃ, ঋক্ ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভাগ করিয়া, বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। খৃষ্টের পূর্ব্বে ৯০০ অব্দে মনুসংহিতা সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থ দ্বয়ে প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

জাতিচতুষ্টয়ের কর্ত্তব্য ও সামাজিক অবস্থান।—ক্ষত্রিয়দের হস্তে রাজ্যশাসন ভার থাকিলেও, ব্রাহ্মণদের অমতে কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ হইত না। ব্রাহ্মণেরা, ব্যবস্থা প্রণয়ন ও সন্ধি বিগ্রহাদির মন্ত্রণা প্রদান করিতেন। ফল ব্রাহ্মণেরাই সমস্ত কার্য্যের সর্ব্বে সর্ব্বা কর্ত্তা ছিলেন। ইঁহাদের কোনরূপ অবজ্ঞা হইলে, অবজ্ঞাকারীকে যথোচিত ঐহিক নিগ্রহ ও পারত্রিক নরকভয় প্রদর্শনে ত্রুটি হইত না। ব্রাহ্মণকে প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, পরে গার্হস্থ্য, অবশেষে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হইত। তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অনূঢ় ও ইন্দ্রিয়-সংযত থাকিয়া, বেদাধ্যয়ন, শিক্ষাগুরুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন ও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। গার্হস্থ্য-আশ্রমে তিনি বিবাহ করিয়া শিক্ষাদান ও যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন; এবং ভিক্ষায় উদারান্ন সংস্থানের উপায় না হইলে, কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিতে পারিবেন। বাণ-প্রস্থ আশ্রমে ব্রাহ্মণকে বনবাসে ফলমূলাহারে, পরব্রহ্মের উপাসনায় ও চিন্তায় কালাতিপাত করিতে হইবে।

ক্ষত্রিয়েরা, শত্রু হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত, যুদ্ধ ব্যবসায় ও প্রজাপালন জন্য রাজনীতি শিক্ষা করিতেন। ইহাদের নিয়-মিত বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের অধিকার ছিল।

বৈশ্যকে, কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায়ে পারদর্শী হইয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ইহাদিগের ও বেদাধ্যয়নে অধিকার ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি দ্বিজ নামে বাচ্য।

শূদ্র, উল্লিখিত জাতিত্রয়ের দাস্যবৃত্তি দ্বারা, জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। দাস্যবৃত্তির অভাবে, শিল্প কার্য্যদ্বারা যৎসামান্যরূপে, উদারান্নের সংস্থান করিতে সমর্থ হইবে। ইহাদের বেদাধ্যয়নে অধিকার থাকিবে না।

রাজ্যশাসন।—রাজ্যভার ক্ষত্রিয় রাজার হস্তে সমর্পিত থাকিত ইঁহাদের রীতিমত বিচারালয় ও দুর্গ ছিল। রাজাকে জনৈক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের মন্ত্রণা লইয়া, কার্য্য করিতে এবং সুশাসন না করিলে পতিত হইতে হইত। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজগণসহ, রাজ্য সম্বন্ধীয় বিবিধ কার্য্য পরিচালনার্থ, দেশ-কালাভিজ্ঞ, মিষ্টভাষী, সুচতুর ও সুকৌশলী, দূত নামে অভিহিত এক এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। ভূস্বামীর অধীনে, প্রতি সহস্র পল্লীর এক এক জন অধ্যক্ষ, এক এক জন অধ্যক্ষের অধীনে, প্রতি শত পল্লীর কর্ত্তা; আবার এক এক জন কর্ত্তার অধীনে, প্রতি পল্লীর মণ্ডল, রাজকর্ম্মচারী রূপে নিয়োজিত থাকিতেন। এই মণ্ডলদিগের সহিত রাজস্বের বন্দবস্ত হইত: মণ্ডলগণ তাঁহার অধীনস্থ পল্লী মধ্যে হারাহারিরূপে যাহার যে দেয় স্থির করিতেন এবং রাজস্ব আদায় ও গ্রামবাসীদের চরিত্র জন্য দায়ী থাকিতেন। এই সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহজন্য মণ্ডল, কিয়ৎপরিমাণে ভূমি নিষ্কর ও গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কিছু কিছু পারিতোষিক পাইতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি, যাবতীয়

গ্রাম্য বিবাদ, মধ্যস্থরূপে মীমাংসা করিতে পারিতেন। গ্রাম্য চৌকীদার ও মহরি প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা মণ্ডলের সহায়তা করিত এবং ইহারাও নিষ্কর ভূমি প্রভৃতি ভোগ করিতে পাইত। এই-রূপে পল্লী সমাজ সংগঠিত হইত।

ব্যবস্থা।—মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে, উত্তরাধিকার বিষয়ক ব্যবস্থা, অন্যান্য বিষয়ে অতি সুন্দর, কিন্তু কন্যা সন্তান-প্রতি যৎপরোনাস্তি অন্যায় বিধান করা হইয়াছে। দণ্ডবিধির নিয়ম রূঢ় ছিল বটে: কিন্তু নিতান্ত নিষ্ঠুর নহে। পরিণয় নিয়ম গুলি সুন্দর ও বিধিসঙ্গত; এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্ত্রী স্বাধী-নতা ছিল। কন্যা সন্তানকে শিক্ষা দান প্রথা প্রচলিত ছিল। বাল্যবিবাহ কদাচিৎ হইত। বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহের প্রথাও অপ্রচলিত ছিল না। পত্নী পতির ও পরিবারস্থ আর আর স্ত্রীলোকেরা, স্ব স্ব অভিভাবকের আজ্ঞাধীনা থাকিবেক। মনুসংহিতায়, শূদ্রের প্রতি নিগ্রহ এবং ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া, চিরাগত দেশাচারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনই বিশেষ দোষ বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীনকালে, আধুনিক সভ্য সমাজের প্রয়োজনোপযোগী উৎকৃষ্ট স্বর্ণকার লৌহকার, খোদক প্রভৃতি শিল্পকারের অভাব ছিল না।

যুদ্ধ।—যুদ্ধ বিষয়ে আর্য্যদিগের সুন্দর নিয়ম ছিল। যাবতীয় সৈন্য, অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও পদাতি এই চতু-রঙ্গ দলে বিভক্ত হইত। ধনুর্ব্বাণ, ঢাল তরবারি ও গদা প্রভৃতি ইহাদের যুদ্ধাস্ত্র ছিল। শরীর রক্ষার্থ বর্ম্ম পরিধানের নিয়ম ছিল। রাজা স্বয়ং সেনাপতিরূপে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। নিরস্ত্র, ভগ্নাস্ত্র, শ্রান্ত, নিদ্রিত, পলায়িত, অন্য সহ যুদ্ধে ব্যাপৃত,

অথবা ক্ষমাপ্রার্থী ব্যক্তিকে আঘাত করিবার নিয়ম ছিল না। জয়ীপক্ষ পরাজিত রাজ্যের প্রজাদের ধন প্রাণ ও ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া অভয় দান, এবং পরাজিত রাজা বা রাজ-পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিকে অধীন-রাজরূপে পুনঃ সিংহাসন প্রদান করিতেন।

রাজস্ব।—ভূমির শস্য উৎপাদনের ব্যয় অনুসারে উৎপন্ন শস্যের দেড় আনা, দুই আনা বা আড়াই আনা রকম অংশ রাজস্ব স্বরূপ নিরূপিত হইত। বেওয়ারিস ব্যক্তির সম্পত্তি রাজা আত্মসাৎ করিতেন। যাহার ভূমিতে কোন প্রকার খনি থাকিত, খননান্তর সে তাহার অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ।

আর্য্যদিগের সময়ে, ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে যিনি যে সময়ে প্রবল হইয়া, অন্যান্য রাজগণকে পরাজয় পূর্ব্বক, বাধ্য করিতে পারিতেন, তখন তাঁহাকেই সকলে সার্ব্বভৌম বা রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী বলিয়া, স্বীকার করিত। এইরূপে আদৌ সূর্য্যবংশীয় ও পশ্চাৎ চন্দ্রবংশীয় রাজগণ ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করেন।

সূর্য্য ও চন্দ্র বংশের উৎপত্তি।—সূর্য্য (বিবস্বৎ) তনয় মনুর ইক্ষ্বাকু নামে পুত্র ও ইলা নামে দুহিতা ছিল। ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশ ও ইলা হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হয়।

সূর্য্যবংশ ও রামায়ণ।—অযোধ্যা নগরী এই বংশীয়-দের রাজধানী। ইক্ষ্বাকুর পর ক্রমান্বয়ে ৫৪ পুরুষ অন্তর, এই বংশে মহারাজ দশরথের জন্ম হয়। দশরথের কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে তিনটী প্রধানা মহিষী ছিলেন। কৌশল্যা-গর্ভে রামচন্দ্র, কৈকেয়ী-গর্ভে ভরত, এবং সুমিত্রা-গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্দ্র মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক-তনয়া সীতার পাণিগ্রহণ করেন। রামচন্দ্রকে, বিমাতা কৈকেয়ীর কুচক্রে, পিত্রাজ্ঞা পালনানুরোধে, লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে, চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য, বনগমন করিতে হয়। মহাত্মা রামচন্দ্র, বনগমন কালে পথিমধ্যে চণ্ডালগড়ে, গুহক চণ্ডালের সহিত মৈত্রী বন্ধন পূর্ব্বক, চিত্রকূট (বিন্ধ্য পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশ) অভি-মুখে যাত্রা করেন। তথায় অবস্থান কালে, ভ্রাতৃবৎসল ভরত, রামকে বনবাসে প্রতিনিবৃত্ত করার মানসে আগমন করেন, কিন্তু তাহাতে বিফল মনোরথ হইয়া, অবশেষে অযোধ্যায় ফিরিয়া আইসেন। অনন্তর ভরত, রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক, ব্রহ্মচারী বেশে চতুর্দ্দশ বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিয়া, একান্ত ভ্রাতৃবৎসলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ভরতের প্রত্যাগমনের পর, রামচন্দ্র চিত্রকূট হইতে দণ্ডকারণ্যে (দক্ষিণাপথে) গমন পূর্ব্বক, গোদাবরী তীরস্থ পঞ্চবটীতে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। তথায় লঙ্কাপতি রাবণের ভগ্নী শূর্পণখার দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, লক্ষ্মণ তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করেন। ইহাতে রাবণ ক্রুদ্ধ ও রাম-প্রণয়িনী সীতার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের কথা শ্রবণে লালায়িত হইয়া, পঞ্চবটীতে গমন করেন, এবং ভণ্ড যোগী-বেশে, রামলক্ষ্মণের

অপ্রত্যক্ষে, সীতাকে হরণ পূর্ব্বক লঙ্কায় লইয়া যান। রামচন্দ্র সীতার উদ্ধারার্থ কিষ্কিন্ধ্যায় গমন পূর্ব্বক, বহুসংখ্যক আদিম অসভ্যজাতীয় সৈন্য * সংগ্রহ করেন, এবং তাহাদের সাহায্যে, ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে রামেশ্বর সন্নিহিত স্থানে সেতু বন্ধন করিয়া, সসৈন্যে লঙ্কায় উপনীত হন। তথায় কিছুকাল ঘোরতর যুদ্ধের পর, লঙ্কাপতি রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া, রামচন্দ্র, সীতার উদ্ধার সাধন করেন, এবং বনবাসের নিয়মিত চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, রাজত্ব গ্রহণ ও সুনিয়মে প্রজাপালন করিতে থাকেন। তিনি প্রজারঞ্জনানুরোধে, প্রিয়তমা সীতাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়, নিরপরাধে নির্ব্বাসন করেন। পরিশেষে কুশ ও লব নামক পুত্র দ্বয় রাখিয়া, রামচন্দ্র, কঠোর ভ্রাতৃশোকানলে আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিয়া, মানবলীলা সম্বরণ করেন। রামচন্দ্র সাতিশয় প্রজারঞ্জক ও পিতৃভক্ত ছিলেন। কথিত আছে, রামরাজ্যে রোগ, শোক, অকালমৃত্যু কিছুই ছিল না। প্রজারা যারপর নাই সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। হিন্দু শাস্ত্র মতে রামচন্দ্র ঈশ্বরের অবতার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ফলতঃ তাঁহাতে যাবতীয় দেবতুল্য গুণ বর্ত্তমান ছিল। রামের তিরোধানের পর, তদীয় পুত্র কুশ অযোধ্যার রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইহার পর ক্রমান্বয়ে ৫৭ জন নৃপতি অযোধ্যায় রাজত্ব করেন। শেষ রাজা সুমিত্র † হইতে অযোধ্যায়, সূর্য্য বংশের বিলোপ হয়। ইদানীং উদয়পুর প্রভৃতি রাজ্যের রাজপুতগণ, আপনা-

* বোধ হয় ইহারাই রামায়ণে বানর বলিয়া আখ্যাত।

† ইনি বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক।

দিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি, রামচরিত অবলম্বন করিয়া, রামায়ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামায়ণের ঘটনা কাল নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু বাল্মীকি রামের সমকালিক ছিলেন।

চন্দ্র বংশ ও মহাভারত—চন্দ্রতনয় বুধ, ইক্ষ্বাকুর ভগ্নী ইলার পাণি গ্রহণ করেন। এই ইলা ও বুধ হইতেই চন্দ্র বংশের উৎপত্তি হয়। বুধের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাজা যযাতি। যযাতির পুত্র যদু হইতে যদুবংশ ও পুরুহইতে পুরু বংশের উৎপত্তি হয়। কাল সহকারে পৌরবেরা বহু বিস্তৃত হইয়া, ভারতের নানাস্থানে রাজ্য বিস্তার করেন। তন্মধ্যে মগধে জরাসন্ধ, * মৎস্য দেশে বিরাট, অঙ্গ দেশে (ভাগলপুর ও তৎ-সন্নিহিত প্রদেশ) কর্ণ, বঙ্গদেশে বঙ্গ, পঞ্চালে (দিল্লীর উত্তর-পশ্চিম, হিমালয় ও চম্বণ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান) দ্রুপদ এবং মদ্রে † শৈল্য, বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। যদু বংশীয়দের মধ্যে কৃষ্ণ বলরাম সমধিক প্রসিদ্ধ। মথুরা নগরী ইহাঁদের রাজধানী ছিল। পুরু হইতে দুষ্মন্ত, দুষ্মান্তর পত্নী শকুন্তলার গর্ভে, ভরতের জন্ম হয়। এই ভরত হইতেই, এ দেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। এই বংশের হস্তী নামা জনৈক রাজা, দিল্লীর ৩০ ক্রোশ পূর্ব্বে হস্তিনাপুর স্থাপন করেন, তদ্বংশীয় কুরু, কালে হস্তিনার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কুরুর অন্বয়ে শান্তনুর আবির্ভাব হয়। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে ভীষ্ম ও সত্যবতীর গর্ভে বিচিত্রবীর্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। বিচিত্রবীর্য্য,

* রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মালদহ, কুচবেহার প্রভৃতি প্রদেশ।

† পঞ্জাবের অন্তর্গত প্রদেশ বিশেষ।

অম্বা ও অম্বালিকা নামক কাশীরাজের কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করিয়া, সন্তানোৎপত্তির পূর্ব্বেই গতাসু হন। সত্যবতী, বংশ রক্ষার্থ, বিচিত্রের বিধবাপত্নীদ্বয়কে, তদীয় কানীন পুত্র ব্যাসদেবের হস্তে সমর্পণ করেন। তদনুসারে একের গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অপরের গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া, পাণ্ডু রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।

গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি একশত পুত্রের জন্ম হয়। কুন্তীর গর্ভে পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল সহদেব প্রভৃতি পঞ্চপুত্র জন্মে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর, ধৃতরাষ্ট্র, নিজপুত্র দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিয়া ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসন প্রদান করেন। ইহাতে দুর্যোধন ঈর্ষাপরবশ হইয়া, নিজ পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধাচরণে রত করেন। তদনুসারে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে বারণাবত (বর্ত্তমান এলাহাবাদ) নামক স্থানে, রম্য জতুগৃহে বাসের অনুমতি করেন। পাণ্ডবেরা মাতৃসহ তথায় গিয়া বসতি করিলে, দুর্য্যোধন জতুগৃহ দগ্ধ করিয়া, তাঁহাদিগের প্রাণ নাশের প্রয়াস পান, কিন্তু পাণ্ডবেরা বিদুরের সাহায্যে এই বিষম বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, ছদ্মবেশে বনগমন করেন। কিছু কাল পরে পাণ্ডবেরা, দ্রুপদরাজতনয়া দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে পঞ্চাল দেশে উপস্থিত হন। এখানে অর্জ্জুন, নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করিয়া, দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হন এবং পঞ্চভ্রাতা তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন *।

*. বোধ হয় পূর্ব্বকালে, ভারতে তিব্বৎ দেশের ন্যায়, স্ত্রী জাতির বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি নায়র ও হিমালয় প্রদেশস্থিত আদিম জাতির মধ্যে ইহা দৃষ্ট হয়।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে হস্তিনায় আনয়ন করিয়া, রাজ্যের অর্দ্ধভাগ প্রদান করেন। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে (বর্ত্তমান দিল্লী) রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সমস্ত ভারতে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন মানসে, রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বাহুবলে চতুর্দ্দিকে বিজয় পতাকা উড্ডীন হইলে, নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাধা করিয়া, যুধিষ্ঠির রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করেন। এই যজ্ঞে মগধাধিপতি জরাসন্ধ, যুধিষ্ঠিরের প্রভুতা অস্বীকার করেন। ভীম ও অর্জ্জুন, কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে, মগধের রাজধানী অবরোধ করিয়া যুদ্ধে জরাসন্ধকে বধ করেন। ইহার পূর্ব্বে মথুরাধিপতি কংশ, জরাসন্ধের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কংশ বধ করিলে, জরাসন্ধ তদাক্রোশে মথুরা অবরোধ করায় শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে স্বগণসহ গুর্জ্জরপ্রান্তে সমুদ্রোপকূলে দ্বারকা (কুশস্থলী) নগরী সংস্থাপন পূর্ব্বক তথায় বসতি করেন।

দুর্য্যোধন রাজসূয় যজ্ঞে অবমানিত হইয়া, বিষণ্ণ মনে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করেন। পরে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের যোগে, দ্যুতক্রীড়াচ্ছলে পাণ্ডবদিগকে স্বীয় রাজধানীতে অহ্বান করিয়া, মাতুল শকুনির কৌশলে দ্যুতক্রীড়ায়, যুধিষ্ঠিরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন। যুধিষ্ঠির ক্রীড়াপণে রাজ্য ধন হারাইয়া অবশেষে দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃচতুষ্টয় সহ, ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য বন গমন করেন। বনবাসের নিয়মিত কাল অতীত হইলে, পাণ্ডবেরা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া পঞ্চভ্রাতার নিমিত্ত পঞ্চ খানি গ্রামের অধিকার প্রার্থনা করেন। কিন্তু দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে, সূচাগ্র ভূমিও দিতে অস্বীকার করায়, উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। থানেশ্বরের সন্নিধানে, অম্বালার

দক্ষিণে কুরুক্ষেত্র নামক সমভূমিতে অষ্টাদশ দিবস ব্যাপিয়া যে তুমুল যুদ্ধ হয়, তাহাতে পাণ্ডবেরা জয়ী ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পরাজিত ও নিহত হন। এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব পক্ষে বিশেষ সহায়তা করেন। খৃষ্টের জন্মের ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে, এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কথিত আছে, এই যুদ্ধের পর একদা যদুবংশীয়েরা, প্রভাস তীর্থে স্নান উপলক্ষে, মদ্যপান করিয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করে, এবং তাহাতে অবশেষে সকলেই নিধন প্রাপ্ত হয়। স্বগণ নিধনে, শ্রীকৃষ্ণ শোকাভিভূত হইয়া, একান্তে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে এক ব্যাধ মৃগভ্রমে, তাঁহার প্রাণ বধ করে। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির, পরমসখা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে এবং সমস্ত জ্ঞাতি বধে, অনুতাপিত হইয়া, রাজ্যভোগে বীতস্পৃহ হন, এবং অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিতকে রাজ্য দিয়া, ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদী সহ হিমাচলের পরপারে প্রস্থান করেন *।

এই কালে বিবাহ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। সুশিক্ষিত ও বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা, নিমন্ত্রিত বহু ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে, উপযুক্ত বর মনোনীত করিয়া লইতে পারিতেন। তাৎকালিক হিন্দু রাজগণ মধ্যে, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাদুর্ভাব ছিল। যে রাজা স্বীয় বাহুবলে, অন্যান্য যাবতীয় রাজগণের উপর প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে পারিতেন, রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, তিনিই সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করিতেন। হিন্দু রাজারা ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী হইয়া, অশ্বমেধ

---

* হিমাচলের যে ভাগ দিয়া যুধিষ্ঠির প্রস্থান করেন তাহার নাম মহাপ্রস্থান।

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির, রাজত্বের শেষ-ভাগে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি।—মহাভারতের সময় হইতে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদি বাহ্যাড়ম্বর, বিলক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রায় ৯ শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে অপ্রতিহত ছিল। পরে উত্তর ভারতে, এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, অনেকাংশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য লোপ করেন। এই মহাপুরুষের নাম বুদ্ধদেব বা শাক্যসিংহ।

শাক্যসিংহের জীবনী।—খৃঃ পূঃ ৫৫৭ অব্দে, কপিল-বস্তু নগরে *, সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা শুদ্ধোধনের ঔরসে এবং মায়াদেবীর গর্ভে শাক্যসিংহের জন্ম হয়। বাল্যকালে ইনি সিদ্ধার্থ বা গৌতম নামে অভিহিত হইতেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার এক সপ্তাহ পর, সিদ্ধার্থের মাতৃবিয়োগ হয়। পরে বিমাতা গৌতমী মাতৃস্থানীয় হইয়া, ইহাঁকে লালন পালন করেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই, সংসারাসক্তি শূন্য হইয়া, নির্জ্জনে, চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। রাজা শুদ্ধোধন পুত্রের উদাসীন ভাব দূরী-করণাশয়ে, অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়ক্রম কালে, ইহাঁকে গোপা-

* কপিলবস্তু কাশী হইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব কোণে গোরক্ষপুর প্রদেশে, রোহিণী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম সাহানা

নাম্নী একটী পরমা সুন্দরী রমণীসহ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। কিন্তু ইহাতেও বিশেষরূপ তাঁহার সংসারাসক্তি জন্মাইতে পারে নাই। এক বৎসর কাল সাংসারিক সুখভোগের পর, চারিটী সামান্য দৃশ্যে শাক্যসিংহের মনে, বৈরাগ্য ভাব বিশেষরূপে বদ্ধমূল হয়। শাক্যসিংহ, ক্রমে চারি দিন, চন্ন সারথি-সহ নগর ভ্রমণে বহির্গত হয়েন। প্রথম দিন একটী লোল চর্ম্ম, পলিত কেশ, স্খলিত দন্ত ও শিথিলেন্দ্রিয় বৃদ্ধ, দ্বিতীয় দিন দারুণ ব্যাধিগ্রস্ত একটী রোগী এবং তৃতীয় দিন একটী মৃত দেহ সন্দর্শন করিয়া ইনি সারথিকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে সারথি বলিলেন যে, দেহী মাত্রেই ঈশ্বরের এই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অধীন। শরীর ধারণ করিলে বার্দ্ধক্য, রোগ ও মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় নাই। ইহার পর চতুর্থ দিবস নগর ভ্রমণকালে একটী সন্ন্যাসী তাঁহার নয়নপথে পতিত হয়। শাক্য তৎকারণ জিজ্ঞাসু হওয়ায়, সারথি উত্তর করিলেন যে ইনি সংসারশ্রম-বিরাগী, ক্ষুধাতৃষ্ণা শোকমোহ কিছুতেই ইঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। ইনি মৃত্যুকেও ভয় করেন না। ইনিই প্রকৃত সুখী। সারথির এই নীতিগর্ভ উত্তরে শাক্যের মনে, শরীর ও ঐশ্বর্য্যের অনিত্যতা বিষয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। এজন্য গোপার গর্ভে রাহুল নামক পুত্রের জন্ম দিনে, নিশীথকালে, একজন বিশ্বস্ত অশ্বপালের সঙ্গে, রাজপুরী পরিত্যাগ করেন। অনন্তর অনমা-নদীতে অবগাহন পূর্ব্বক, চির সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া, স্বয়ং অশ্বপালকে বহু মূল্য পরিচ্ছদাদি প্রদান করত বিদায় করি-লেন। অতঃপর শাক্যসিংহ নিরঞ্জন নদ তটস্থ বুদ্ধগয়ায়, ৬ ছয়

বৎসর কাল যোগ শিক্ষা করিয়া, বুদ্ধদেব (জ্ঞানী) নাম ধারণ পুরঃসর নানাস্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। অনেক স্থলে ইহার মত সাদরে গৃহীত হয়। অবশেষে অশীতি বৎসর বয়সে কুশী নগরীতে, ইনি মানবলীলা সম্বরণ করেন (খৃঃ পূঃ ৪৭৭)।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।—অহিংসা, ইন্দ্রিয়-সংযম, সর্ব্বজীবে সমদর্শন এবং সত্য নিষ্ঠা এই ধর্ম্মমতের সার মর্ম্ম। সমাধিবলে কাম-ক্রোধাদি রিপু দমন করিতে পারিলেই, জীবের পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি এবং নির্ব্বাণ রূপ মোক্ষ ফল লাভ হয়। এই মতে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জাতিভেদাদি বৈষম্য প্রণালী উচ্ছেদিত, সাম্যপ্রণালী সংস্থাপিত এবং যাগ যজ্ঞের নিষ্ফলত্ব প্রতিপাদিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার *।—প্রথমে বারাণসীতে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। পরে ভারতের নানাস্থানে ইহা বিস্তৃত হইয়া, অশোকের রাজত্বকালে ভারতের প্রধান ও রাজধর্ম্ম হইয়া উঠে। এখনও চীন ও তিব্বৎ দেশে এবং সিংহল, শ্যাম, যাবা, বালী, যাপান প্রভৃতি দ্বীপে এই ধর্ম্ম প্রচলিত আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন কালে বিদেশীয়দিগের ভারতাক্রমণ।

দরায়ুস, (খৃঃ পূঃ ৫২১)।—বুদ্ধের জীবদ্দশায়, খৃষ্টের জন্মের ৫২১বৎসর পূর্ব্বে, পারস্য-রাজ দরায়ুস-হিষ্টাস্‌পিস্‌' নৌ-সেতু যোগে সিন্ধুনদ পার হইয়া, ভারতবর্ষ আক্রমণ ও

* বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারে ভারতে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। ইহার সাম্য (সকল

সিন্ধুনদের সন্নিহিত কতিপয় প্রদেশ অধিকার করেন। কথিত আছে, তাঁহার সমস্ত রাজস্বের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ, কেবল ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন হইত।

বীরবর আলেক্‌জন্দার বা সেকেন্দরশাহ, (খৃঃ পূঃ ৩২৭)।—দরায়ুসের আক্রমণের প্রায় দুই শত বৎসর পর, গ্রীসের অন্তর্গত মাসিডনের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ আলেক্‌-জন্দার দিগ্বিজয় উপলক্ষে, পারস্য রাজ্য অধিকার করিয়া ভারতাভিমুখে আগমন করেন। বর্ত্তমান গুজরাট নগরের সন্নিধানে তিনি বিতস্তা পার হইয়া পঞ্জাব আক্রমণ করেন। এখানে পৌরব বংশীয় পুরুরাজ সহ তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে পুরু পরাজিত ও তৎ পুত্রদ্বয় নিহত হন। আলেক্‌জন্দার, পুরুর সাহসে পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। অতঃপর আলেক্‌জন্দার, সমৃদ্ধি সম্পন্ন মগধরাজ্য জয় করণাভিলাষে, শতদ্রু তট পর্য্যন্ত উপস্থিত হন। কিন্তু তদীয় সৈন্যগণ, ক্লান্তি বশতঃ, আর অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহাকে অগত্যা তথা হইতেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। তদনুসারে তিনি, রণ-পোতাধ্যক্ষ নিয়র্কসের অধীনে অধিকাংশ সৈন্য সিন্ধু-মোহানা হইতে জলপথে প্রেরণ করেন, এবং স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্য সহ, বেলুচিস্তানের মরুভূমি অতিক্রম করিয়া, স্থলপথে স্বদেশ যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বাবিলনে তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতিরা, তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য আপনাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। তন্মধ্যে একজন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে বাক্ট্রিয়া (বালখ্) রাজ্য সংস্থাপন করেন এবং প্রধান সেনাপতি সেলুকস্ পারস্য রাজ্যের অধিপতি হন।

মনুষ্যই সমতুল্য। উদার মতে অনেকেই প্রোত্সাহিত হওয়ায় বহুবিধ হিন্দু রাজ্যে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মবিপ্লব চিন্তাবিপ্লব মাত্র। ইহাতে মনের উৎকর্ষ ও চিন্তার উদারতার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা ও রাজ্যের বিস্তার ঘটিল। পরিশেষে খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে অশোকের সময়ে এই ধর্ম্মের একতারূপ মহামন্ত্র বলে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত একছত্র ও এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া উঠে।

সেলুকস্, ৩১২খৃঃ পূঃ।—আলেকজন্দারের পর তদীয় সেনাপতি সেলুকস্, ভারত বিজয় মানসে, মগধসাম্রাজ্য আক্রমণার্থ, নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু মগধ-রাজ চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, তিনি চন্দ্রগুপ্তের সহিত তদীয় কন্যার বিবাহ দেন এবং প্রতি বৎসর ৫০টী হস্তী কর স্বরূপ ও শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব তটস্থ সমস্ত অংশ ছাড়িয়া দিবার পণে, সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন। সেলুকস স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন কালে, মিগাস্থিনিস্ নামক জনৈক দূতকে, চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্রে (বর্ত্তমান পাটনা) রাখিয়া যান। মিগাস্থিনিস্, চন্দ্রগুপ্তের সভায় কিছুকাল অবস্থিতি করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতবাসীরা সাতিশয় সত্যপ্রিয় ও সাহসী, মিতাচারী ও শান্ত, সরল ও সাধু প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহারা কচিৎ মোকর্দ্দমাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি ছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ সময়ে, ইহারা রাজসৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া নিরুদ্বেগে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিত। দণ্ডবিধির নিয়ম সাতিশয় কঠিন ছিল। গুরুতর অপরাধে হস্তপদাদি ছেদন করা হইত। সহমরণ প্রথা স্থানে স্থানে প্রচলিত ছিল। শস্য ও বাণিজ্য প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগে ভিন্নভিন্ন রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকায়, শাসনকার্য্য সমধিক সুশৃঙ্খলভাবে নিষ্পন্ন হইত।

বাক্ত্রীয় গ্রীক্‌গণ।—সেলুকসের পর বাক্ত্রিয়ার গ্রীক্ শাসনকর্ত্তারা স্বাধীন হইয়া, কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত পরাক্রম সহকারে তথায় আধিপত্য করেন। ইহারা ভারতে আসিয়া, সিন্ধু, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক স্বরাজ্যের সীমা বিস্তার করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মগধ সাম্রাজ্য।

পাটলীপুত্র (পাটনা) নগরে মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব হইতে তেত্রিশ জন রাজার পর, অজাতশত্রু মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে, ইহাঁর শাসনকালে, বুদ্ধদেব মগধে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করেন। অজাতশত্রু হইতে চারিজন রাজার পর, শূদ্র জাতীয় সুপ্রসিদ্ধ নন্দরাজ মগধের অধীশ্বর হন। ইনি ভারতের অনেক স্থান অধিকার করিয়া, মগধ সাম্রাজ্য বিস্তার ও ক্ষত্রিয়দিগকে বিশেষরূপ উৎপীড়ন করেন। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে, নন্দবংশীয় নবজন রাজা, প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত মগধে রাজত্ব করেন। শেষ রাজা মহানন্দের সময়ে, বীরবর সেকেন্দর শাহ কর্ত্তৃক ভারত আক্রান্ত হয়। মহানন্দ বিংশতি সহস্র অশ্ব, দুই লক্ষ পদাতি ও বহু সংখ্য হস্তী সংগ্রহ পূর্ব্বক, তদাক্রমণ প্রতিরোধের উদ্যোগ করেন।

চন্দ্রগুপ্ত, খৃঃ পূঃ ৩১৫-২৯১।—মহানন্দের আট পুত্র। তন্মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত, সুচতুর ও বিচক্ষণ মন্ত্রী চাণক্যের মন্ত্রণা বলে, নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, মগধ সিংহাসন অধিকার করেন। চন্দ্রগুপ্ত, মহানন্দের অন্যতমা দাসী মুরানাম্নী নাপ্তি-নীর গর্ভজাত বলিয়া, তদ্বংশ মৌর্য্যবংশ নামে খ্যাত। ইনি সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট হন। ইহাঁর রাজত্বকালে সেলুকস্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

অশোক, খৃঃ পূঃ ২৬৩-২৩৩।—চন্দ্রগুপ্তেব মৃত্যুর পব, বিন্দুসাব মগধে বাজত্ব করেন। বিন্দুসার লোকান্তবিত হইলে, তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র অশোক বা প্রিযদর্শী, অগ্রজ সুসীমকে পবাস্ত ও নিহত কবিযা সিংহাসন লাভ কবেন। বাল্যকালে প্রচণ্ড স্বভাব জন্য, ইনি চণ্ড নামে অভিহিত হইতেন। অশোক, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞ উপগুপ্তেব উপদেশে, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহাঁব বাজত্বেব সপ্তদশ বর্ষে, বৌদ্ধদেব একটী মহা সভা হয়। স্থানে স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তাবেব জন্য প্রচাবক নিযুক্ত হয। ফলতঃ অশোকেব সময়ে, বৌদ্ধধর্ম্মেব বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয এবং ইহা প্রায সমস্ত ভাবতবর্ষে বিস্তৃত হইযা পড়ে। অশোক, বাজ্য মধ্যে জীব হিংসা নিবাবণ, বাজবর্ত্মেব ধাবে ধাবে বৃক্ষ বোপণ ও কূপ খনন এবং সর্ব্ববিধ পীড়িত মনুষ্য ও পালিত পশুব জন্যে চিকিৎসালয সংস্থাপন কবেন। ইহাঁর বাজত্বকালে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথেব অনেক স্থান মগধ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয। অশোকেব মৃত্যুব পব, তদীয সাম্রাজ্য, তাঁহাব পুত্রত্রয মধ্যে বিভক্ত হয। জ্যেষ্ঠ পঞ্জাব, মধ্যম কাশ্মীব, এবং কনিষ্ঠপুত্র মগধ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ইহার পব, মৌর্য্য বংশীয আব ছযজন বাজা, ক্রমে মগধ সিংহাসনে অধিবোহণ কবেন। শেষ বাজাব নাম বৃহদ্রথ; ইহাঁব সেনাপতি সুঙ্গবংশীয পুষ্পামিত্র ইহাঁকে বধ কবিযা সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। এই বংশেব পব, ক্রমান্বযে অন্ধ্র ও সেন বংশীযেবা মগধের রাজা হন। খৃষ্টেব বিংশতি বৎসব পূর্ব্বে, অন্ধ্র বংশীযদিগের বাজত্ব আবম্ভ হয। কথিত আছে ইহাঁবা, প্রবল পরাক্রান্ত হইযা উঠেন। রোম নগর পর্য্যন্ত ইহাঁদের

খ্যাতি বিস্তৃত হয়। ১৯১ খৃষ্টাব্দে এই বংশে, শূদ্রক নামে জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ইহাঁকে কর্ণ দেব বা মহাকর্ণ বলিত। এই বংশের শেষ রাজা পুলমন্। ইনি হিমালয় পর্ব্বতের পরপার পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজপুতগণ।

মহাভারতোক্ত কুরুক্ষেত্র মহা সমরভূমে, যে সমস্ত আর্য্য নৃপতিগণ, অনন্ত নিদ্রায় শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানেরা রাজপুত্র নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। এই রাজপুত্র শব্দের অপভ্রংশই রাজপুত। যে বিস্তীর্ণ রাজ্য এই রাজপুতগণের আবাস স্থান, তাহা রাজস্থান বা রায় থানা নামে অভিহিত। রাজপুতানা এই রায় থানা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

শাকদ্বীপ* স্কন্দনাভ† বা অন্যান্য অনার্য্য দেশ হইতে, যে সমস্ত জাতি অভিযান উদ্দেশে সময়ে সময়ে ভারতে আপতিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বেশ-বিন্যাস, পূজাবিধি, রীত-ব্যবহার,

---

* শাকদ্বীপ বা শিথিয়া, কাস্পীয়ান হ্রদের পূর্ব্বস্থিত প্রদেশ। শাকদ্বীপীয়েরা খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত, সময় সময় ভারতে আগমন করেন। কনিষ্কা, শিথিয়ান দিগের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ইনি ৪র্থ বৌদ্ধ সভা সম্মিলন করেন (৩০ খৃঃ)।

† নরওয়ে ও সুইডেনের প্রাচীন নাম।

যুদ্ধরথ, স্ত্রী-জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, দ্যূতক্রীড়া, মদিরা-পানাসক্তি অন্ত্যেষ্টি-সংকার, সতীর সহমরণ, অস্ত্রপূজা এবং অশ্বমেধ প্রভৃতি আচার ব্যবহারে, রাজপুতগণের সহিত এত সাদৃশ্য যে ইহাদিগকে এক বংশ সম্ভূত বলিয়া প্রতীত হয়।

রাজপুতগণ ছত্রিশটী ভিন্ন ভিন্ন রাজকুলে বিভক্ত। তন্মধ্যে গিহ্লোট, যদু, তুয়ার, রাঠোর, কশাবহ, অগ্নি কুলান্তর্গত প্রমার, চৌহান চৌলুক্য ও পূরীহর এবং সৌর তক্ষক প্রভৃতি কুল, সমধিক প্রসিদ্ধ।

গিহ্লোট।—গিহ্লোটগণ রামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। অনুমান ১৪৪ খৃষ্টাব্দে, কনকসেন নামা জনৈক নৃপতি, পৈতৃক অযোধ্যা নগরী পরিত্যাগ করিয়া, সৌরাষ্ট্রে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। পরে ইহারা প্রধানতঃ আহার্য্য ও শিলোদীয় শাখাদ্বয়ে বিভক্ত হন। কনক সেনের অধঃস্তন সপ্তম পুরুষ বিজয়সেন বিজয়নগর, বল্লবীপুর ও বিদর্ভনামে তিনটী নগর স্থাপন করেন। তন্মধ্যে বল্লবীপুরই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বল্লবীপুর হইতেই মীবারের রাণাবংশের উদ্ভব হইয়াছে। এই বংশীয় শিলাদিত্য, ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক নিহত হন, এবং রাজধানী বল্লবীপুর বিধ্বস্ত হয়। ৭১৪ খৃঃ এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ বাপ্পা, মৌর্য্য বংশীয় রাজা মানসিংহের নিকট হইতে, রাজ-সিংহাসন আচ্ছিন্ন করিয়া লন।

যদু।—ইহারা যযাতিপুত্র যদুর বংশধর। শ্রীকৃষ্ণের মানব-লীলা সম্বরণের পর, পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে বহির্গত হন। সেই সঙ্গে, কৃষ্ণের অবশিষ্ট বংশধরগণ তাঁহাদের অনুগমন করেন। ইঁহারা অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া, সিন্ধু নদের দোয়াবস্থ

যদুকাড়াঙ্গা নামে গিরিব্রজে আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু তথায় অসুবিধা হওয়ার জাবালিস্থানে উপনিবিষ্ট হন, এবং গজনী-নগরে রাজপাট স্থাপন করেন। দৈব দুর্বিপাক বশতঃ যদু-বংশীয়েরা ভারতে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া, রাজস্থানের বিশাল মরু-ক্ষেত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং তত্রতা অসভ্য জাতিদিগকে তাড়াইয়া তৎ প্রদেশ অধিকার করেন। পরে ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে ইহাঁদিগ কর্তৃক যশল্মীর নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারা আট শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে জারিজা ও ভট্টি বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান।

তুয়ার।—ইহা যদুবংশের অন্যতম শাখা, কি পাণ্ডুর একটী শাখাকুল নির্ণয় করা কঠিন। তুয়ার বংশীয় দুইটি মহা-পুরুষের চরিত্রগুণে ভারতে দুটী নূতন গৌরবান্বিত যুগের উৎপত্তি হয়। সেই দুইটী মহাপুরুষ এই—

১ম। উজ্জয়িনী পতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য।

২য়। দিল্লীশ্বর অনঙ্গ পাল।

বিক্রমাদিত্য।—খৃষ্টাব্দের ৫৭বৎসর পূর্ব্বে, সুপ্রসিদ্ধ মহা-রাজ বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব হয়। উজ্জয়িনী নগরী ইহার রাজধানী। বিক্রমাদিত্য অপরিসীম জ্ঞান, নিরপেক্ষ বিচার, অতুলনীয় সাহস, অপূর্ব্ব পরোপকার ব্রত, অসাধারণ বিদ্যোৎ-সাহিতা প্রভৃতি গুণে, ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অদ্যাপি ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতার অন্তরে তাঁহার নাম জাগ রুক আছে। ইনি ভারতের রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইয়াও, সমধিক সংযতেন্দ্রিয় ও মিতাচারী ছিলেন, এমন কি সামান্য মাদুর শয্যা ও মৃণ্ময় জলপাত্র ব্যবহারেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহার নব-

রত্ন সভায় * নয়জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তন্মধ্যে কবিকুল তিলক কালিদাস সমধিক প্রসিদ্ধ। সম্বৎনামে যে শক খৃষ্টের পূর্ব্বে ৫৭ অব্দ হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, বিক্রমাদিত্য তাহার প্রবর্ত্তক।

অনঙ্গ পাল।—ইনি বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাবের ৮৫০ বৎসর পর, খৃষ্টীয় ৭৯২ অব্দে, ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে সমারূঢ় হন; এবং পূর্ব্ব প্রনষ্ট গৌরব অনেক পরিমাণে উদ্ধার করেন। মহারাজ অনঙ্গপালের পর, তদ্বংশীয় বিংশতি জন নরপতি ক্রমান্বয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। শেষ রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপাল। ইনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া স্বীয় দৌহিত্র চৌহান বংশীয় পৃথীরাজকে ১১৬৪ অব্দে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করত শান্তিময়ী মুনি বৃত্তি অবলম্বন করেন। পরে ২য় অনঙ্গ পালের লোকান্তর গমনে তুয়ার কুল পর্য্যবসিত হয়।

রাঠোর।—ইহাঁরা রামচন্দ্রের পুত্র কুশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের দুই পুরুষ পূর্ব্বে, কুশ নামে যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, রাঠোরেরা তাঁহারই কুলোদ্ভব। গাধিপুর (কনৌজ) বিশ্বামিত্রের লীলাভূমি। ইহাই রাঠোরদের আদি নিবাস স্থল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমান বীর সাহাবুদ্দিনের অভ্যুত্থান কালে, রাঠোর বংশীয় জয়চাঁদ, দিল্লীর সিংহাসন জন্য, পৃথ্বীরাজ সহ

* ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘট কর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির এবং বররুচি এই নয় জন পণ্ডিতে বিভূষিত বলিয়া নবরত্ন নামে আখ্যাত।

ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বীতায় প্রবৃত্ত হন। এই সুযোগে মুসলমানেরা ভারত রাজ্য হস্তগত করিয়া লয়। পৃথ্বীরাজ নিহত ও স্বদেশ-দ্রোহী জয়চাঁদ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল প্রাপ্ত হন। জয়-চাঁদের পুত্র শিবজী, পিতৃ রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া, মার-বারের মরু প্রান্তরে গিয়া, মাররার (যোধপুর) রাজ্য স্থাপন করেন।

কুশাবহ।—ইহরা রামচন্দ্রের তনয় কুশের বংশোদ্ভব। কথিত আছে,কোশল রাজ্য হইতে দুইটী শাখাকুল বহির্গত হন; তন্মধ্যে একটী পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া লাহোর নগর, আর অপরটী শোন তীরে রোটাস্ দুর্গ স্থাপন করেন। যাঁহারা পঞ্চনদে উপনিবিষ্ট হন, তাঁহারা পরে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া নরবর নামে নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা নল রাজার প্রসিদ্ধ লীলা ভূমি। নল রাজার বংশধরগণ মোগলদের শাসন কালেও পৈতৃক রাজাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। ইহারা অনেক দিনের পর দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে, কুশের বংশধরগণের কিয়দংশ নররবে থাকিয়া, অব-শিষ্টাংশ মীনদের আবাস ভূমে উপনিবিষ্ট হন এবং তথায় অম্বর (জয়পুর) নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্রাট আকবরের শাসন কাল হইতে অনেক রাজপুত কুল অধঃপতিত হয়। কিন্তু অম্বরের কুশাবহগণ আপনাদের মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

অগ্নিকুল।—সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে যেমন সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ, তেমনি অগ্নি হইতে অগ্নি কুলের উৎপত্তি হয়। এই অগ্নি কুল চারিটী শাখায় বিভক্ত;—১ম। প্রমার; ২য়। চৌহান; ৩য়। চৌলুক্য বা শোলাঙ্কী, ৪র্থ। পুরীহয়।

প্রমার।—কথিত আছে, বীরবর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রাচীন মাহেষ্মতী নগরীতে, প্রমারগণ প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। খৃষ্টীয় ৭১৪ অব্দে, রাম নামে জনৈক রাজা এই কুলে অবতীর্ণ হইয়া, সার্ব্বভৌম অধিপতি হন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ধারাবার নগরে প্রমার কুলে ভোজ নামে একজন পরাক্রমাশালী ও বিদ্যানুরাগী রাজা প্রাদুর্ভূত হইয়া, ভূতপূর্ব্ব উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন * অধিকার করেন। বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ইঁহার সভাও নবরত্নে বিভূষিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্ত প্রমার কুলের প্রধানতম শাখা মৌর্য্য গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

চৌহান।—বীরবর চোহান এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের অজয় পাল নামে জনৈক রাজা, অজমেরু (আজমীর) নগর স্থাপন করেন। আজমীর-পতি পৃথ্বীরাজ এই বংশোদ্ভব। ইনি ১১৬৪ অব্দে, দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। পরীক্ষিৎ হইতে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত একশত জন নৃপতি ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ছিলেন। মুসলমানদিগ কর্ত্তৃক ইঁহার পরাজয় ও নিধনে এই বংশের গৌরব অস্তমিত হয় (১১৯৩)।

চৌলুক্য বা শোলাঙ্কী।—কথিত আছে যে, লঙ্গর ও তোগ্রপ্রভৃতি কতিপয় শোলাঙ্কী কুলোৎপন্ন ব্যক্তি, কালক্রমে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। মলবার উপকূলস্থ কল্যাণ নগরে ইঁহারা পূর্ব্বে বাস করিতেন। পরে এই কুলের একটী শাখা আনহলবরা (বর্ত্তমান পত্তন) নগরে প্রতিষ্ঠাপিত হন।

* ইহা বত্রিশটী পুত্তলির মস্তকোপরিসন্নিবেশিত বলিয়া, বত্রিশ সিংহাসন নামে অভিহিত।

যখন চন্দ্ররাও আনহলবরার সিংহাসনে আসীন তখন মামুদ গজনবীর তুরগবের সর্ব্বনাশ সাধন করেন।

পুরীহর।—ইহাঁদিগেব প্রাচীন রাজধানী মন্দবাব বা মন্দাদ্রি। কালক্রমে পুবীহবেবা চাবিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

সৌব।—সূর্য্যোপাসক বলিযা ইহাবা এইরূপ আখ্যাত। এই নাম হইতেই ইহাঁদেব বাজ্য সৌব বাষ্ট্র (সৌবাষ্ট্র) বলিয়া অভিহিত। ইহাঁদেব প্রতিষ্ঠিত সৌবাষ্ট্র উপকুলস্থ দেববন্দব নগব ও সোম নাথ মন্দিব সমধিক প্রেসিদ্ধ। দেববন্দব হইতে বিতাড়িত হইযা, সৌবেবা মীবাবেব নৃপতিগণ সমীপে আশ্রয় লন। পবে খৃষ্টীয় ৭৪৬ অব্দে, সৌব কুলোৎপন্ন বানবাজা আনহালববা (পত্তন) নগব স্থাপন কবেন। সৌবাষ্ট্র প্রদেশেব পূর্ব্বতন বাজধানী বল্লবীব গৌবব এই হইতে লুপ্ত হইল।

তক্ষক।—শাকদ্বীপ হইতে যে সমস্ত বীব, অভিযানোদ্যত হইযা, ভাবতে আপতিত হন, তন্মধ্যেতক্ষবই প্রধান। এই বিশাল বংশেব শাখা প্রশাখা কালে চাবিদিক বিস্তৃত হইয়া পডে। মাহাভাবতেব বেদব্যাসোক্ত কল্পনা জাল উন্মোচন করিলে প্রতীত হয যে, অভিমন্যুতনয় মহাবাজ পবীক্ষিৎ কোন তক্ষক কর্ত্তৃক গুপ্তরূপে নিহত হন। তৎপুত্র জন্মেজয, পিতৃ বৈর নির্যাতন মানসে ইহাদিগকে আক্রমণ কবিয়া নিষ্ঠুররূপে অনলে দগ্ধ কবেন। কথিত আছে, যে তক্ষশীল পুরুব পক্ষ পবিত্যাগ কবিয়া, দিগ্বিজযী সেকেন্দবেব আনুকূল্য কবেন, তিনি এই তক্ষক বংশীয। এই বংশীয় শালিবাহন বাজা শালিবাহন নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। বিক্রমাদিত্যের ১৩৪ বৎসর পর, ইনি গোদাবরী তীরবর্ত্তী পওন নগবে রাজত্ব কবেন। এই শালি-

বাহন রাজাই উজ্জয়িনী রাজ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক তৎপ্রতিষ্ঠিত সম্বৎ উঠাইয়া, শকাব্দা প্রচলিত করেন, (৭৮ খৃ)।
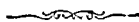
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান।—যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, তখন বীর-প্রসূ রাজপুতানায়, আবুগিরিতে, অগ্নিকুলের উৎপত্তি হয়। কাল সহকারে, এই অগ্নিকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন, এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রবর্ত্তনায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় সাধনার্থ বৌদ্ধদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য লোপ হয় এবং হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতে থাকে। যদিও খৃঃ পূ ২০০ অব্দে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়, তথাপি আরও ১৩০০ বৎসর অর্থাৎ খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের নানা স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয় ৬ ছয় শত অব্দ হইতে মহাবীর কর্তৃক জৈন ধর্ম্মের প্রথম প্রচার আরম্ভ হয়। জৈন মত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী। ১২৯০ খৃষ্টাব্দের পর এই ধর্ম্মের অবনতি হয়।

কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য।—খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে, মালবের-রাজমন্ত্রী কুমারিলভট্টের প্রযত্নে বৌদ্ধধর্ম্মের কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হয়। ইহার পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর-শেষভাগে বা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে, মালবার প্রদেশে, তাপ্তীর উপনদী পূর্ণা-তীরবর্ত্তী কোন গ্রামে, নম্বুরীশ বংশীয় বিশ্বজিৎ নামক জনৈক বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণের ঔরসে, বিশিষ্টার গর্ভে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয়। কথিত আছে, ইনি অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম মধ্যেই বেদ, পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন মত প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া, পরমহংস গোবিন্দের নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং শিষ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক অদ্বৈতমত প্রচার করিতে বহির্গত হন। অদ্বৈতবাদে, পদার্থ মাত্রই ঈশ্বর; মানবাত্মা ও ঈশ্বরে প্রভেদ এই যে, ঈশ্বর মায়া দ্বারা আবদ্ধ হইলেই জীব এবং মায়া হইতে মুক্ত হইলেই শিব বা পূর্ণব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্য, দক্ষিণাপথে, নানা স্থানে ভ্রমণ ও ধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বক, বৌদ্ধমত পরাস্ত ও অদ্বৈত মতে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। অতঃপর তিনি আর্য্যাবর্ত্তের বিবিধ স্থান পর্য্যটন করিয়া, কাঞ্চিপুরে উপস্থিত হন। তথায়, নাস্তিকত্রাস শঙ্কর, দ্বাত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে, যোগবলে দেহত্যাগ করেন। ইঁহারই একান্ত যত্নে. দক্ষিণাপথ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অনেকাংশে তিরোহিত হয়। শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্ম দিগ্বিজয় উপলক্ষে, ভারতের চারি দিকে চারিটী মঠ স্থাপন [illegible]ক, প্রত্যেক মঠে এক একটী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ধর্ম্ম রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া আইসেন। উত্তরে বদ্‌রিকাশ্রমে, দক্ষিণে রামেশ্বরে, পূর্ব্বে পুরুষোত্তমে, ও পশ্চিমে দ্বারকায় শঙ্করাচার্য্যের মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গলা ও দক্ষিণাপথের হিন্দু রাজগণ।

বাঙ্গলার হিন্দু রাজগণ।—মহাভারতের পর হইতে মুসলমান অধিকার পর্য্যন্ত, চারিটী রাজবংশ ক্রমান্বয়ে বাঙ্গলা শাসন করেন। তন্মধ্যে পাল ও সেন বংশ সমধিক প্রসিদ্ধ।

পাল বংশ।—খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পাল বংশের আবির্ভাব হয়। প্রসিদ্ধ গৌর নগর পালবংশীয়দিগের রাজধানী। পাল বংশীয় রাজগণ মধ্যে, ভূপাল বা লোকপাল, ধর্ম্মপাল, দেবপাল ও মহীপাল সমধিক প্রসিদ্ধ। দেবপাল, উৎকল, দ্রাবীড, গুর্জ্জর প্রভৃতি বিবিধ দেশ জয় করিয়া ভারতে রাজচক্রবর্ত্তী উপাধি গ্রহণ করেন। মহীপাল, বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়াদি খনন করিয়া বিপুল কীর্ত্তি রাখিয়া যান। দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

সেন বংশ।—খৃষ্টীয় ৯৬৮ অব্দে, সেন বংশীয় আদিশূর বা বীরসেন বাঙ্গলায় প্রথম রাজত্ব করেন। বৌদ্ধ রাজগণের অধিকার কালে, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণেরা, হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত দশ-কর্ম্মাদির পদ্ধতি বিস্মৃত হইয়া যাওয়ায়, আদিশূর, কান্যকুব্জ হইতে ৫ জন বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদের সঙ্গে ৫ জন শূদ্র দাস আইসেন। এই কয়েক জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ হইতেই, বাঙ্গলায় প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশের উৎপত্তি হয়। আদিশূরের পুত্র সামন্ত সেন, পৌত্র হেমন্তসেন, এবং প্রপৌত্র বিজয় সেনের রাজত্বকালে উল্লেখ যোগ্য কোন

ঘটনা নাই। বিজয় সেনের পুত্র বল্লালসেন এই বংশের মধ্যে সমধিক বিখ্যাত। ১০৬৬ অব্দে বল্লালসেন সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইনি বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের গুণানুসারে কৌলিন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন। কিন্তু ইহা বংশানুক্রমিক করায় পরিণামে বিষবৎ ফলপ্রসব করে। বল্লালসেন ১০৯৭ অব্দে দান সাগর নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি বাঙ্গলাদেশ রাঢ়, বারেন্দ্র, বাগড়ি, বঙ্গ ও মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। এই সমস্ত বিভাগের নামানুসারে, বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণকায়স্থদিগের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। বল্লালসেন, সুবর্ণগ্রাম, গৌড় ও নবদ্বীপ এই স্থানত্রয়ে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া ৩৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ইহার পুত্র লক্ষ্মণসেন বারাণসী ও শ্রীক্ষেত্র জয় করিয়াছিলেন। সংস্কৃত গীতিকাব্য প্রণেতা জয়দেব ইহার সভা পণ্ডিত ছিলেন। অতঃপর লক্ষ্মণ সেনের পুত্রদ্বয় মাধব সেন ও কেশব সেন এবং প্রপৌত্র লাক্ষণেয় যথাক্রমে বাঙ্গলার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। লাক্ষণেয় ভূমিষ্ঠ হইয়াই রাজা হন, (১১২৩)। ইহার অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, বক্তীয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক বাঙ্গলা দেশ মুসলমানদিগের করায়ত্ত হয় (১২০৩)।

দক্ষিণাপথের রাজগণ।—অতি প্রাচীন কালে, দক্ষিণাপথ অসভ্য জঙ্গলী জাতির আবাসস্থল ছিল। সূর্য্যবংশাবতংস মহাত্মা রামচন্দ্র, বনবাস উপলক্ষে দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করেন। বোধ হয়, রামচন্দ্র হইতেই দক্ষিণাপথ আর্য্য জাতি কর্ত্তৃক প্রথম অধ্যুষিত এবং তথায় সভ্যতার সূত্রপাত হয়। কথিত আছে, যে ইহার দীর্ঘকাল পরে, অনুমান খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে,

মহর্ষি অগস্ত্য আর্য্যাবর্ত্ত হইতে গমন করিয়া, আর্য্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা তত্রত্য অধিবাসীদিগকে সভ্য করিয়া তুলেন। পরে দক্ষিণাপথ কতকগুলি প্রবল রাজ্যে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে মদুরায় পাণ্ড্য বংশ; আদৌ কাঞ্চিপুরে পশ্চাৎ তাঞ্জোরে চোলবংশ, দ্বারাসমুদ্রে বল্লালবংশ; কল্যাণে চালুক্যবংশ; দেবগিরিতে যাদববংশ, বরঙ্গলে অন্ধ্রবংশ ও মলবারে চেরবংশ সমধিক প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যার কেশরীবংশ, পরে গাঙ্গ্যবংশ অনেক কাল কটকে রাজত্ব করেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন হিন্দুদিগের পাণ্ডিত্য ও সভ্যতা এবং শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির অবস্থা।

ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ে আর্য্যদিগের ভূরি ভূরি গ্রন্থ এখন ও বিদ্যমান আছে।

ধর্ম্মগ্রন্থ।—ইহা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত যথা;

১। শ্রুতি অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বা বেদ।

২। স্মৃতি অর্থাৎ মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র।

১। বেদ।—বেদ চতুর্ব্বিধ—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। প্রত্যেক বেদ আবার দুই শাখায় বিভক্ত—সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ্য। সংহিতা উপাসকের অভাব ও উচ্চাভিলাষ জ্ঞাপক; সুতরাং বৈদিক সময়ের সামাজিক অবস্থার ভাব

ইহাতে জানা যায়। ব্রাহ্মণ্য শাখায় কেবল সাত্বিকাদি ধর্ম্ম কার্য্যের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ সংহিতা সর্ব্ব আদি গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ ও সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনার উদ্দেশে রচিত।

২। মন্বাদি * প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র।—ধর্ম্ম শাস্ত্র বেদ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহা চারি শাখায় বিভক্ত;—বেদান্ত, উপবেদ, বেদাঙ্গ ও উপাঙ্গ। ব্যাকরণ তৃতীয় বেদাঙ্গ। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কিছু কাল পূর্ব্বে, বৈয়াকরণ শ্রেষ্ঠ পানিনী, ভারতের উত্তর-পশ্চিমে শলাতুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বনাম খ্যাত উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

জ্যোতিষ।—ইহা ষষ্ঠ বেদাঙ্গ। পরাশর আদি জ্যোতির্ব্বেত্তা। খৃষ্টীয় ৫০০ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ আর্য্যভট্ট। পৃথিবীর আহ্নিক গতি নিরূপণ করেন। প্রাচীন হিন্দুরা পৃথিবীর গতি, রাশিচক্রের নাম, আকৃতি ও ফলাফল এবং চন্দ্রকলা সমূহের পরিবর্ত্তনাদি অবগত ছিলেন ‡। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে, প্রায় ১১০০ খৃষ্টাব্দে, দক্ষিণাপথে বিদর্ভ (বিদর) নগরে, জ্যোতির্ব্বিৎ ভাস্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত ছিলেন। ইনি সূক্ষ্ম গণিত প্রণালী প্রথম

---

* মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনস, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, সাতাতপ ও বশিষ্ট প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা।

† বিদুষী লীলাবতী ইঁহারই কন্যা।

‡ বিক্রমাদিত্যের অন্যতম সভা পণ্ডিত বরাহের পুত্রবধূ খনা, জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। তৎকৃত জ্যোতিষ বচনাদি অদ্যাপি সাধারণ্যে প্রচলিত আছে।

উদ্ভাবন করেন। আধুনিক ইউরোপীয়দের প্রণালী ইহার রূপান্তর মাত্র। গণিত।—ক্ষেত্রতত্ত্ব ও বীজগণিতের অনেক সঙ্কেত আদৌ আরবীয়েরা হিন্দুদের নিকট, পরে ইউরোপীয়েরা, আরবীয়দিগের নিকট শিক্ষা করিয়া, স্বদেশে প্রচার করেন।

উপাঙ্গ আবার চারিভাগে বিভক্তঃ—১। পুরাণ, বা প্রাচীন ইতিহাস, ২। ন্যায় বা তর্ক শাস্ত্র, ৩। মীমাংসা বা নীতি বিজ্ঞান, ৪। ব্যবস্থা শাস্ত্র।

দর্শন শাস্ত্র।—দর্শন শাস্ত্রেও আর্য্যেরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইহা ষড়বিধ—১। কপিলের সাংখ্য। ২। পাতঞ্জলের যোগ। ৩। গৌতমের ন্যায়। ৪। কনদের বৈশেষিক। ৫। জৈমিনির পূর্ব্ব মীমাংসা। ৬। ব্যাসের উত্তর মীমাংসা।

সাহিত্য।—আদিকবি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ এবং কবিকুলচূড়ামণি বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত বিখ্যাত প্রাচীন মহাকাব্য। কবিকুল-তিলক কালিদাস, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার প্রধান পণ্ডিত। তৎপ্রণীত রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, মেঘদূত ও ঋতুসংহার প্রভৃতি কাব্য এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি নাটক সংস্কৃত ভাণ্ডারের রত্ন স্বরূপ। এতদ্ব্যতীত ভাররীর কিরাতার্জ্জুনীয়, মাঘের শিশুপাল বধ, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি কাব্য; আর ভবভূতির উত্তর-রামচরিত, মালতী মাধব ও মহাবীরচরিত, বিসখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী, কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রভৃতি নাটক সংস্কৃত ভাষায় সমধিক প্রসিদ্ধ। অপিচ বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ

সিংহাসন ও শুখসপ্ততি নামে উপকথা, এবং বানভট্টের কাদম্বরী ও সুভন্দেব বাসবদত্তা নামক সংস্কৃত গদ্যগ্রন্থ প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

চিকিৎসা ও রসায়ন।—প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা শাস্ত্রে বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। ইহাবা ঔষধাদিব উপাদান বিশেষ-রূপে অবগত ছিলেন। তাঁহাদেব বসাযন বিষযক জ্ঞানও চমৎকাব ছিল। তাঁহাবা গন্ধকাম্ল, যবক্ষাবাম্ল, ও লবণাম্ল দ্রাবক এবং তাম্রলৌহ সীস বঙ্গ প্রভৃতি ধাতুর ভস্ম প্রস্তত কবিতে পাবিতেন। ধাতুদ্রব্যেব আভ্যন্তবিক প্রয়োগ বিধি ইহাবাই প্রথম প্রবর্ত্তিত কবেন। শাবীবস্থান-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইহাদেব মধ্যে, শব-ব্যবচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। শস্ত্র-চিকিৎসাও ইহাবা বিদিত ছিলেন।

সঙ্গীত।—সঙ্গীত বিষয়ে হিন্দুবা বিলক্ষণ পাবদর্শী ছিলেন। সপ্তস্বব ইহাঁবাই উদ্ভাবন কবেন।

শিল্প কার্য্য।—প্রাচীন হিন্দুবা কারুকার্য্যেও বিশেষ নিপুণ ছিলেন। ইলোবা ও এলিফাণ্টা দ্বীপেব খোদাই কার্য্য ইহাদেব শিল্পনৈপুণ্যেব বিশেষ পবিচাযক।

বাণিজ্য ও সমুদ্র যাত্রা।—পুরাকালে হিন্দুরা, আরব, মিসব প্রভৃতি দূববর্ত্তী দেশে সমুদ্র পথে বাণিজ্যার্থ যাতায়াত করিতেন। হিন্দুবাজাগণ, বোমক-সংম্রাটের নিকট পর্য্যন্ত যে দূতাদি প্রেরণ করিতেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টের জন্মেব প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গলার তদানীন্তন অধিপতি সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ, প্রজাপীড়ন দোষে নির্ব্বাসিত হইয়া, ৭০০ শত সঙ্গীসহ অর্ণব পোতে আরোহণ

পূর্ব্বক, কষ্টশ্রষ্ঠে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন এবং অধিবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করেন। সিংহবাহুর বংশীয়-দিগেব বাজ্য বলিয়া, লঙ্কাব সিংহল নাম হইযাছে। এতদ্দ্বাবা প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাচীন কালেব হিন্দুবা সমুদ্রবাত্রা কবিতেন। কিন্তু দুঃখেব বিষয় এই যে, আধুনিক হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রাব নামেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

মুসলমান রাজত্ব।

মুসলমানদিগেব উৎপত্তি ও দিগ্বিজয।

ভাবতেব প্রাচীন ইতিহাস অতীব অস্পষ্ট। বৌদ্ধ ও গ্রীক-কালেব ইতিবৃত্ত ও ধাবাবাহিক নহে। কিন্তু মুসলমানদিগেব সময হইতেই ইহা অবিচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ আকাব ধাবণ কবে। যেহেতু মুসলমানেবা অত্যন্ত ইতিহাস প্রিয ছিল, যে সমযে যে কোন ঘটনা সংঘটিত হইত, কোন না কোন মুসলমান ইতিহাস-বেত্তা কর্ত্তৃক পবক্ষণেই তাহা লিপিবদ্ধ হইত। মহম্মদ এই মুসল-মান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

মহম্মদের জীবনী।—খৃষ্টীয ৫৭০ অব্দে, আরবদেশের অন্তর্গত মক্কানগবে মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা আব-দুল্লা একজন সঙ্গতিপন্ন বণিকছিলেন। শৈশবাবস্থায় পিতৃহীন হওয়ায়, তিনি সমুচিত রূপে বিদ্যালাভে অসমর্থ হন। পরে

প্রগাঢ় অধ্যবসায় গুণে এই অসুবিধার প্রতিবিধান করেন। বিংশতিবৎসর বয়ঃক্রম কালে, তিনি খোদেজা নাম্নী একটী ধনাঢ্যা বিধবা মহিলার চাকরীতে প্রবৃত্ত হন। এই উপলক্ষে তিনি সিরিয়ায় গমন করিয়া, মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান-লাভ করেন, উহা তাঁহার ভবিষ্য জীবনে বিশেষ উপকারে আইসে। তথাহইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উল্লিখিত বিধবা মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া মহম্মদ পর্য্যাপ্ত ধনের অধীশ্বর হন। অনন্তর তিনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, নির্জ্জনে, ইহুদিদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে ও প্রগাঢ় ধর্ম্ম চিন্তায় কালাতিপাত করেন। এই সময়েই তিনি কোরাণ নামক ধর্ম্মগ্রন্থের প্রচার করিয়া, চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, একবিধ অভিনব ধর্ম্ম প্রচার মানসে আপনাকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার মতে আল্লাই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর, সাকার দেব দেবীর আরা-ধনা নিতান্ত গর্হিত, সুরাপান নিষিদ্ধ এবং বহু বিবাহ প্রথা বিধেয়। আরববাসীগণ তৎকালে ঘোর পৌত্তলিকছিল, তাহারা মহম্মদের এই অভিনব মতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করায়, মহম্মদ মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করেন (৬২২খৃঃ)। এই ঘটনার দিবস হইতে হিজিরা শাকের গনন। আরম্ভ হয়। মদিনায় তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম অনেকেই সাদরে গ্রহণ করে। মহম্মদ আদেশ করেন যে, এক হস্তে তরবারি ও অপর হস্তে কোরাণ লইয়া ধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ লোকান্তরিত হন। তাঁহারই জীবদ্দশাতেই প্রায় সমস্ত আরবে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী ওমরখলিফার রাজত্ব সময়ে এই ধর্ম্মের

বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, এবং প্রায় একশত বৎসর মধ্যেই পারস্য, তুরুষ্ক, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন ও ফ্রান্সের কিয়দংশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহম্মদবিন্‌কাসিমের ভারতবর্ষ আক্রমণ (৭১২)। —খৃষ্টীয় ৭১২অব্দে, আরবদেশে মুসলমানধর্ম্ম প্রচারের ৯০বৎসর পর, কাসিমনামক একজন আরবীয় মুসলমান, সিন্ধুদেশ পরাজয় করেন। যখন ডামস্কস্ নগরে ওয়ালিদ নামা পুরুষ খলিফীয় সিংহাসনে অধিরূঢ়, তখন সিংহল হইতে কয়েকখানি জাহাজ, খলিফার জন্য উপঢৌকন লইয়া যাইবার সময়ে, সিন্ধুনদতটস্থ দেবল নামক পোতাশ্রয়ে, জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। সিন্ধুপতি দাহির, ইহার ক্ষতিপূরণ না করায়, খলিফাদিগের বসোরার শাসন কর্ত্তা, তদীয় বিংশতি বর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র-মহম্মদ কাসিমকে সিন্ধুদেশ আক্রমণ জন্য প্রেরণ করেন। কাসিম, সিন্ধুরাজ দাহিরের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে পরাস্ত ও সিন্ধুদেশ জয় করেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির সঙ্গে, দাহিরের পরমাসুন্দরী দুইটী কন্যা, খলিফার সম্ভোগ জন্য প্রেরিত হয়। সতীত্ব রক্ষার্থ, সুচতুরা জ্যেষ্ঠা কন্যা, সকাতরে কাসিমের অসদ্ব্যবহারজন্য খলিফার বিলাসের অনুপযুক্তা বলিয়া প্রকাশ করায়, খলিফা রাগান্ধ হইয়া কাসিমের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। এইরূপে একটী বীরপুরুষ সামান্য ছলনায়, অকালে কালগ্রাসে পতিত হন (৭১৪ খৃঃ)।

আলপ্তগীন।—খলিফাবংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বোখারায় সামনীবংশ প্রবল হইয়া উঠে। এই বংশীয় পঞ্চম রাজা আবদুল মালীকের আলপ্তগীন নামে একজন ক্রীতদাস

ছিল। আলপ্তগীন প্রভুর অনুগ্রহে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া, অবশেষে খোরাসানের রাজত্ব প্রাপ্ত হন। পরে কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিয়া, গজনীতে রাজধানী-স্থাপন করেন (৯৫০খৃঃ)।

সবক্তগীন।—ইনি গজনীর সুলতান আলপ্তগীনের ক্রীতদাস। অসমসাহসিকতাগুণে, প্রভু কর্তৃক সেনাপতি পদে উন্নত হন এবং আলপ্তগীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া গজনীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন (৯৭৬)। সবক্তগীন, লাহোরপতি জয়পাল কর্তৃক পেসবার উপত্যকায় একবার আক্রান্ত হন। এজন্য তিনি বৈরনির্য্যাতন মানসে দুইবার পঞ্জাব আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া, জয়পাল ও তৎসহযোগী রাজগণকে, (দিল্লী আজমীর কান্যকুব্জ হইতে সমাগত) সমরে পরাস্ত করেন। ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মামুদ, কনিষ্ঠ ইসমাইলকে কারারুদ্ধ করিয়া, গজনীর সুলতান হন (৯৯৬ খৃঃ)।

সুলতান মামুদ।—ইনি ৩৪ বৎসর গজনীতে রাজত্ব করেন। এই সময় মধ্যে মামুদ ষোড়শবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আইসেন। তন্মধ্যে দ্বাদশবার সমধিক প্রসিদ্ধ। যথা—

প্রথম আক্রমণ! লাহোর, ১০০১।—সুলতান মামুদ, এবারে লাহোরপতি জয়পালকে পরাস্ত ও কারারুদ্ধ করিয়া, শতদ্রুতীরবর্ত্তী ব্যতিণ্ডানগর লুণ্ঠন পূর্ব্বক, জয়পালের পুত্র অনঙ্গপালকে রাজত্ব দিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২য়।—ভাটিয়া, ১০০৩।—অনঙ্গপালের সহযোগী বিতস্তা-তীরবর্ত্তী ভাটিয়ারাজ, কর দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, মামুদ আসিয়া তাঁহাকে জব্দ করেন।

৩য়। মুলতান,—১০০৫ খৃঃ।—মুলতানাধিপতি আবুলফতে লোদী বিদ্রোহী হওয়ায় তাহাকে দমন করিয়া যান।

৪র্থ। লাহোর ও নগরকোট, ১০০৮ খৃঃ।—লাহোরপতি অনঙ্গপাল, উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, দিল্লী ও আজমীর রাজসহ, মামুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মিলিত হওয়ায়, মামুদ এবার আসিয়া, পেসবারের যুদ্ধে, তাহাদিগকে পরাজয় করেন। পরে নগরকোট মন্দির লুণ্ঠন করিয়া, বিস্তর ধন সম্পত্তি সহ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হন।

৫ম। মুলতান, ১০১০ খৃঃ।—এবারে আবুল-ফতে লোদীকে বন্দি করিয়া লইয়া যান।

৬ষ্ঠ। থানেশ্বর, ১০১১ খৃঃ।—এবারে কেবল থানেশ্বর মন্দির লুণ্ঠন করিয়াই যান।

৭ম। ৮ম। কাশ্মীর, ১০১৩ ও ১০১৪ খৃঃ।—এই দুইবার কাশ্মীর আক্রমণই মামুদের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

৯ম। কান্যকুব্জ ও মথুরা, (১০১৭ খৃঃ)।—সমৃদ্ধি-শালী কান্যকুব্জরাজ, মামুদের আগমনে বিনা যুদ্ধেই শরণাগত হন, ইহাতে মামুদ তাঁহার কোন অনিষ্ট না করিয়া, মথুরাভি-মুখে যাত্রা করেন এবং উক্ত নগরী উৎসন্ন করিয়া গজনীতে প্রত্যাগমন করেন।

১০ম। কালিঞ্জর ও লাহোর, ১০২২খৃঃ।—গতবারে মামুদের অধীনতা স্বীকার করেন বলিয়া, কালিঞ্জরা-ধিপ, লাহোরপতি অনঙ্গপালের পুত্র দ্বিতীয় জয়পালকে সহ-যোগী করিয়া, কান্যকুব্জরাজের প্রাণ সংহার করেন। মামুদ,

এবার মিত্রহস্তাদ্বয়ের বিরুদ্ধে আসিয়া, জয়পালকে পরাজয় করত, লাহোর গজনী-রাজ্যভুক্ত করেন। পরে তথায় একজন মুসলমান রাজপ্রতিনিধি রাখিয়া, স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। ভারতে মুসলমান রাজত্বের এই প্রথম সূত্রপাত।

১১শ। গোবালিয়র ও কালিঞ্জর, ১০২৩খৃঃ।—সুলতান মামুদ, এবার এই দুই রাজ্য আক্রমণ করিয়া, প্রচুর ধন রত্ন ও হস্তী লইয়া গজনীতে প্রতিগমন করেন।

১২ শ। গুজরাট ও সোমনাথ, ১০২৪ খৃঃ।—এই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ আক্রমণ। এবার গুজরাটের অন্তর্গত সোমনাথ মন্দিরের বহুকাল সঞ্চিত বিপুল সম্পত্তি লুণ্ঠন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সমীপবর্ত্তী রাজারা মন্দির রক্ষার্থ ক্রমাগত তিন দিবস বিষম যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরিশেষে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। পাণ্ডারা বিগ্রহ (শিব-লিঙ্গ) রক্ষার্থ বিস্তর অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু মামুদ, "আমি প্রতিমাবিক্রেতা অপেক্ষা প্রতিমাহন্তা নামে পরিচিত হইতে ভাল বাসি" এই বলিয়া স্বহস্তে দণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক বিগ্রহ ভগ্ন করত, তন্মধ্য হইতে বিস্তর মহামূল্য মণিমাণিক্য প্রাপ্ত হন। ভগ্ন বিগ্রহের একাংশ মক্কায় প্রেরিত হয়, এবং চন্দন-কাষ্ঠ নির্ম্মিত মন্দিরের প্রকাণ্ড কবাট তিনি গজনীতে লইয়া যান। লর্ডএলেনবারার সময়ে এই কবাট পুনরায় ভারতবর্ষে আনীত হয়। এক্ষণ ইহা ইংলণ্ডে আছে।

চরিত্র।—১০৩০ খৃষ্টাব্দে গজনীতে সুলতান মামুদের মৃত্যু হয়। মামুদের চরিত্রে দোষগুণ মিশ্রিত ছিল। উভয় ধনী ও দুঃখী তাঁহার রাজ্যে সমভাবে সুখে বাস করিত, কিন্তু

তিনি সাতিশয় স্বার্থপর ও অর্থ-পিশাচ ছিলেন। ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; কেবল ধন লুণ্ঠন ও দেব দেবী ধ্বংস করাই তাঁহার ভারতাক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। মামুদ সাতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রাজ-সভায় ফেরোদশী ও উনশেরী নামে দুই জন বিখ্যাত কবি ছিলেন। ফেরোদশী শাহনামা গ্রন্থ মামুদের গুণানু-কীর্ত্তনার্থ প্রণয়ন করেন। মামুদের মৃত্যুর পর, তদ্বংশীয় দশজন রাজা, ১১৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্রমাগত গজনীতে রাজত্ব করেন। গজনী রাজবংশের শেষ রাজা বাহরাম।

ঘোররাজ্য—হিন্দুকুশ পর্ব্বতপ্রস্থে ঘোর নামে এক জনপদ আছে। ১০১০ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদ তাহা অধিকার করেন, বাহরাম এই পার্ব্বত্য রাজ্যের রাজাকে বধ করায়, নিহত রাজার ভ্রাতা আলাউদ্দিন তদাক্রোশে গজনী অধিকার করেন (১১৫২)। বাহরাম লাহোরে পলায়িত হন। তথায় গজনীবংশীয়েরা ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। এইরূপ মামুদের সুলতান উপাধি গ্রহণের একশতচুরাশি বৎসর পর, তদ্বংশ বিলুপ্ত হয় (১১৮০)। অতঃপর ঘোর রাজ্য প্রবল হইয়া উঠে; আলাউদ্দিন এই রাজ্যের সংস্থাপক। ঘোরীয়েরা আফগান জাতি।

মহম্মদ ঘোরী—আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র গায়সউদ্দিন সিংহাসনাধিরূঢ়, এবং তদভ্রাতা সাহা-বুদ্দিন সেনাপতি হন। ইনিই পশ্চাৎ মহম্মদ ঘোরী নামে প্রসিদ্ধ। সাহাবুদ্দিন ১১৭০ খৃষ্টাব্দে, লাহোরে আসিয়া মামুদের শেষ বংশধর বাহরামের পুত্র খসরুকে পরাস্ত ও কারারুদ্ধ

করেন এবং ইহার চারিবৎসর পর, সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়া লন (১১৭৪)।

পৃথ্বীরাজ—চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজ আজমীরের অধিপতি। তাঁহার মাতামহ তুয়ার বংশীয় দ্বিতীয় অনঙ্গপাল, দিল্লীর পূর্ব্বতন অধীশ্বর ছিলেন। ইনি অপুত্রক থাকায়, তাঁহার দৌহিত্র আজমীরাধিপতি পৃথ্বীরাজকে পোষ্যপুত্র করেন (১১৬৪)। ইহাতে তাঁহার অন্যতর দৌহিত্র কান্যকুব্জরাজ রাঠোর বংশীয় জয়চন্দ্র, সাতিশয় দুঃখিত হন এবং উভয় ভ্রাতার মধ্যে অনবরত বিবাদ চলিতে থাকে। এই সময়ে গুজরাট, বাঘিলা বংশীয় রাজপুতদিগের হস্তে ছিল। মহম্মদঘোরী এই আত্মকলহই ভারতাক্রমণের প্রকৃত সুযোগ জ্ঞান করিয়া, তদানীন্তন দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করেন।

তিরৌরীর যুদ্ধ ১১৯১ খৃঃ।—কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্র ব্যতীত সমস্ত রাজগণ, বিদেশীয় আক্রমণ হইতে ভারত রক্ষার জন্য থানেশ্বরের সমীপস্থ তিরৌরী ক্ষেত্রে একত্র সমবেত হন এবং মীবারাধিপতি সমরশিকে সেনাপতিত্বে বরণ করেন। অতঃপর উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধের পর মহম্মদ-ঘোরী পরাস্ত হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন।

থানেশ্বর যুদ্ধ ১১৯৩ খৃঃ।—দুই বৎসর পর মহম্মদ-ঘোরী, পুনঃ প্রবল সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারত আক্রমণ অভিলাষে উপস্থিত হন। পৃথ্বীরাজ এবারও বহুল সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক, অন্যান্য রাজগণের সহিত থানেশ্বরে যুদ্ধার্থ উপনীত হন। "পলায়ন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই" বলিয়া হিন্দুরা মহম্মদ ঘোরীকে ভয় প্রদর্শন করেন। সুচতুর মুসলমান ভয়ের ভান

করিয়া তাঁহার ভ্রাতা ঘোর রাজের অনুমতি না আইসা পর্য্যন্ত "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকেন," বলিয়া কয়েক দিনের অবকাশ লন। হিন্দু সৈন্যগণ এই অবসরে সতর্কতা পরিশূন্য হইয়া, আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়। এই সুযোগে মহম্মদঘোরী বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক অকস্মাৎ রাত্রিকালে আক্রমণ করায়, সমস্ত হিন্দু সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। পৃথ্বীরাজ অশ্বপৃষ্ঠে রণ স্থল হইতে প্রস্থান কালীন, বিপক্ষ কর্তৃক ধৃত হইয়া, নৃশংস রূপে নিহত হন। চাঁদবর্দ্দে পৃথ্বীরায়ের চরিত্র অবলম্বন করিয়া, সুললিত কবিতা রচনা করেন। এই যুদ্ধে মহম্মদঘোরীর বিজয় পতাকা উড্ডীন ও ভারতে মুসলমান রাজত্ব সংস্থাপিত হয় (১১৯৩ খৃঃ)।

পর বৎসর কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্রও মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক ইটোয়ার উত্তর যমুনা তীরের যুদ্ধে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হন (১১৯৪ খৃঃ)। অতপর মহম্মদ ঘোরী বারাণসী ও গোয়ালিয়র অধিকার করিয়া, তাঁহার ক্রীতদাস সুদক্ষ সেনাপতি কুতবুদ্দিনকে, রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ ভারতে রাখিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন; এবং তদীয় ভ্রাতা গয়েস্‌উদ্দিনের মৃত্যুর পর গজনীর সিংহাসনাধিরূঢ় হন(১২০২)। কিন্তু রাজ্যসুখ তাঁহার ভাগ্যে অধিক কাল ঘটে নাই; অত্যল্প কাল পরেই তিনি প্রবল গোরক্ষ দস্যু কর্তৃক সিন্ধু তটে নিহত হন (১২০৬)। মুসলমানরাজ্য সংস্থাপনই মহম্মদ ঘোরীর ভারতাক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু সুলতান মামুদের ন্যায় দেশ লুণ্ঠন ও দেব দেবী চূর্ণ করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠান বংশের রাজত্ব।

(১২০৬—১৫২৬)

প্রথম পাঠান বংশ (দাস রাজশ্রেণী), ১২০৬-১২৮৮।

বংশপত্রি।

(১) * কুতুবুদ্দিন (১২০৬—১২১০)।

† (২) আরাম (১২১০-১২১১) ভগ্নীপতি আলতামাস্ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত।	(৩) সামসুদ্দিন আল্তামাস, জামাতা (১২১১ ১২৩৬)।

(৪) রকুনুদ্দিন, (১২৩৬) তদ্ভগ্নী বিজিয়া কর্ত্তৃক পদচ্যুত।	(৫) বিজিয়া বেগম, কন্যা (১২৩৬-১২৩৯) নিহত।	(৬) মৈজুদ্দিন (১২৩৯-১২৪১) নিহত।	(৮) নাসিরুদ্দিন (১২৪৬-১২৬৬) অপুত্রক নিবন্ধন মন্ত্রী বুলবনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ।

(৭) আলাদ্দিন মসাউদ (১২৪১-১২৪৬) কারাকদ্ধ।	(৯) গিয়াসুদ্দিন বুলবুস, মন্ত্রী (১২৬৬ ১২৮৬)।

বখর খাঁ, সিংহাসন	মহম্মদ সেলিড

* বংশপত্রি গুলিতে বন্ধনী বেষ্টিত অঙ্ক গুলি সম্রাটগণের ক্রমিক সংখ্যা জ্ঞাপক।

† । এইরূপ চিহ্নের নিম্নাঙ্কিত ব্যক্তি উপরিস্থ ব্যক্তির পুত্র জ্ঞাপক। পুত্র ভিন্ন অন্য সম্পর্ক স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে।

গ্রহণে অসম্মত। মোগল কর্ত্তৃক নিহত (১২৮৬)।

(১০) কৈকোবাদ
(১২৮৬-১২৮৮)
জেলালুদ্দিন কর্ত্তৃক নিহত।

কুতুবুদ্দিন, ১২০৬-১২১০।—মহম্মদঘোরীর ক্রীত-দাস কুতুবুদ্দিন হইতে পাঠান রাজত্বের সূত্রপাত হয়। কুতুব স্বয়ং ক্রীতদাস ছিলেন বলিয়া, তদ্বংশীয়েরা দাসরাজ নামে অভিহিত। তিনি, তুর্কীস্থানের একজন সামান্য লোকের পুত্র। শৈশব কালে খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরের এক জন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ইঁহাকে ক্রয় করিয়া, আরব ও পারস্য ভাষায় শিক্ষিত করান। সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর, ইনি মহম্মদঘোরীর নিকট বিক্রীত হন এবং নিজগুণে ক্রমশঃ প্রধান সেনাপতি পদলাভকরেন। অনন্তর থানেশ্বর-যুদ্ধে পৃথ্বী-রাজের পরাভবের পর, দিল্লীর সিংহাসনে, রাজপ্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত হন। ইহার রাজত্বকালে, আজমীর, কালিঞ্জর, থানেশ্বর প্রভৃতি রাজ্য দিল্লীর সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে, সেনাপতি বক্তীয়ার খিলিজী, বেহার ও বাঙ্গলা অধিকার করেন। যখন বক্তীয়ার, কতিপয় অশ্বারোহীর সহিত বাঙ্গলার রাজধানী নবদ্বীপে প্রবেশ করেন তখন অশীতি-বর্ষীয় বৃদ্ধ রাজা লাক্ষ্মণেয় আহার করিতেছিলেন। যবন-দিগের আগমন সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রাজা খিড়কির দ্বার দিয়া বহির্গত হন; এবং নৌকারোহণে গঙ্গা-নদী দিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে প্রস্থান করেন। এইরূপে নির্ব্বিবাদে ও বিনারক্তপাতে বাঙ্গলা মুসলমান দিগের হস্তগত হয়। কুতুবুদ্দিন চারিবৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। সমর দক্ষতা ও

বদান্যতার জন্য ইনি বিখ্যাত ছিলেন। কুতুবই দিল্লীর সিংহাসনে প্রথম মুসলমান সম্রাট।

সামসুদ্দিন আলতমাস, ১২১১-১২৩৬।—ইনি আদৌ কুতুবুদ্দিনের ক্রীতদাস ছিলেন, পরে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। অতঃপর আলতমাস, কুতুবের পুত্র আরামকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, দিল্লীর সম্রাট হন। এযাবৎ বাঙ্গলার শাসন কর্ত্তারা স্বনামে মুদ্রা প্রচলিত করত স্বাধীন রাজার ন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। আলতমাস সসৈন্যে বাঙ্গলায় গমন করায়, তদানীন্তন বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা গিয়াসুদ্দিন খিলিজী আপনা হইতেই বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী মালীক খিলিজি অধীনতা অস্বীকার করায়, সম্রাট এবার গিয়া বাঙ্গলা জয় করিয়া লন। অনন্তর আলতমাস সিন্ধু, মালব, মুলতান বিন্তাম্বর (বত্নাম্বর) ও কচ্ছ স্ববশে আনয়ন করেন। ইহার পর খারিজম পতি জেলালুদ্দিন, জেঙ্গিস খাঁর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, ইহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আলতমাস তাঁহাকে আশ্রয় দানে অস্বীকৃত হইয়া, মোগলাধিপতি প্রসিদ্ধ জেঙ্গিস্ খাঁর আক্রমণ হইতে ভারত রক্ষা করেন। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। আলতমাসের মৃত্যু সময়ে ভারতের অধিকাংশ রাজা, ন্যূনাধিক রূপে দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন। আলতমাস স্বীয় প্রভুর স্মরণার্থে, যমুনাতটে কুতুব মিনার নামে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন।

সুলতানা রিজিয়া, ১২৩৬-১২৩৯।—ইনিই একমাত্র রাজ্ঞী যিনি দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজ

কার্য্যে তাঁহার এরূপ বিচক্ষণতা ছিল, যে পিতা আল্‌তমাস স্থানান্তর গমন কালে, পুত্রদিগকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারই হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিতেন। রিজিয়া পুরুষ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক, পুরুষোচিত বলবুদ্ধি সহকারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার অবলা সুলভ কোমলতা নিবন্ধন, একজন আবিসিনীয় ক্রীতদাস অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া ক্রমশ সম্মান সূচক উপাধি লাভ করে। এজন্য রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। রিজিয়া এই বিদ্রোহ নিবারণার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং পরিণামে তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক প্রাণে বিনষ্ট হন (১২৩৯)।

নাসিরুদ্দিন মহম্মদ, ১২৪৬-১২৬৬।—ইহার প্রযত্নে মোগলেরা পঞ্জাব হইতে দূরীভূত হয়। নাসির দয়ালু ও ধার্ম্মিক ছিলেন। অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, তদীয় প্রধান মন্ত্রী ক্রীতদাস গিয়াসুদ্দিন বুলবন দিল্লীর শাসন দণ্ড পরিচালন করেন।

গিয়াসুদ্দিন বুলবন, ১২৬৬-১২৮৬।—রাস্তা নির্ম্মাণ, বিদ্রোহ দমন, ও কার্য্যক্ষম সৈন্য প্রস্তুত করিতে ইহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। বাঙ্গলার নবাব তোগ্রল খাঁ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীর রাজস্ব বন্ধ ও স্বনামে মুদ্রা অঙ্কিত করায়, বুলবন্ স্বয়ং ইহাকে দমনার্থ সসৈন্যে বাঙ্গলা যাত্রা করেন। তোগ্রল নিহত ও বাঙ্গলা পুনরায় দিল্লীর অধীন হয়। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে গিয়াস, দ্বিতীয় পুত্র বখর খাঁকে বাঙ্গলার শাসন ভার সমর্পণ করিয়া আইসেন। জ্যেষ্ঠপুত্র, পঞ্জাবে মোগলদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়া, নিহত হওয়ায়, বৃদ্ধ বুলবন্ দিল্লীর সিংহাসন

গ্রহণে বথব খাঁকে আহ্বান করেন। কিন্তু বথর, বাঙ্গলার শাস্ত শাসন মনোনীত কবায়, গিযাস বথরেব পুত্র কৈকোবাদকে দিল্লীব সিংহাসন প্রদান কবিযা পবলোক গমন কবেন।

কৈকোবাদ, ১২৮৬-১২৮৮।—কৈকোবাদ অতুল ঐশ্বর্য্যাধিকাবী হইয়া, কুমন্ত্রী নিজামেব কুমন্ত্রণায়, অচিরাৎ ঘোব বিলাসী হইযা উঠেন। বথব খাঁ পুত্রকে উপদেশ দিবার জন্য সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা কবেন। কৈকোবাদ মন্ত্রীব পবামর্শে বথবেব আগমন প্রতিবোধার্থ বহু সংখ্যক সৈন্য লইযা অগ্রসব হন। সাযূতটে পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ হয। বথর বিবিধ অপমান সহ্য কবিযাও পুত্রকে বিবিধ উপদেশ দিযা, কথঞ্চিৎ সৎপথে আনযন কবেন। কিন্তু তাঁহাব প্রত্যাগমনের পর, কৈকোবাদ পুনঃ পূর্ব্ববৎ আচবণে প্রবৃত্ত হন। সুতবাং অবিলম্বেই তাঁহাব শবীব ভগ্ন হইয়া পড়ে। মন্ত্রী নিজামকেই ইহার মূলীভূত জানিয়া, সম্রাট বিষ প্রযোগ দ্বাবা তাহাব প্রাণ সংহাব কবেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং বাজ্যশাসনে অসমর্থ ছিলেন। অনন্তব খিলিজি বংশীয় জেলালুদ্দিন কৈকোবাদেব প্রাণ সংহার কবিয়া দিল্লীব সিংহাসন অধিকাব কবিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পাঠান বংশ, ১২৮৮-১৫২৬।

এই বংশ খিলিজি তোগলক, সৈয়দ, লোদী এই চারিটী রাজান্বয়ে বিভক্ত।

খিলিজী বংশ, ১২৮৮-১৩২১।

বংশপত্রি।

(১) জেলাল্‌দ্দিন খিলিজী (১২৮৮-১২৯৫)।

|

(২) আলাউদ্দিন, ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা (১২৯৫ ১৩১৭)।

|

মন্ত্রী কাফুর কর্ত্তৃক বিষ প্রয়োগে বিনষ্ট।

জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র চক্ষুরুৎপাটিত।	(৩ ওমর, কাফুর কর্ত্তৃক রাজ্য প্রাপ্তির পর মোবারিক কর্ত্তৃক চক্ষুরুন্মূলিত ও আজীবন গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দীকৃত।	(৪) মোবারিক (১৩১৭-১৩২০)। প্রিয় খসরু কর্ত্তৃক নিহত। | (৫) খসরু (১৩২০-১৩২১), গায়স্‌দ্দিন তোগলক কর্ত্তৃক নিহত।

জেলালুদ্দিন, ১২৮৮-১২৯৫।—জেলালুদ্দিন, সপ্ততি বৎসর বয়ক্রম কালে, দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব কালে, মালব, উজ্জয়িনী ও মাণ্ডু অধিকৃত হয়, এবং মোগলেরা আর একবার পঞ্জাব আক্রমণ করিতে আসিয়া

পরাজিত হইয়া যায়। জেলালেব ভ্রাতুষ্পুত্র নিষ্ঠুর আলাউদ্দিন, অযোধ্যা ও আলাহাবাদের শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি সহসা দক্ষিণাপথে গিয়া দেবগিরি (দৌলতাবাদ) আক্রমণ করেন এবং মহারাষ্ট্রপতি রামদেবকে, তদ্রাজ্যের কিয়দংশ ও প্রচুর কর দিতে বাধ্য করেন। জেলালুদ্দিন সাতিশয় দয়ার্দ্র চিত্ত ছিলেন।

আলাউদ্দিন, ১২৯৫-১৩১৭।—আলাউদ্দিন, পিতৃব্য জেলালুদ্দিনকে হত্যা করিয়া, দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। পরে ইনি স্বয়ং গুজরাট অধিকার পূর্ব্বক, তথা হইতে নপুংসক মালীক কাফুর নামক একজন দাস এবং গুজরাট রাজ-মহিষী পরমাসুন্দরী কমলাদেবীকে আনয়ন করেন (১২৯৭)। অতঃপর কমলাদেবী, সম্রাটের প্রধানা মহিষী হন। কাফুর অসীম সাহসীকতায়, ক্রমে প্রভুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে, এবং সেনাপতি রূপে চারিবার দক্ষিণাপথ আক্রমণ জন্য প্রেরিত হয়। কাফুর প্রথমে, বিদ্রোহী রামদেবকে পরাস্ত করিয়া, বন্দীরূপে দিল্লীতে আনয়ন করে; এবং তৎপরে তৈলঙ্গরাজ লক্ষধর দেব ও দ্বারসমুদ্ররাজ বল্লাল দেবকে আক্রমণ করে। বল্লাল নিহত ও দ্বারসমুদ্র অধিকৃত হয়; লক্ষধর পরাস্ত হইয়া সন্ধি করেন। কাফুর সেতুবন্ধরামেশ্বর পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথ উৎসন্ন করিয়া, তথায় একটা মসীদ স্থাপন পূর্ব্বক দিল্লীতে প্রত্যাগত হন। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে, আলাউদ্দিন বিখ্যাত চিতোরের রাজা পরাক্রান্ত ভীম সিংহের স্ত্রী পদ্মিনীর অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আনয়ন মানসে চিতোর নগর অবরোধ করেন। ভীমসিংহ সমরে নিহত হন। পদ্মিনী সতীত্ব রক্ষার্থ জল-

স্তানলে জীবন বিসর্জ্জন করায়, আলাউদ্দিন তল্লাভে হতাস হইয়া, চিতোর নগর ধ্বংস পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রতি নিবৃত্ত হন। অতঃপর সম্রাট, কমলাদেবীর অসামান্যা রূপবতী কন্যা, দেবল দেবীকে রাজধানীতে আনয়ন করিয়া, জ্যেষ্ঠপুত্র খিজিরখাঁর সহিত বিবাহ দেন। দেবল দেবীকে, অসাধারণ সৌন্দর্য্য জন্য পরিণামে বিলক্ষণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়; যে হেতু খিজিরের মৃত্যুর পর, ক্রমান্বয়ে মোবারিক ও খসরু বলপূর্ব্বক ইহার পাণি গ্রহণ করেন। দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার নিতান্ত বাসনা থাকায়, কাফুর বিষ প্রয়োগে আলাউদ্দিনের প্রাণ সংহার করেন ১৩১৭। কিন্তু ইহাতেও তাহার মনোরথ পূর্ণ হয় না, কেননা সম্রাটের তৃতীয় পুত্র মোবারিক, কাফুরকে হত্যা ও অপর ভ্রাতৃত্রয়কে অন্ধ করিয়া দিল্লীশ্বর হন। বৎসরত্রয় অতীত হইতে না হইতেই, মন্ত্রী ক্রীতদাস খসরু, মোবারিককে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। বৎসরৈক মধ্যে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা গিয়াসুদ্দিন তোগলক, খসরুর প্রাণ সংহার করিয়া দিল্লীর সম্রাট হন (১৩২১)।

তোগলক বংশ ১৩২১-১৪১৪।

বংশপত্রি।

(১) গিয়াসউদ্দিন তোগলক (১৩২১-১৩২৫)।
|
(২) জুনা খাঁ বা মহম্মদ তোগলক (১৩২৫ ১৩৫১)।
|
(৩) ফিরোজ তোগলক ভ্রাতুষ্পুত্র (১৩৫১-১৩৮৮)।
|

মহম্মদ তোগলক, ১৩২৫-১৩৫১।—জুনাখাঁ কৌশলে পিতৃহত্যা করিয়া, মহম্মদ তোগলক নাম ধারণ পূর্ব্বক, সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ইনি সুশিক্ষিত ও সাহসী হইয়াও, নিতান্ত নিষ্ঠুর, উচ্ছৃঙ্খল ও অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন। মহম্মদ, পারস্য ও চীন বিজয়াভিলাষে, বহুল সৈন্য সংগ্রহ করেন। এই ব্যয়োপযোগী অর্থের অনটন হেতু, কৃষকদিগের কর বৃদ্ধি করিয়া, যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করায়, তাহারা জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সম্রাট সৈন্য প্রেরণ করিয়া, তাহাদিগকে বন্য পশুর ন্যায় পালে পালে হত্যা করেন। মহম্মদ, দেবগিরির দৌলতাবাদ নাম দিয়া, তথায় রাজধানী উঠাইয়া লইবার মানসে দিল্লীর সমস্ত অধিবাসীদিগকে তথায় যাইতে আদেশ করেন। ইহাতে দিল্লী শ্মশান তুল্য হইলে, তিনি এই খেয়াল পরিত্যাগ করেন। অনন্তর মহম্মদ, শূন্য রাজকোষ পরিপূরণার্থ; তাম্র ও কাগজের নোট প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু প্রতারিত হইবার ভয়ে, কেহ তাহা গ্রহণ না করায় তিনি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হন। তাঁহার রাজত্বে, চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, দিল্লীর সম্রাজ্য হ্রাস হইতে থাকে। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে মালবে, মহম্মদের আপন ভ্রাতষ্পুত্র বিদ্রোহী হন, সম্রাট দক্ষিণা-

পথ পর্য্যন্ত তৎ পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাঁহাকে ধৃত করেন এবং ত্বগুন্মোচন দ্বারা প্রাণসংহারের আদেশ করেন। ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইয়া পরাস্ত ও নিহত হন। ১৩৪০ অব্দে বাঙ্গলা একজন মুসলমান কর্ম্মচারীর অধীনে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটের ও তৈলঙ্গের রাজা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। পরে গুজরাটে ও দক্ষিণাপথে প্রবল বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হয়। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে হোসেন গঙ্গবামনী, দক্ষিণ ভারতে একটী নূতন স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করেন। মহম্মদ বিদ্রোহ দমনে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াও কেবল মালব ও পঞ্জাবের বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য্য হন।

ফিরোজ তোগলক, ১৩৫১-১৩৮৮।—১৩৫১ খৃষ্টাব্দে, মহম্মদের লোকান্তর হইলে, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজ তোগলক সম্রাট হন। ইনি নিতান্ত প্রজাবৎসল ছিলেন, ও বিবিধ পীড়াদায়ক কর এবং সামান্য অপরাধে প্রাণদণ্ড ও অঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থা একবারে রহিত করেন। ইঁহার সময়ে রাজ্যের স্থানে স্থানে, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, রাস্তা, সেতু, জলাশয়াদি প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে কর্ণাল হইতে হাঁসিহিসা পর্য্যন্ত ফিরোজসা খালটী সমধিক প্রসিদ্ধ। ফিরোজ, বাঙ্গলার ও দক্ষিণাপথের বামনীরাজ্যের স্বাধীনতা অগত্যা স্বীকার করেন।

মামুদ তোগলক, ১৩৯৪-১৪১৩।—ইঁহার রাজত্ব সময়ে, চারিদিকে আত্মকলহ ও বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। জোনপুর, মালব, গুজরাট ও খান্দেশ প্রভৃতি স্বাধীন হইয়া উঠে, এবং বিখ্যাত তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

তৈমুরলঙ্গের ভারতাক্রমণ, ১৩৯৮।—তৈমুর,

জঙ্গিসখাঁর বংশোদ্ভব। খঞ্জ বলিয়া লঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। ইনি আদৌ সমরখণ্ডের আমীর ছিলেন। পরে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া তৈমুর, সমস্ত মধ্য ও পশ্চিম আশিয়া পরাজয় ও লুণ্ঠন পূর্ব্বক, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, কাবুলের পথে ভারতে অবতীর্ণ হন, এবং শতদ্রু পার হইয়া, দিল্লী আক্রমণ করেন। তদাগমনে মামুদ গুজরাটে পলায়নপর হন। তৈমুর, দিল্লীতে অত্যাচারের একশেষ করিয়া, পর বৎসর মিরাট্ অধিকার করত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন *। অনন্তর মামুদ, দিল্লীতে পুনরাগত হইয়া কিছুকাল পরেই লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎকার্য্যকারক, দৌলৎখাঁ লোদী বলপূর্ব্বক দিল্লীর বাদসাহ হন (১৪১৩)। কিন্তু ১৫ মাস পরেই তৈমুরের প্রতিনিধি পঞ্জাবের শাসন কর্ত্তা সৈয়দবংশীয় খিজির খাঁ, দৌলৎকে রাজ্য-চ্যুত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া লন (১৪১৪)।

সৈয়দ বংশ, ১৪১৪-১৪৫০।

বংশপত্রি।

(১) খিজির খাঁ (১৪১৪-১৪২১)।
|
(২) মোবারিক খাঁ (১৪২১-১৪৩৬) নিহত।
|
(৩) সৈয়দ মহম্মদ (১৪৩৬-১৪৪৪)।
|
(৪) সৈয়দ আলাউদ্দিন (১৪৪৭-১৪৫০)।

সৈয়দবংশীয় দিগের রাজত্ব সময়ে উল্লেখ যোগ্য প্রসিদ্ধ কোন ঘটনা নাই। এই সময়ে ক্রমশঃ দিল্লীর অধিকার সংকীর্ণ

* লুণ্ঠনই তৈমুরলঙ্গের ভারতাক্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

হইয়া আসিতে থাকে। অন্ত্য সৈয়দরাজ আলাউদ্দিন, রাজপাট দিল্লী হইতে বদায়ুনে স্থানান্তরিত করেন। এই অবসরে আফগান বিলোলী লোদী, দিল্লী আক্রমণ করিয়া, সিংহাসন অধিকার করিয়া লন।

লোদীবংশ, ১৪৫০—১৫২৬।

বংশপত্রি।

(১) বিলোলী লোদী (১৪৫০ ১৪৮৮)।
|
(২) সেকেন্দর লোদী (১৪৮৮-১৫০৬)।
|
(৩) এব্রাহিম লোদী (১৫০৬-১৫২৬)।

মোগলবংশীয় বাবর কর্তৃক পরাজিত ও নিহত।

বিলোলী লোদী, ১৪৫০—১৪৮৮।—যখন বিলোলী দিল্লীর সিংহাসনাধিরোহণ করেন, তখন কেবল পঞ্জাব ও দিল্লীর সন্নিহিত প্রদেশ সমূহ তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল। ইঁহার রাজত্ব কালে, জৌনপুররাজ দিল্লী আক্রমণ করেন, (১৪৫২)। ক্রমাগত ২৬ বৎসর যুদ্ধের পর, জৌনপুর বিধ্বস্ত ও হস্তগত হয় (১৪৭৮)। জৌনপুর বিজয়ের পর, তিনি অন্যান্য অনেক স্থান জয় করেন। মৃত্যু সময়ে তাঁহার রাজ্য, উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ড, এবং পশ্চিমে সিন্ধু হইতে পূর্ব্বে বারানসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সেকেন্দর লোদী, ১৪৮৮—১৫০৬।—ইঁহার সময়ে বেহার প্রদেশ দিল্লী—সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। দিল্লীর বাদসাহদিগের মধ্যে, সেকেন্দরে বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি ছিল।

এব্রাহিম লোদী, ১৫০৬—১৫২৬।—এব্রাহিম সাতিশয় দুর্ব্বিনীত ও অহঙ্কারী ছিলেন। বিবিধ কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলৎখাঁ বিদ্রোহী হইয়া, পরাক্রান্ত মোগল জাতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময়ে বিখ্যাত তৈমুরলঙ্গের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বাবর, কাবুলের অধিপতি ছিলেন। তিনি বিস্তর মোগল সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (১৫২৪) এবং আহ্বানকারী দৌলৎখাঁকে বন্দী করিয়া দিল্লী অভিমুখে এব্রাহিমলোদীর বিরুদ্ধে যাত্রা করেন।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ, ১৫২৬।—পানিপথ ক্ষেত্রে উভয় মোগল ও পাঠান সৈন্য যুদ্ধার্থে সমবেত হয়। সূর্য্যোদয় হইতে মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধের পর, বাবর, লোদীকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া দিল্লী ও আগরা অধিকার করেন। এই যুদ্ধেই ভারতে পাঠান রাজত্বের অবসান ও মোগল রাজত্বের অভ্যুদয় হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স্বাধীন রাজ্য সমূহ।

পাঠান রাজত্ব কালে ভারতের স্বাধীন রাজ্য সমূহের বিবরণ।—মহম্মদ তোগলকের রাজত্বের শেষভাগ হইতে, ভারতে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য সংগঠিত হইতে আরম্ভ হয়। পরে খৃষ্টীয় ১৩৯৮ অব্দে, মামুদ তোগলকের শাসন

কালে, দিল্লীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় মাইল ব্যতীত, সমস্ত ভারতবর্ষ কয়েকটী স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়। যথা—

প্রথম। বামনীরাজ্য।—মহম্মদ তোগলকের শাসন কালে, জাফরখাঁ নামে একজন আফগান সৈনিক পুরুষ এই রাজ্য সংস্থাপন করেন। জাফর বাল্যকালে গঙ্গ নামক দিল্লীর জনৈক জ্যোতির্জ্ঞ ব্রাহ্মণের দাস ছিলেন, এবং তাঁহার অনু-বোধে দিল্লীর রাজসভায় বিশেষরূপে পরিচিত হন। জাফর ক্রমশঃ, সম্রাট প্রসাদে উন্নত পদ লাভ করিয়া, পরে দক্ষিণা-পথে একটী স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করেন, এবং আপন প্রভুর সম্মানরক্ষার্থে হোসন গঙ্গ বামনী নামে আখ্যাত হন। তদ্বংশ বামনী, নামে প্রসিদ্ধ। এই বংশের আঠার জন রাজা ১৩৪৭ হইতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুলবর্গা নগরী এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। পাঠান রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বামনী রাজ্যের অবসান হয়।

ইতিপূর্ব্বেই বামনী রাজ্যের ভগ্নাবশেষ লইয়া দক্ষিণাপথে পাঁচটী স্বাধীন রাজ্য সংগঠিত হয়।

১। আদিলসাহ কর্ত্তৃক স্থাপিত বিজয়পুরের আদিলসাহী রাজ্য (১৪৮৯)। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজিব কর্ত্তৃক পরিণামে উচ্ছিন্ন হয় (১৬৮৬)।

২। বিজয়নগর রাজসভার আহম্মদ নামক এক জন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহম্মদ নগরের নিজাম সাহী রাজ্য। শাহজাঁহা কর্ত্তৃক বিনষ্ট (১৬৩৭)।

৩। জনৈক তুর্কস্থানীয় কর্ত্তৃক স্থাপিত গোলকুণ্ডার কুতুব সাহী রাজ্য (১৫১২)। আওরঙ্গজিব কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত (১৬৮৭)।

৪। বিজয় নগরের জনৈক হিন্দু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেরার অন্তর্গত ইলিচপুরে ইমাদসাহী রাজ্য (১৪৮৪)। ১৫৭৪ অব্দে নিজামসাহী রাজ্যভুক্ত হয়।

৫। একজন জর্জিয় দাস কর্তৃক সংস্থাপিত বিদরের বারিদ সাহী রাজ্য (১৪৯২—১৪৯৮)।

দ্বিতীয়। বিজয়নগর।—মহম্মদ তোগলকের রাজত্ব কালে, দক্ষিণাপথে, বামনী রাজ্যের ন্যায়, বিজয়নগরে একটী হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় (১৩৩৬ খৃঃ)। বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত প্রদেশ সমূহ, এই বিজয়নগর বা নরসিংহ রাজ্য ভুক্ত ছিল। পরিশেষে বিজয়পুর, বিদর, আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডার মুসলমান রাজগণ, সম্মিলিত হইয়া, কৃষ্ণানদীর তীরস্থ তালিকট যুদ্ধে, এই রাজ্য ধ্বংস ও তত্রত্য বৃদ্ধ রাম রাজাকে হত্যা করেন, (১৫৬৫)। মৃত রাজার ভ্রাতা মান্দ্রাজের উত্তর পশ্চিমস্থ চন্দ্রগিরিতে পুনরায় নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে, ইনি বর্ত্তমান মান্দ্রাজ নগরের অন্তর্গত স্থানটী ইংরেজদিগকে দান করেন।

তৃতীয়। বাঙ্গলা।—সামসুদ্দিন ইলিয়াস,১৩৫৩খৃষ্টাব্দে, পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত একদলার দুর্গে অবস্থিতি পূর্ব্বক, সম্রাট ফিরোজ তোগলকের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া, বাঙ্গলার স্বাধীনতা স্থাপন করেন। ইহার বংশীয়েরা শতাধিক বৎসর কাল বাঙ্গলা শাসন করেন। তৎপর কিছুকাল গণেশ রাজবংশ এবং আবী-

১৩৫৩ হইতে ১৫৭৬খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা স্বাধীন ছিল তন্মধ্যে ৪০ বৎসর গণেশ রাজ বংশ, ৭ বৎসর আবীসিনীয় (হাবসী) দাস বংশ, এবং অবশিষ্ট কাল পাঠানেরা বাঙ্গলা শাসন করেন।

সিনীয় দাসবংশ কর্ত্তৃক বাঙ্গলা শাসিত হয়। অনন্তর সৈয়দ বংশীয় আলাউদ্দিন বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করেন (১৪৮৯)। জৌনপুরের হোসেন সা, সম্রাট বিলোলী লোদী কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া ইহাঁর নিকট আসিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হয; কিন্তু ইহার পর আলাউদ্দিন, পরবর্ত্তী সম্রাট সেকেন্দর লোদীর বাধ্য হন, (১৫৩৮)। আলাউদ্দিনের পুত্র নবাব মামুদসা, শের খাঁ কর্ত্তৃক পরাস্ত ও তাড়িত হন। সেরখাঁর বংশীয়েরা ১৫৩৮ হইতে ১৫৬৪ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা শাসন করেন। পরে করো-রানি বংশীয় সোলেমান সা নামক আফগান, বাঙ্গলার নবাব হন। সম্রাট আকবর, তৎপুত্র দাযুদকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া, বাঙ্গালা ও বেহার দিল্লীর সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন (১৫৭৬)।

চতুর্থ। জৌনপুর।— মামুদ তোগলকের মন্ত্রী জৌন-পুরের শাসনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত হইয়া, পরে স্বীয় ক্ষমতায় তথায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন (১৩৯৩ খৃঃ)। সম্রাট বিলোলী লোদী কর্ত্তৃক এই রাজ্যের স্বাধীনতা ধ্বংস হয়।

পঞ্চম। মালব ও গুজরাট।—তোগলক বংশীয় শেষ সম্রাটগণের হীন প্রভাব সময়ে, গুজরাট স্বাধীনতা অব-লম্বন করে। পরে গুজরাটের রাজা বাহাদুরসা, মালব তদ্রাজ্য ভুক্ত করেন। বাহাদুর সা পরিণামে পর্ত্তুগীজদিগ-কর্ত্তৃক নিহত হন। পরে সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক গুজরাট মোগল-সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পাঠান রাজত্ব কালে ভারতের সাধারণ অবস্থা।

ভারতবর্ষে মামুদ গজনবীর ও মহম্মদ ঘোরীর কোন রাজপাট ছিল না। কুতুবুদ্দিন হইতেই হিন্দু রাজত্বের অবসান এবং মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত হয়। এই রাজত্বে পাঠান বংশীয়েরা, প্রথমে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনশত বৎসরাধিক কাল রাজত্বের পর, এব্রাহিম লোদীর শাসন সময়ে, ইহাদের অধঃপতন হয় এবং সুলতান বাবর হইতে মোগল রাজত্বের অভ্যুদয় হইতে থাকে। যদিও পাঠানবংশীয় সম্রাটদিগের মধ্যে অনেকেই যথেচ্ছাচারী ছিলেন, তথাপি প্রজারা প্রায়শঃ সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিত এবং যুদ্ধ-হত্যাকাণ্ড সময়েও কৃষিবল একবারে উৎসন্ন হইত না। সামান্য বিবাদাদি গ্রাম্য মণ্ডল কর্তৃক মীমাংসিত হইত। এই বংশীয় রাজগণ মধ্যে অনেকেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। ইঁহারা সকলেই কাফের (বিধর্ম্মী) বলিয়া হিন্দুদিগকে অবজ্ঞা করিতেন।

এই সময়ে মিথিলা ও নবদ্বীপ সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। প্রথমে বাসুদেব সার্ব্বভৌমই মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র আনয়ন করিয়া নবদ্বীপে ইহার চর্চ্চা আরম্ভ করেন। পরে তদীয় ছাত্রদ্বয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, নবদ্বীপ উজ্জ্বল করেন। ইহারা তিন জনই

নবদ্বীপ নিবাসী। খৃষ্টীয পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও ষোডশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহারা প্রাদুর্ভূত হন। স্মার্ত্ত প্রণীত বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজা প্রভৃতির পদ্ধতি বিষয়ক " অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব " এবং রঘুনাথ শিরোমণি কৃত "চিন্তামণি দিধীতি" নামক ন্যায় বিষযক গ্রন্থ, সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাদের মত অদ্যাপি ভারতের অনেক স্থলে প্রচলিত। খৃষ্টীয পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বাঙ্গলার প্রাচীন কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস জন্ম পরিগ্রহ করিয়া দেশ অলঙ্কৃত করেন। চণ্ডিদাস, বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে এবং বিদ্যাপতি মিথিলায় জন্ম গ্রহণ করেন। চণ্ডিদাসের রচিত "রাধাগোবিন্দ কেলি বিলাস" প্রভৃতির ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গলা এবং বিদ্যাপতি প্রণীত "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" ও "পুরুষ পরীক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষা হিন্দি ভাবাপন্ন।

এই সময়ে, ধর্ম্ম প্রচারক চৈতন্য, বল্লভাচার্য্য, রামানুজ, রামানন্দ, কবির এবং নানকের আবির্ভাব হয।

চৈতন্য।—খৃষ্টীয ১৪৮৫ অব্দে, নবদ্বীপে, ব্রাহ্মণ কূলে, জগন্নাথ মিশ্রের * ঔরসে, শচীদেবীর গর্ভে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক চৈতন্যের জন্ম হয। ইনি প্রথমে লক্ষ্মীদেবীর ও তল্লোকান্তরে বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। চৈতন্য বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া, অল্প কালেই তর্কশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার মনে ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হয। পরে তীর্থ ভ্রমণে এই ধর্ম্মভাব সমধিক উচ্ছ্বসিত হওযায়, ইনি সর্ব্বদাই হরি সঙ্কীর্ত্তণ ও শাস্ত্রালোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন। পঁচিশ বৎসর বয়ক্রম কালে,

* জগন্নাথ মিশ্র আদৌ শ্রীহট্ট বাসী, পরে নবদ্বীপ আসিয়া বসতি করেন।

চৈতন্য, সাংসারিক মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়া, কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং রীতিমত ধর্ম্ম প্রচারে বহির্গত হইয়া, পশ্চিমে বৃন্দাবন ও দক্ষিণে সেতুবন্ধরামেশ্বর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। ১৫৫৩ অব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে, তিনি জগন্নাথ ক্ষেত্রে মানবলীলা সম্বরণ করেন। চৈতন্য সাকারবাদী হইয়াও স্বীয় জীবনে প্রেমভক্তির আদর্শ প্রদর্শন, এবং ইহাই মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইনি সন্ন্যাসী হইয়াও মাতাকে দেবতা তুল্য ভক্তি করিতেন। ইঁহার মতে জাতিভেদ নাই বিধবাবিবাহ ন্যায়সঙ্গত এবং সর্ব্ব বর্ণের ব্যক্তিই এই ধর্ম্মে গ্রহণ যোগ্য। চৈতন্যের প্রেমভাব দর্শনে, অনেক পাষণ্ড ও বিধর্ম্মীরাও ভক্তি রসে আপ্লুত হইয়া, ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীরা ইঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জ্ঞান করেন। চৈতন্য, দিল্লীর সম্রাট সিকেন্দর লোদী ও বাঙ্গলার নবাব হুসেন সাহ রাজত্ব সময়ে আবির্ভূত হইয়া, সম্রাট হুমায়ুন ও নবাব ফিরোজ সাহ শাসন কালে তিরোহিত হন।

বল্লভাচার্য্য।—ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, তৈলঙ্গ প্রদেশে আবির্ভূত হইয়া, গোকুলে গিয়া বসতি করেন। পরে নানা তীর্থ স্থান পর্য্যটন করিয়া, বৃন্দাবনে প্রতিনিবৃত্ত হন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জীবন্ত বিশ্বাস ও অমানুষী আত্মত্যাগ স্বীকারে পরিতৃপ্ত হইয়া দর্শন দেন এবং বালগোপালের উপাসনা প্রচার করিতে তাঁহাকে আদেশ প্রদান করেন। বল্লভাচার্য্যের মতে ঈশ্বরোপাসনায়, উপবাস, দৈহিক কষ্ট স্বীকার ও বনগমন নিষ্প্রয়োজন। সংসারে ঐহিক সুখস্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিয়াও ঈশ্বর আরাধনা সম্ভবপর।

রামানুজ।—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, দক্ষিণাপথে প্রিয়ম্বর নগরে, ব্রাহ্মণকুলে, কেশবাচার্য্যের ঔরসে, রামানুজের জন্ম হয়। তিনি নানাস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক, শৈব ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া, স্বীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম দূর দূরান্তরে প্রচার করেন। শৈবধর্ম্ম গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় ইনি, গোঁড়াশৈব চোলরাজ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া মহীশূরে আশ্রয় লন এবং জৈন ধর্ম্মাবলম্বী মহীশূর পতি বিষ্ণুবর্দ্ধনকে স্বীয় ধর্ম্মমতে আনয়ন করেন। রামানুজ, চোলরাজের মৃত্যুর পর, স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন।

রামানন্দ।—ইনি রামানন্দী বা রামাইত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। রামানন্দ বারাণসী ক্ষেত্রে বাস করিয়া, তদীয় ধর্ম্ম মত, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে প্রচার করেন। তিনি রাম সীতার মাহাত্ম্য ও তৎপূজার আবশ্যকতা বুঝাইয়া, নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণকে শিষ্য করিতেন। তন্মধ্যে ১২ জন সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহারা প্রত্যেকেই রামাইত ধর্ম্মের প্রচারক।

কবির।—ইনি রামানন্দের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য। কবির একটী ব্রাহ্মণ বিধবার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। আলী নামে একজন অপুত্রক জোলা, সদ্যপ্রসূত কবিরকে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করে, এবং বাল্যকাল হইতে স্বীয় ব্যবসায় শিক্ষা দেয়। ইনি রামানন্দ কর্ত্তৃক প্রথমে দীক্ষিত হন এবং মধ্যভারতে কবিরপন্থী ধর্ম্ম প্রচার করেন। কবিরের মতে জাতি ভেদ নাই, এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরই আরাধ্য এবং বেদ কোরাণ প্রভৃতি কোন ধর্ম্মগ্রন্থই অভ্রান্ত নহে। ইনি স্বীয় মত পোষকতার জন্য, এরূপ অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রদর্শন করিতেন যে, কেহই তৎপ্রতি-

বাদে সমর্থ হইত না। একদা তাঁহার মাতা, মুসলমান হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণাপরাধে, সম্রাট সেকেন্দরশাহের নিকট পুত্রের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন; কিন্তু সম্রাট তাঁহার যুক্তি-যুক্ত তর্কে এরূপ সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন, যে তাঁহাকে স্বমত প্রচারের স্বাধীনতা প্রদান করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কবিরের আবির্ভাব হয়।

নানক।—১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে, পঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাসা নদী তীরবর্ত্তী রায়পুর গ্রামে, তেজীযান ক্ষত্রিয়কুলে নানকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কুলুবেদী গ্রাম্য তহসীলদার ছিলেন। নির্ধনতা বশতঃ তিনি নানককে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারেন নাই। নানক বাল্যকাল হইতেই স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক ও সদয় ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার পিতা অনেক কষ্টে বিংশতি মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া, নানককে লবণের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করেন; কিন্তু নানক ঐসমস্ত টাকা, রাস্তায় ক্ষুধাতুর সন্ন্যাসীদিগকে বিতরণ করিয়া শূন্য হস্তে বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। তজ্জন্য নানক পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও প্রহারিত হন। এই ঘটনার পর হইতেই নানক অদ্বিতীয় ঈশ্বর চিন্তায় ও পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইলেন। ইনি স্বনাম প্রসিদ্ধ নানকপন্থী ধর্ম্মের প্রতি-ষ্ঠাতা। নানক পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিতেন; এবং মোহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হওয়াই প্রকৃত মুক্তির উপায়, এই মত প্রচার করেন। তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতিকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু এক মাত্র ঈশ্বরই প্রকৃত উপাস্য দেবতা ও ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার মতে সংসার ত্যাগ করা ঈশ্বরাভিপ্রেত

নহে; তজ্জন্য নিজে দার পরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন। নানক হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিকেই স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। তিনি সমস্ত পঞ্জাবে নানকপন্থী ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যচয় শিখ নামে অভিহিত হয়। নানক, যাবতীয় হিন্দু ও মুসলমান তীর্থ পর্য্যটন করিয়া, ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে, ৭০ বৎসর বয়সে মুলতানে দেহ পরিত্যাগ করেন। দিল্লীর সম্রাট বিলোলীলোদীর রাজত্বের মধ্যভাগ হইতে, হুমায়ুনের প্রথম বার রাজত্বের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত, নানক আবির্ভূত ছিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেকেন্দর লোদীর রাজত্ব কালে, পর্ত্তুগীজেরা প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া করমণ্ডল উপকূলস্থ, কালিকটে অবতীর্ণ হয়। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা, বিজয়নগর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ সমূহে সামরিক কৌশল শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে।

মোগল রাজত্ব।

(১৫২৬—১৭৬১)

তৈমুর লঙ্গের বংশাবলী।

তৈমুর লঙ্গ। মোগল বংশের আদিপুরুষ
|
সুলতান মহম্মদ মির্জ্জা।
|
সুলতান আবুসায়দ মির্জ্জা
|
ওমার শেখ মির্জ্জা
|

তৈমুরলঙ্গের বংশাবলী।

সম্রাট হুমায়ুনের প্রথম ও দ্বিতীয় বার রাজত্বের মধ্যবর্ত্তী প্রায় ১৫ বৎসর কাল, সুর বংশীয় পাঁচ জন সম্রাট ক্রমে দিল্লীর শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন।

সুরবংশ, ১৫৪০-১৫৫৫।

বংশপত্রি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বাবর।

(১৫২৬-১৫৩০)

বাবরের পূর্ব্বতন অবস্থা। মধ্য আশিয়ায়, তৈমুরলঙ্গের রাজ্য, তদীয় মৃত্যুর পর, চারি অংশে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে ফর্গনা, বাবরের পিতা ওমার শেখ মির্জ্জা, এবং অবশিষ্ট অংশত্রয় তাঁহার পিতৃব্যগণ প্রাপ্ত হন। বাবর দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, পিতৃহীন হইয়া, ফর্গনার সিংহাসনাধিরোহণ করেন, এবং রাজ্য লইয়া পিতৃব্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। জ্যেষ্ঠতাত সমরখণ্ডপতির লোকান্তর হইলে, বাবর উক্তরাজ্য অধিকারের সঙ্কল্প করেন। ক্রমান্বয়ে তিনবার যুদ্ধে পরাজয়ের পর, চতুর্থবারে সমরখণ্ডের অধিকার সম্পন্ন হয় (১৪৯৭ খৃঃ)। এই সময়ে বাবরের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। বাবর যখন এই যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন তাম্বল নামে তাঁহার সেনাপতি ফর্গনা অধিকার করিয়া লয়। হৃতরাজ্য উদ্ধারার্থ, বাবর তাম্বলের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। এদিকে সমরখণ্ডবাসীরা তাঁহার শত্রুহস্তে রাজ্য সমর্পণ করে। এইরূপ উভয়রাজ্য হারাইয়া, ইনি মাতুলের আশ্রয় লন, এবং তদীয় সাহায্যে ফর্গনা পুনরাধিকার করেন (১৪৯৯ খৃঃ)। অল্পকাল মধ্যেই তিনি সমরখণ্ডবাসী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় গমন করেন। কিন্তু তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই উজবেক্ জাতিরা তন্নগর অধিকার করে। এই সুযোগে তাম্বল আবার ফর্গনা আত্মসাৎ করিয়া লয়। বাবর এইরূপ

বাবম্বাব রাজ্য প্রাপ্ত ও তাড়িত হইয়া, অবশেষে স্বরাজ্যেব আশা পবিত্যাগ কবিয়া, তিনশত অনুচব ও দুটি পট্টবাস সহ, বাক্ট্রিয়ায় যাত্রা কবেন। তত্রত্য অধিবাসীবা, তাঁহাব সৌজন্যে বাধ্য হইয়া সহায়তা কবায়, তিনি ২৩ বৎসব বয়সে কাবুলেব অধিপতি হন (১৫০৪)। কাবুলে বিংশতি বৎসব কাল রাজত্বেব পব, বাবব, পাঞ্জাবেব শাসনকর্ত্তা দৌলৎখাঁ কর্তৃক আহূত হইয়া ভাবতবর্ষে আগমন কবেন। পবে তিনি, পানিপথেব প্রথম যুদ্ধে, সম্রাট এব্রাহিমলোদীকে পবাস্ত কবিয়া, দিল্লী ও আগ্‌রা অধিকাব কবিয়া লন (১৫২৬ খৃঃ)।

বাববের রাজত্ব।—পানিপথেব যুদ্ধে কেবল মাত্র দিল্লী ও আগ্‌বা বাববেব বশ্যতা স্বীকাব কবে। পর বৎসব মীবাবাধিপতি বাণাসঙ্গ, বহুতব বাজপুত সৈন্য লইয়া, বাববকে দূবীকবণাভিলাষে আক্রমণ কবেন। আগ্‌বাব সন্নিহিত ফতেপুবসিক্রীতে, হিন্দু মুসলমান উভয় দলে ঘোবতর যুদ্ধেব পব, বাণা পবাস্ত ও বাবব জয়ী হন (১৫২৭)। তৎপব বৎসব ইনি, মেদনীবাযেব হস্ত হইতে চন্দেবীব দুর্গ অধিকাব কবেন। এই বৎসবই বেহাব ও বঙ্গালা বাববেব কবায়ত্ত হয় (১৫২৮)। এদিকে, কুমাব হুমায়ুন, জৌনপুব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে বিজয় পাতকা উড্ডীন কবেন। বাবব, চাবি বৎসব কাল মাত্র বাজত্ব কবিযা পরলোক গমন কবেন (১৫৩০)। বাজ্য স্থাপন কবাই ইঁহাব ভাবত আক্রমণেব মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তৈমুবেব ন্যায দেশ লুণ্ঠন নহে।

চরিত্র। বাববেব জীবনেব প্রথম ভাগ, সমধিক পবিবর্ত্তনশীল। তিনি কখনও বন্দী, কখনও বা রাজ্যেশ্বর

হইতেন। তাঁহার অসমসাহসিকতা ও বিপদসহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতা, বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাঁহার স্বভাব বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহী ছিল এবং তিনি অতিশয় আসঙ্গলিপ্সু ছিলেন। বাবর বিলাসী ছিলেন না, এবং তাঁহার আহারাদিতেও কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিলনা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে তিনি সাতিশয় প্রীতি লাভ করিতেন, এবং শ্রম করিতে এত ভাল বাসিতেন যে নদ্যাদি অতিক্রমকালে জলযানের পরিবর্ত্তে, প্রায়ই সন্তরণ দ্বারা পার হইতেন। দোষের মধ্যে এই যে তিনি, যৌবনে নিতান্ত সুরাসক্ত ছিলেন। যদিও শেষে তাহা পরিত্যাগ করেন, তথাপি পূর্ব্ব পান দোষে বাবরের আয়ুষ্কাল সংক্ষেপ হইয়া আইসে। মহাত্মা আকবর ভিন্ন, বাবরের তুল্য, সদ্‌গুণ সম্পন্ন সম্রাট ভারতে অধিক দৃষ্ট হয় না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হুমায়ুন ও সুর বংশ।

হুমায়ুনের প্রথমবারের রাজত্ব।

(১৫৩০—১৫৪০)

বাবরের মৃত্যুর পর, জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বিদ্রোহ না ঘটে এই অভিপ্রায়ে, তিনি, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় মধ্যে, কামরাণকে কাবুলের, এবং হিণ্ডাল ও মির্জ্জাআস্করিকে ভারতবর্ষ মধ্যস্থ দুইটী জনপদের শাসনকর্ত্তৃত্ব ভার প্রদান করেন। রাজত্বের প্রারম্ভেই, হুমায়ুন, গুজরাট রাজ বাহাদুর

সার বিদ্রোহ দমনার্থে, ৩০০ শত মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া, অসমসাহসে, তদীব চাম্পানিব দুর্গ-প্রাচীব উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক, সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করেন (১৫৩৫)। বাহাদুর পলায়ন কবিয়া ডিউ নগবে আশ্রয লন। এই যুদ্ধে বাহাদুবেব অধীনে কতিপয় পর্ত্তুগীজ সেনা, গুলি গোলা ব্যবহাব কবে। ইহাই ইউরোপীযদিগের সহিত ভাবত বাসীদেব প্রথম সংগ্রাম। এই ঘটনাব পব, সম্রাট তাঁহাব প্রবল শত্রু সেব খাঁব বিরুদ্ধে গমন করেন।

সের খাঁর সহিত যুদ্ধ।—সেব খাঁ পাঠানবংশোদ্ভব। ইহার পূর্ব্বতন নাম ফবিদখাঁসুব। ফবিদ স্বহস্তে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র হত্যা কবায়, সেবখাঁ নামে অভিহিত হন। বেহাবেব অন্তর্গত সাসিবাম ইহাব জন্ম স্থান। সেব, পিতৃকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া প্রথমে জৌনপুব বাজ্যেব ও পশ্চাৎ বাববেব সৈন্যে প্রবিষ্ট হন (১৫২৭); এবং ক্রমশঃ উন্নতপদ লাভ কবেন। বাবব তাঁহাব অসাধারণ কার্য্যদক্ষতা ও সাহসিকতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া বেহাব আক্রমণ কালে, তাঁহাকে সেনাপতিত্বে ববণ করেন। বাববেব মৃত্যুব পব, সেব, বেহাবেব অধিপতি হন। যখন হুমাযুন গুজরাটেব যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন সেব, বাঙ্গলা বিজয় মানসে, তদভিমুখে অগ্রসব হইতে থাকেন, এবং সম্রাটেব আগমন প্রতিরোধার্থে, চুনাব-দুর্গে কতকগুলি সৈন্য স্থাপন করত নির্ব্বিবাদে বাঙ্গলা অধিকাব কবিয়া লন। সম্রাট তাঁহাব দমনার্থ, সসৈন্যে দিল্লী হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে চুনাবেব দুর্গ ও তৎপরে বাঙ্গলায় আসিয়া, বাজধানী গৌব নগব অধিকাব কবেন। প্রত্যাগমন সময়ে, বর্ষা প্রতিবন্ধ হেতু, সম্রাটকে গঙ্গাতীরে

শিবির সন্নিবেশন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে হয়। এদিকে সের খাঁ, বাঙ্গলা হইতে তাড়িত হইয়া, চতুরতায়, রোটাস্‌গড় জয় করতঃ তথায় সম্পত্তি ও পরিবার রাখিয়া, যুদ্ধার্থ সম্রাটের সম্মুখীন হন; এবং সন্ধির প্রস্তাবনা মধ্যে, বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক অকস্মাৎ তাঁহার শিবির আক্রমণ করেন (১৫৩৯)। ইহাতে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইযা পড়ে, এবং সম্রাট স্বয়ং গঙ্গায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, কষ্টেশ্রেষ্ঠে পরপারে উত্তীর্ণ হইযা, আগ্‌রায় প্রস্থান করেন। অনন্তর হুমায়ুন, ভ্রাতৃগণের সাহায্যে, পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিযা, কান্যকুব্জে সেরের সহিত যুদ্ধার্থে সমবেত হন (১৫৪০)। এখানে যুদ্ধে পরাস্ত হইযা, অবশেষে তিনি পারস্য দেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই দুঃখের সময়ে পথিমধ্যে অমরকোটে, তৎপ্রণয়িনী হামিদাবানুর গর্ব্ভে, সুবিখ্যাত আকবরের জন্ম হয (১৫৪২)।

সুর বংশ, ১৫৪০-১৫৫৫।

সের শাহ।

(১৫৪০—১৫৪৫)

সের খাঁ কান্যকুব্জের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাস্ত করিযা, শাহ উপাধি ধারণপূর্ব্বক, দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হন। তিনি পাঁচ বৎসরকালসুদক্ষতার সহিত রাজত্ব করেন। ইহাঁর শাসন কালে, মালব অধিকৃত ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা রাইসীন দুর্গ হস্তগত হয়। কিন্তু সের মারোয়ার অধিকার করিতে গিযা, প্রতারিত হন। ইহার পর কালিঞ্জরের পার্ব্বত্য দুর্গ আক্রমণ কালে সের,

তত্রত্য বারুদাগারের আগুনে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন (১৫৪৫)।

চরিত্র ও সৎকার্য্য।—সেরশাহ, যদিও অভিপ্রেত সিদ্ধির জন্য, বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন করিতেন, তথাপি রাজ্য মধ্যে, তদীয় শাসন কালে, বিবিধ হিতকর কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। সের, বাঙ্গলা হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত, ক্রোশান্তর দাতব্য পান্থ নিবাস সমন্বিত একটী প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করেন। তিনি ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র সংবাদ প্রাপ্তির সুবিধা এবং দস্যুতা নিবারণ দ্বারা পথিকগণের ধন প্রাণ রক্ষার সদুপায় করেন। ইনি বিলক্ষণ সাহসী ও বিচক্ষণ ছিলেন।

সের শাহের পরবর্ত্তী তদ্বংশীয় রাজগণ, যদি তত্তুল্য সাহসী ও বিচক্ষণ হইতেন, তবে হুমায়ুনকে আর দিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকার করিতে হইত না। এই বংশীয় তৃতীয় সম্রাট মহম্মদখাঁ অত্যন্ত জঘন্যপ্রকৃতি, নিষ্ঠুর ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন। এজন্য এব্রাহিম সুর নামে তাঁহার আত্মপরিবারের কোন ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্য দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই, পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা সেকেন্দরসুর এব্রাহিমকে তাড়াইয়া সিংহাসন অধিকার করেন, (১৫৫৫)।

হুমায়ুনের দ্বিতীয় বারের রাজত্ব।

(১৫৫৫—১৫৫৬)

নির্ব্বাসিত হুমায়ুন, পারস্যরাজ শাহতমাস্পের অনুগ্রহে, সৈন্যবল প্রাপ্ত হইয়া, কাবুলে আগমন করেন। তথায় স্বীয় সৌজন্য গুণে, ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন পূর্ব্বক, একত্র

যোগে মোগলরাজত্বের উদ্ধারার্থে যত্নবান হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য কামরান বিদ্রোহী হওয়ায়, হুমায়ুন তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া চক্ষুরুৎপাটন করেন। অতঃপর তিনি বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ বায়রাম খাঁর বুদ্ধি কৌশলে, সুররংশীয় শেষ রাজা সেকেন্দরসুরকে হিমালয়ে তাড়াইয়া, দিল্লী ও আগ্রা পুনরধিকার করিয়া লন। ছয়মাস অতীত হইতে না হইতেই হুমায়ুন, সিঁড়ির উপর হইতে পড়িয়া, ঊনপঞ্চাশৎবর্ষ বয়ক্রম কালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন (১৫৫৬)।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আকবর।

(১৫৫৬-১৬০৫)

হুমায়ুনের পরলোকান্তে, ত্রয়োদশবর্ষ বয়স্ক আকবর, দিল্লীর সিংহাসনাধিরোহণ করেন। হুমায়ুনের পারস্য প্রস্থান কালে, অমরকোটে আকবর ভূমিষ্ঠ হন (১৫৪২)। ইনি শৈশবকালে জিজিআনাগা নাম্নী ধাত্রীর স্তন্যে প্রতিপালিত হন এবং সম্রাট হইয়াও উক্ত ধাত্রী ও তাহার স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্রটী করেন নাই। ধাত্রীপুত্র মির্জ্জা আজিজ,সর্ব্বদা আকবরকে বিরক্ত করিতেন। কিন্তু সম্রাট তজ্জন্য কখনও তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন নাই; প্রত্যুত উত্তরোত্তর উন্নত পদ প্রদান করত খানি আজম উপাধি দিয়া সৈন্যাধক্ষ্যের কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

বায়রাম খাঁ।—একজন তুর্কস্থানীয় সিয়া মতাবলম্বী মুসলমান। হুমাযুনেব নির্ব্বাসন অবস্থায়, বায়রাম, আদ্যোপান্ত তাঁহাব সঙ্গে সঙ্গে থাকিযা, অচলা প্রভুভক্তিব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কবেন। ইঁহাবই সমব কৌশল, হুমায়ুনেব দিল্লীর সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তিব মূল কারণ; এবং ইনিই মাচ্ছিবাবাব যুদ্ধে, পাঠান-দিগকে সম্পূর্ণরূপে পবাজয কবেন। হুমাগুনের মৃত্যুর অব্যব-হিত পূর্ব্বে বাযবাম, আকববেব অভিভাবকরূপে নিযুক্ত হন, এবং আকবব সিংহাসনাধিরূঢ হইলে, খাঁ বাবা, উপাধি ধাবণ কবিযা, অপ্রাপ্ত বযস্ক সম্রাটেব প্রতিনিধি স্বরূপ, রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা কবিতে থাকেন। ইনি বিজযপুব রাজ্যের অধিপতি আদিল সাহেবেব মন্ত্রী হিমুকে দ্বিতীয পানিপথ-যুদ্ধে পবাস্ত এবং বাজ্যচ্যুত সেকেন্দব সুবকে বন্দী কবিযা, সম্রাট সকাশে আনয়ন ববেন। অবিচলিত শাসন ও প্রখব রণ-পাণ্ডিত্য জন্য বাযবাম সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু এতগুণ থাকা সত্ত্বেও, ইনি কযেকটী গর্হিত আচবণে সম্রাট এবং ওমবাদিগেব নিতান্ত বিবাগ ভাজন হইযা উঠেন। বায়রাম টার্ডিবেগ* নামক বাববেব প্রিয কর্ম্মচাবীব প্রাণ সংহাব, এবং আব একজন প্রধান অমাত্যেব শিবশ্ছেদ করেন। আকববেব অধ্যাপক পীব মহম্মদ, ইহাব হস্ত হইতে অতিকষ্টে বক্ষাপান। সুতরাং আক-বর অষ্টাদশ বর্ষ বযঃক্রম কালে, নিজ হস্তে শাসন ভার গ্রহণ করেন (১৫৬০)। ইহাতে বাযবাম বিদ্রোহী হইয়া উঠেন; কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাঁহাকে বশীভূত হইযা, সম্রাট সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কবিতে হয। সম্রাট তাঁহাব অপবাধ মার্জ্জনা কবিয়া,

* হিমুর আক্রমণ কালে ইহাব প্রতি দিল্লীর অধ্যক্ষতা ভার সমর্পিত ছিল।

মক্কা গমনের অনুমতি দেন। বায়রাম, মক্কাগমনার্থ, গুজরাটে গিয়া, জাহাজারোহণের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন পাঠান, পিতৃহত্যার প্রতিশোধার্থ, তাঁহার প্রাণ সংহার করে।

হিমু ও পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৫৫৬।—হিমু জাতিতে হিন্দু এবং বসন্তরাও নামে আখ্যাত। ইনি আদিল সাহী রাজ্যের, ক্ষমতাশালী রাজমন্ত্রী। হিমু, দিল্লী আক্রমণার্থে তদভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন এই সংবাদে, আকবর ও বায়রাম খাঁ, তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। পানিপথ ক্ষেত্রে উভয় মোগল ও পাঠান সৈন্যের তুমুল যুদ্ধের পর, হিমু পরাভূত ও নিহত হন। এই যুদ্ধে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয়।

আসক খাঁ ও খানজমানের অধীনে, আকবরের সৈনিকেরা, বিদ্রোহী হওয়ায়, সম্রাট ক্রমাগত ৭ বৎসর পর্য্যন্ত অনেক কষ্ট পাইয়া, তাহাদিগকে দমন করেন (১৫৬৭)। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে, কাবুলের শাসনকর্ত্তা আকবরের ভ্রাতা হাকিম, পঞ্জাব আক্রমণ করায়, সম্রাট তাহাকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দেন।

আকবের দিগ্বিজয়।—আকবর স্বহস্তে শাসন ভার গ্রহণ করিয়া, অসাধারণ বলবীর্য্য সহকারে, সাম্রাজ্য বিস্তার মানসে দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হন। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটী দিগ্বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

দুর্গাবতী।—ইনি এলাহাবাদ সমীপস্থ গড়মণ্ডলের বীর্য্যবতী রাণী। সম্রাট আকবর, সমৃদ্ধি সম্পন্ন গড়মণ্ডল রাজ্য অধিকার মানসে, সেনাপতি আসক খাঁকে তদ্বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। রাণী স্বয়ং রণ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, অসা-

ধারণ রণ-পাণ্ডিত্য সহকারে, ক্রমে দুই বার, যুদ্ধে আসককে পরাজয় করেন। তৃতীয় যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হইয়া, যবন হস্তে অপমানিত হওয়া অপেক্ষা, মরণই মঙ্গল জ্ঞানে, স্বয়ং নিজদেহে তীক্ষ্ণ অসির আঘাত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এই যুদ্ধে তাঁহার পুত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক, বীরবল্লভ, বিলক্ষণ শৌর্য্য প্রকাশ করে।

চিতোর, ১৫৫৮।—সম্রাট আকবর, সসৈন্যে চিতোরে উপস্থিত হইলে চিতোরের তদানীন্তন স্বামী, রাণাসঙ্গের পুত্র নিরীহ রাণা উদয় সিংহ, তদীয় অমাত্য বেডনরের রাজপুত সরদার, জয়মালের হস্তে রাজ্য রক্ষার ভার দিয়া পলায়ন করেন। জয়মাল আকবরের প্রথম আক্রমণ নিষ্ফল করিতে কৃতকার্য্য হন। কিন্তু পরিশেষে তিনি রাত্রিকালে হঠাৎ আকবর কর্তৃক গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। ইহাতে রাজপুতেরা হতাশ হইয়া পড়ে। অতঃপর আকবর চিতোর অধিকার করিয়া লন। চিতোর রক্ষার্থে, বহুসংখ্যক রাজপুত বীরপুরুষ সমরশায়ী হন এবং রমণীরা চিতানলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এই যুদ্ধে বীরদিগের যজ্ঞসূত্র ওজনে ৭৪৷৷০ মন হয়। এই জন্য অদ্যাপি শিরোনামাঙ্কিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ পত্র খুলিলে তাহার উপর চিতোর ধ্বংসের পাপ বর্ত্তে, পত্র পৃষ্ঠে এই অর্থে ৭৪৷৷০ লিখিত হয়।

প্রতাপ সিংহ ও হলদীঘাটের যুদ্ধ, ১৫৭৬।—প্রতাপ সিংহ চিতোর রাজ উদয় সিংহের পুত্র। চিতোর ধ্বংসের পর, উদয় সিংহ, আর্ব্বলী পর্ব্বতের নিকট, উদয়পুর নামে নগর স্থাপন করেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রতাপ সিংহ, উদয়পুরের

রাজা হন। আকবর, রাজপুতদিগের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপনার্থে, স্বয়ং জয়পুররাজ বিহারী মালের কন্যার ও যোধপুররাজ মাল দেবের কন্যা যোধবাইয়ের পাণি গ্রহণ করেন: এবং জয়পুরের অপর এক রাজকন্যার সহিত স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার সেলিমের বিবাহ দেন। সম্রাট, বিহারীমালের পুত্র স্বীয় শ্যালক ভগবান-দাসকে, পঞ্জাবের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন। ভগবান দাসের পুত্র, সেলিমের শ্যালক মানসিংহ, আকবরের একজন সুদক্ষ সেনাপতি হন। মানসিংহ পঞ্জাব ও কাবুলে উৎকৃষ্ট রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহার বাঙ্গলা শাসন কালে তত্রত্য কার্য্য প্রণালী সুশৃঙ্খল সম্পন্ন ও আফগান বিদ্রোহ নিবারিত হয়। বিধর্ম্মীর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করায় উদয়পুরের রাণা প্রতাপসিংহ, মানসিংহের সহিত পান ভোজন করিতে অসম্মত হন। মানসিংহের অপমানে আকবর, প্রতাপের প্রতি রুষ্ট হইয়া, তাঁহার দমনার্থে, যুবরাজ সেলিম, মানসিংহ ও মহব্বত খাঁর অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য, উদয়পুর রাজ্যে প্রেরণ করেন। প্রতাপ সিংহ ২২০০০ সহস্র তেজীয়ান রাজপুত সৈন্য লইয়া, সন্নিহিত হলদীঘাট গিরিসঙ্কটে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হন। তথায় ঘোরতর যুদ্ধের পর, মোগলদিগের জয় ও প্রতাপের পরাভব হয় (১৫৭৬ খৃঃ)। এই যুদ্ধে বহুসংখ্যক রাজপুত নিধন প্রাপ্ত হয়। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে, রাণা প্রতাপ সিংহ হৃতরাজ্যের অধিকাংশ পুনরধিকার করেন।

গুজরাট।—১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আকবর, গুজরাটের শাসন-কর্ত্তা এতমাদ খাঁ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া, অন্তর্ব্বিদ্রোহ নিবারণ পূর্ব্বক, গুজরাট মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন।

বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যা।—আকবরের সেনাপতি মুনিমখাঁ বাঙ্গলার নবাব সোলিমানকে বশীভূত করেন। পরে সোলিমানের পুত্র দায়ুদ খাঁ বিদ্রোহী হওয়ায়, আকবর স্বয়ং তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে পাটনা ও হাজিপুর অধিকার করিয়া লন। দায়ুদ পলায়ন করেন। অতঃপর সম্রাট, মুনিম খাঁকে, বেহারের শাসন কর্তৃত্বে রাখিয়া, এবং পলায়িত দায়ুদের অনুসরণের আদেশ দিয়া, আগ্রায় প্রতিনিবৃত্ত হন। দায়ুদ বাঙ্গলা হইতে উড়িষ্যায় গিয়া, পুনরায় বিদ্রোহী হন। বিখ্যাত রাজমন্ত্রী তোড়ল্‌মল্‌ সেনাপতিরূপে, তদ্বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া, জলেশ্বর সন্নিহিত মোগলমারির যুদ্ধে, দায়ুদকে পরাস্ত করেন। কিছুকাল পরে দায়ুদ পুনঃ বিদ্রোহী হইয়া, বাঙ্গলায় উপস্থিত হয়। মুনিম খাঁর পরবর্ত্তী বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা খাঁজাহান এবং তৎসহযোগী তোডলমল, আগমহলের যুদ্ধে দায়ুদকে পরাস্ত ও নিহত করেন (১৫৫৬)। ইহার পর, খাঁজাহান কর্ত্তৃক দায়ুদের অবশিষ্ট অনুচরবর্গ হুগলীর নিকটস্থ সপ্তগ্রামের যুদ্ধে পরাভূত এবং ক্রমে সমস্ত বাঙ্গলা অধিকৃত হয়, (১৫৭৮)। খাঁজাহানের মৃত্যুর অব্যবহিত পর, বাঙ্গলার মোগল জায়গীরদারেরা ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত করে (১৫৮০)। যুদ্ধ সময়ে, নিরূপিত সংখ্যক সৈন্য দিয়া, রাজার সহায়তা করিবে এই পণে, সক্ষম ব্যক্তিদিগকে যে ভূমি প্রদত্ত হইত, তাহাকে জায়গীর ও তদধিকারীদিগকে জায়গীরদার কহা যায়। জায়গীরের নিয়ম প্রতিপালিত হইলে, জায়গীরদার ও সৈন্যের বেতন বাদে, উদ্বৃত্ত রাজস্ব রাজার প্রাপ্য। এই শেষোক্ত নিয়ম কার্য্যে পরিণত করাই

উল্লিখিত বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ। সম্রাট অতি কষ্টে এই বিদ্রোহ নিবারণ করেন (১৫৮০)। এই সময়ে, উড়িষ্যার, পাঠানেরা, কতলু খাঁর অধীনে বাঙ্গলায় বিষম উৎপাত আরম্ভ করে। আকবর বিদ্রোহ নিবারণার্থে, সেনাপতি রাজা মান সিংহকে শাসন ভার দিয়া বাঙ্গলায় প্রেরণ করেন। মানসিংহ কর্ত্তৃক বহুযত্নে পাঠানেরা বশীভূত হয় (১৫৯২)। ইহার পর পাঠানেরা, পরবর্ত্তী সম্রাট জাহাঁগীরের সময়, কতলু খাঁর পুত্র ওসমান খাঁর অধীনে, আর একবার বিদ্রোহী হইয়া পরাস্ত হয়। সেই হইতেই ভারতে পাঠানদিগের ক্ষমতার লোপ পায় (১৬১২)।

কাশ্মীর, সিন্ধু এবং কান্দাহার।—আকবর, ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে, কাশ্মীর অধিকার ও তত্রত্য রাজাকে দিল্লীর ধর্ম্মাধিকরণের ওমরাও করেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু অধিকার করিয়া, ইনি তৎপতিকে, পাঁচহাজারি সেনাপতি (পাঁচ হাজার সৈন্যের কর্ত্তা।) ও তাহার শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। ১৫৯৪ অব্দে, সম্রাট, কান্দাহার পুনরধিকার করিয়া, তত্রত্য রাজা মির্জ্জা মোজাফর হোসেনকে পাঁচহাজারি পদ প্রদান করেন।

এইরূপে সম্রাট আকবর, আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমস্ত অংশ এবং কাবুল ও কান্দাহার মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন।

চাঁদবিবি ও দক্ষিণাপথ যুদ্ধ।—১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে, দক্ষিণাপথে, আহম্মদনগরের সিংহাসন লইয়া, চারিটী প্রতিদ্বন্দী পক্ষ মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে একপক্ষ আকবরের সাহায্য প্রার্থনা করে। ইহাকেই আকবর আহম্মদনগর অধিকারের উপযুক্ত সুযোগ জ্ঞান করিয়া, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র

মোরাদ ও বায়রাম খাঁর পুত্র মির্জ্জা খাঁর অধীনে, দুই দল সৈন্য প্রেরণ করেন। মোরাদ, নগর অবরোধ করিলে, শিশু সুলতান বাহাদুর নিজাম সাহের রক্ষয়িত্রী চাঁদবিবি, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডাপতিকে সন্ধি দ্বারা বাধ্য করত, সশস্ত্রে যুদ্ধার্থ উপনীত হন; এবং এরূপ অসমসাহসিকতা ও রণদক্ষতার সহিত, নগর রক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন যে, মোরাদকে অগত্যা সন্ধি করিতে হইয়াছিল (১৫৯৫)। ১৫৯৯খৃষ্টাব্দে আবার গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, আকবর স্বয়ং যুদ্ধার্থে দক্ষিণাপথে যাত্রা করেন। নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইয়া, কনিষ্ঠ পুত্র কুমার ডানিয়ালকে ও মির্জ্জা খাঁ সসৈন্যে আহম্মদনগর অবরোধার্থে প্রেরণ করেন। ইতিপূর্ব্বেই গৃহশত্রুরা চাঁদবিবির প্রাণ সংহার করে। মোগলেরা নগর অধিকার পূর্ব্বক, হন্তাদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিয়া, সপরিবার শিশু সুলতানকে বন্দী করত গোয়ালিয়র দুর্গে অবরুদ্ধ করে (১৬০০)। ইহাতেও সমগ্র আহম্মদ নগর অধিকৃত হইল না। ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৬৩৭ অব্দে, সাহজাঁহার রাজত্ব সময়ে সমস্ত রাজ্য মোগল সম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। অতঃপর আকবর, খান্দেশ অধিকার করিয়া কুমার ডানিয়ালকে তত্রত্য সুবাদার ও আবুলফাজলকে দক্ষিণাপথের সেনাপতি করিয়া, রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন (১৬০১)।

এদিকে, এই অনুপস্থিতি সুযোগে, যুবরাজ সেলিম বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। সম্রাট আসিয়া, তাঁহাকে দমন পূর্ব্বক, বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সুবাদারী প্রদান করত দশহাজার সৈন্যের অধিনায়ক করিলেন। আকবরের রাজত্ব সময়ে দক্ষিণাপথে,

খান্দেশ, বিরাব, আহম্মদনগরেব দুর্গ ও আর আর কতিপয় স্থান মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়।

আকবরের মৃত্যু, ১৬০৫।—ইতিপূর্ব্বে কুমার মোরাদ ও ডানিয়াল গতাসুহন। ইহাদিগেব মৃত্যুতে ও যুবরাজ সেলিমের অবাধ্যতায়, আকবব, জীবনেব শেষভাগে, নিতান্ত নিরুৎসাহ ও ভগ্নহৃদয় হইয়া পডেন। ক্রমে তাঁহাব স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে থাকে। পবে নিদারুণ বোগাক্রান্ত হইযা তিনি, ৬৩ বৎসর বয়সে পবলোক গমন কবেন।

চরিত্র।—মুসলমান সম্রাট শ্রেষ্ঠ আকবব, বলিষ্ঠ, সুশ্রী, শ্রমশীল মিতাচাবী, দযালু, বিনযী, অনুবাগী, বিদ্যোৎসাহী এবং সঙ্গীত প্রিয ছিলেন। আইন আকববী প্রণেতা, আবুল ফাজল, বিখ্যাত সংস্কৃতবেত্তা ফাবজি, সুপ্রসিদ্ধ বাজনীতিজ্ঞ তোড়লমল, অদ্বিতীয সঙ্গীত বিশাবদ মিঞা তানসান, তাঁহার সভা * অলঙ্কৃত কবিতেন।

ধর্ম্ম।—আকবব নিজে একেশ্বব বাদী ছিলেন। ধর্ম্ম বিষযক মীমাংসাব, যুক্তিই তাঁহাব প্রধান অবলম্বন ছিল। পারসীকদিগেব মতানুসাবে, সূর্য্যেব উপাসনা কবিতেন বলিয়া, ইহাব অপবাদ আছে। সার্ব্বজনীন উদাবতাই, আকবরের ধর্ম্মমতেব বিশেষ লক্ষণ। তিনি কোন ধর্ম্মেরই বিদ্বেষী ছিলেন না।—

রাজনীতি।—সম্রাট আকবব, হিন্দু মুসলমান সমস্ত প্রজাব প্রতিই সমতুল্য ব্যবহাব কবিতেন। তিনি সকল ধর্ম্মা-

* এই রাজ সভা আমখাস নামে অভিহিত। ইহা বিবিধ মণি মুক্তায় বিভূষিত ছিল।

বলশালীদিগকেই কেবল পারগতা অনুসারে, নিরপেক্ষরূপে, রাজকার্য্যে নিযোগ করিতেন। সম্রাট আকবর রাজপুত হিন্দু দিগের সহিত, বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা, সদ্ভাব সংস্থাপন করিতেন। বিজীত দিগের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য প্রকাশ, বশীভূত রাজগণকে প্রায়শঃ ধর্ম্মাধিকরণের ওমরা, এবং রাজ্যস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী পদে নিয়োগ করাই, তাঁহার অবিচলিত রাজ কৌশল ছিল।

রাজস্ব।—আকবর, প্রসিদ্ধ রাজস্ব সচিব তোড়ল মলের * সাহায্যে, সেরসাহের বন্দোবস্ত সংশোধন পূর্ব্বক, রাজস্ব সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তিনি, এক নিরূপিত মানদণ্ড দ্বারা, রাজ্যের সমস্ত জমীর মাপের নিয়ম করেন; এবং ফসল অনুসারে, ভূমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তদুৎপন্ন শস্যের গড় পড়তায, এক তৃতীযাংশ রাজস্ব স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। ইহার সময়ে প্রতি দশ বৎসরের মিয়াদে, ভূমির বন্দোবস্ত হইত। পতিত জমীর কর ছিলনা, মধ্যে মধ্যে পতিত থাকিলে, কেবল যখন ফসল জন্মিত, তখনই রাজস্ব দিতে হইত। বন্যা প্লাবিত কিম্বা, তিন বৎসরের অন্যূন পতিত ভূমির, রসদ জমার † বন্দবস্ত ছিল।

সংস্কার।—আকবর, বিবিধ সামাজিক ও রাজকীয় সংস্কার সাধন করেন। তদীয় রাজত্বের সপ্তম বর্ষে, তিনি

---

* এতৎ কর্ত্তৃক ওয়াশীল তুমার জমা নামে মোগল সাম্রাজ্যের একটী রাজস্ব হিসাব প্রস্তুত হয়।

† রসদ জমা—১ম বৎসরে ½ ২য় বৎসরে ⅔ এইরূপে পাঁচ বৎসরে পুরা জমা দেওযার নিয়ম।

হিন্দু ও অন্যান্য বিধর্ম্মীদিগেব উপর নিরূপিত জিজিয়া (মস্তক গুণিত) কব, এবং তীর্থযাত্রীদিগেব শুল্ক রহিত কবেন। এতদ্ভিন্ন তিনি হিন্দুদিগেব বাল্য বিবাহ ও সহমবণ, মুসলমানদিগের ত্বকৃচ্ছেদ, ও গুরুতব দৈহিক দণ্ড প্রথা উঠাইয়া দেন। অপিচ ইহা কর্ত্তৃক, হিন্দুদিগেব বিধবা বিবাহ অনুমোদিত হয়। আকবর খাজানা আদায়েব খবচা ও বাজকর্ম্মচারী দিগের উৎকোচ গ্রহণ নিবাবণ কবেন।

সাম্রাজ্য বিভাগ। ইহাব সময়ে, সমস্ত রাজ্য পঞ্চদশ সুবায় বিভক্ত হয়, যথা—১ দিল্লী, ২ আগবা, ৩ লাহোর, ৪ মুলতান, ৫ এলাহাবাদ, ৬ অযোধ্যা, ৭ বেহার, ৮ বাঙ্গলা, ৯ কাবুল, ১০ গুজবাট, ১১ আজমীব, ১২ আহম্মদনগর, ১৩ মালব, ১৪ খান্দেশ, ১৫ বেবাব। ইহাব প্রত্যেক সুবায় এক এক জন সুবাদাব (বাজ প্রতিনিধি) নিযুক্ত থাকিতেন।

সৈন্য।—জায়গীবেব নিয়ম অসুবিধা জনক হওয়ায়, আকবর তৎপরিবর্ত্তে, বাজকোষ হইতে সৈনিক পুরুষদিগের, নগদ বেতন দেওয়ার নিয়ম কবেন। সৈন্যাধ্যক্ষগণ মনসবদার নামে অভিহিত ; এবং তাহাদের অধীনস্থ সৈন্যেব সংখ্যানুসারে, দশহাজাবি, পাঁচহাজাবি, নামে পবিচিত হইত।

বিচার।—প্রধান বিচারপতি, মীব আদেল ও কাজি-দ্বারা বিচাব নিষ্পন্ন হইত।

পুলিস।—শান্তিবক্ষার্থে, বড বড় নগবে, কোতোয়াল নামে এক এক জন, কর্ম্মচাবী নিযুক্ত থাকিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে বাজস্ব সংগ্রাহক তহশিলদাব কর্ত্তৃক ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। পল্লীতে ইহা গ্রাম্য সমাজের অধীন ছিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

জাঁহাগীর।

(১৬০৫-১৬২৭)

আকবরের মৃত্যুর পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যোধবাইয়ের গর্ভ্ত সম্ভূত যুবরাজ সেলিম, জাহাগীর (ভুবনবিজয়ী) উপাধি ধারণ পূর্ব্বক, সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। রাজত্বের প্রারম্ভেই তাঁহাকে কুমার খসরুর বিদ্রোহ দমনার্থ, তদনুষঙ্গিগণকে শূলে আরোপিত এবং কুমারকে বন্দীভাবে কাবুলে প্রেরণ করিতে হয়।

মালেক আম্বর।—ইনি একজন আবিসিনীয় ওমরা ও আহম্মদনগরের রাজমন্ত্রী। ইঁহা কর্ত্তৃক, নিজামসাহী রাজ্যের বিনষ্টপ্রায় সৌভাগ্য বহুকাল সংরক্ষিত হয়। আকবর আহম্মদনগর জয় করিয়া, তথায় যে সৈন্য রাখিয়া আইসেন, মালেকআম্বর তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া, নগর অধিকার করিয়া লন। জাঁহাগীর, কুমার পার্ব্বিজকে, তদ্বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আম্বর, চতুরতা পূর্ব্বক সৈন্যদিগের আহারীয় দ্রব্য সমাগমের পথ রুদ্ধ করায়, মোগলেরা অগত্যা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। জাঁহাগীরের সমস্ত রাজত্বকাল, দক্ষিণ রাজ্য মালেকআম্বরের হস্তে থাকে।

নুরজাঁহা।—ইহার পিতা গয়েসউদ্দিন একজন পারস্য দেশীয় ভদ্রসন্তান। দরিদ্রতা নিবন্ধন, ইনি, অর্থোপার্জ্জন মানসে, পূর্ণগর্ভা স্ত্রীসহ, ভারতে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে,

কান্দাহারে, নুরজাঁহার জন্ম হয়। প্রতিপালনে অসমর্থ হও-য়ায়, গয়েস, সদ্যোজাত কন্যারত্ন, পথিপ্রান্তে রাখিয়া আই-সেন। কোন দয়ালু বণিক, রূপলাবণ্যে চমৎকৃত হইয়া, কন্যাটী গ্রহণ-পূর্ব্বক, তৎপ্রসূতিকেই ধাত্রীরূপে নিযুক্ত করত সস্ত্রীক গয়েসউদ্দিনকে ভারতে আনয়ন করেন। এই বণিকের সম্রাট সভায় বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। এতৎ কর্ত্তৃক ইহারা সম্রাট আকবরের নিকট পরিচিত হয়। পরে গয়েসউদ্দিন নিজগুণে, ক্রমশঃ উচ্চপদ লাভ করেন। কালে ঐ সরণি-নিক্ষিপ্ত বালা, অসামান্য রূপলাবণ্যবতী মোহিনী যুবতী হইয়া উঠেন, এবং মেহেরুন্নেসা নামে অভিহিত হন। ইনি মাতার সঙ্গে, সর্ব্বদাই রাজ অন্তঃপুরে, যাতায়াত করিতেন। একদা কুমার সেলিম তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তদীয় রূপলাবণ্যে মোহিত হন। কিন্তু আকবর, অজ্ঞাত-কুল-শীলা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ অযোগ্য বিবেচনায়, গয়েসকে অন্যত্র কন্যার বিবাহ দিতে আদেশ করেন। তদনুসারে গয়েস, সের আফ-গান নামক জনৈক পারসীক বীরপুরুষের সহিত, মেহেরুন্নে-সার বিবাহ দেন। সের, আকবরের অনুগ্রহে, বর্দ্ধমানের শাসন কর্ত্তা হন। জাঁহাগীর সম্রাট হইয়া, চিরাভিলাষিত স্ত্রী রত্ন লাভের জন্য, সেরকে হত্যা মানসে, নানা রূপ কৌশল অব-লম্বন করেন; কিন্তু ইহাতে বিফলপ্রযত্ন হইয়া, অবশেষে, বাঙ্গলার রাজ প্রতিনিধি কুতুবুদ্দিনের দ্বারা, সেরকে স্ত্রী পরি-ত্যাগ করার অনুরোধ করান। এতজ্জনিত বিবাদে, কুতব ও সের উভয়ই নিহত হন। অনন্তর মেহেরুন্নেসা, দিল্লীতে আনীত হইলে, প্রথমে, স্বামী হন্তা জাঁহাগীরকে পাণিদানে অস-

ন্মত হন। কিন্তু চাবি বৎসব পব, তিনি বাজমহিষী হওযার আশয়ে, জাহাগীবেব অভীষ্ট পূর্ণ কবেন (১৬১১)। বিবাহের পব, ইনি নুবর্জাহা (ভূবনজ্যোতিঃ) নামে প্রসিদ্ধ হন। বাজ্যেব উপর নুবর্জাহার অসীম প্রভুত্ব ছিল; এমন কি, তাৎকালিক মুদ্রায়, সম্রাটেব নাম সম্বলিত তাঁহাব নামও অঙ্কিত হইত। ইহার প্রভাবে, পিতা প্রধান মন্ত্রী হন এবং ভ্রাতা আসফখাঁ উচ্চপদ লাভ কবেন। নুবর্জাহা সম্রাটকে পানদোষ হইতে বিবত কবেন এবং লোকেব সহিত শিষ্টাচবণ কবিতে শিক্ষা দেন। ইনিই প্রথমে, বাইযানা পোষাক ও গোলাপী আতবেব সৃষ্টি কবেন। নুরজাঁহা বিলক্ষণ বিদুষী ও শিল্প নিপুণা ছিলেন।

স্যর্ টমাস্ রো, ১৬১৫।—ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম জেম্‌স্, স্যব্ টমাস্ বোকে, দূত স্বরূপ, সম্রাট জাঁহাগীবেব দববাবে প্রেবণ কবেন। বো, সম্রাট কর্তৃক বিলক্ষণ সম্মানিত হন এবং ইহাব প্রভাবে ইংবেজবণিকেবা এদেশে বাণিজ্য বিষযে উৎসাহ প্রাপ্ত হয।

প্রতাপাদিত্য।—যশোবেব প্রসিদ্ধভূম্যাধিকাবী প্রতাপাদিত্য বিদ্রোহী হওযায, বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা বাজা মানসিংহ তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক দিল্লীতে প্রেবণ কবিযা, সুন্দর বন পর্য্যন্ত মোগলাধিকাব বিস্তাব কবেন। দিল্লী গমনকালে, বাবাণসীতে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয।

শাহর্জাহার বিদ্রোহ, ১৬২১।—যুববাজ খবম, উদযপুব ও মাববাব জয করিযা, শাহজাঁহা (পৃথিবাজ) উপাধি প্রাপ্তহন। সেব আফগানেব ঔবস-জাত নুবজাঁহাব এক কন্যা ছিল। জাঁহাগীবের কনিষ্ঠ পুত্র সাহবিয়রের সঙ্গে

তাহার বিবাহ হয়। রাজ্ঞী স্বীয় জামতাকে সিংহাসনের ভাবি উত্তরাধিকারী করার মন্ত্রণা করায়, শাহজাঁহা, বিদ্রোহী হইয়া, বৎসরদ্বয়-কাল, বাঙ্গলায় প্রাধান্য স্থাপন করেন; কিন্তু অবশেষে মহব্বৎখাঁ কর্তৃক পরাভূত হইয়া সম্রাটের বাধ্য হন।

মহব্বৎখাঁ।—ইনি কাবুল নিবাসী ঘোর বেগের পুত্র। মহব্বত, আকবরের অধীনে পাঁচশত সৈন্যের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া, জাঁহাগীরের সময়ে, ক্রমে অত্যুচ্চ পদ প্রপ্ত হন, এবং দক্ষিণাপথের যুদ্ধে প্রতিষ্ঠা লাভ করত রাজ্য মধ্যে সমধিক প্রাধান্য লাভ করায়, রাজ্ঞী, মহব্বতকে আন্তরিক বিদ্বেষ করিতেন, কিন্তু ইহার সহায়তা ব্যতীত অভিষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা না থাকায়, এযাবৎ ইহার সঙ্গে মৌখিক মিল রাখিয়া আইসেন। এক্ষণ শাহজাঁহার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় মহব্বত খাঁকে কাবুল হইতে আনয়ন করেন। ইনি প্রথমে, শাহজাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ হওয়ায়, নুরজাঁহা মহব্বতকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা পান। এজন্য সম্রাট যখন রৌসিনিয়াদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন রাজ্ঞীর ষড়যন্ত্রে বাঙ্গালার তহবিল তছরূপ করণাপরাধে, সম্রাট সমীপে মহব্বতের তলব হয়। তদনুসারে মহব্বত, ৫০০০ রাজপুত অশ্বারোহী সহ, বিতস্তাতীরে সম্রাটের সহিত সাক্ষাতার্থে উপস্থিত হন। কিন্তু সাক্ষাৎ করিতে না দিয়া ইহাকে বিলক্ষণ অপমানিত করা হয়। এ নিমিত্ত মহব্বত, সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া, সমস্ত রাজসৈন্য বিতস্তার পরপারে উত্তীর্ণ হইলে, নৌসেতু অবরোধ পূর্ব্বক, সম্রাটকে এপারে আটক করেন (১৬২৬)। নুরজাঁহা, বলে স্বামীর

উদ্ধার চেষ্টায় বিফল হইয়া, ছল অবলম্বন পূর্ব্বক, সম্রাটের সহিত কারাভাগিনী হন। পরে ইনি কৌশলে স্বামীর উদ্ধার সাধন করেন (১৬২৭)। মহব্বত, রাজ্ঞীর কুমন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, দক্ষিণাপথে গমন পূর্ব্বক শাহজাঁহার সহিত মিলিত হন।

মৃত্যু ও চরিত্র।—মহব্বতের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়ার পর, সেই বৎসরই জাঁহাগীরের মৃত্যু হয় (১৬২৭)। ইনি বিচার কার্য্যে অতিশয় ন্যায়পর ছিলেন, এবং বাহ্যে ধার্ম্মিকতার ভান করিতেন। জাঁহাগীর, যৌবনে অত্যন্ত সুরাসক্ত ছিলেন, পরে নুরজাঁহার প্রবর্ত্তনায়, ইহা পরিত্যাগ করেন। তিনি রাজ্য মধ্যে মদ্যপান নিষেধ করিয়া, অহিফেন সেবনের ব্যবহার প্রচলিত করেন। জাঁহাগীরের সময়ে, প্রথমে এদেশে তামাক আইসে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শাহজাঁহা।

(১৬২৭—১৬৫৮)

শাহজাঁহা, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই, বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া, নুরজাঁহাকে নির্জ্জন বাসের আদেশ করেন; এবং ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায়, ভ্রাতা সাহরিয়র ও বাবরের বংশীয় অন্যান্য সমস্ত পুরুষের প্রাণ সংহার করেন,

(১৬২৭)। ইহার পর নুরজাঁহা বিংশতি বৎসর, জীবিত ছিলেন বটে; কিন্তু এতাবৎ কাল মধ্যে আর কখনও, রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। অতঃপর দক্ষিণাপথের সুবাদার খাঁজাঁহা-লোদী বিদ্রোহী হইয়া বুন্দেলখণ্ডে, সম্রাট কর্তৃক পরাজিত ও ও নিহত হন (১৬৩০)। ইহার পর ১৬৩৬ অব্দে আহম্মদনগর মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত ও ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদর-দুর্গ সম্রাটের হস্তগত হয়। শাহজাঁহার রাজত্বের অধিকাংশ কাল, দক্ষিণা-পথযুদ্ধে পর্য্যবসিত হয়।

বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার যুদ্ধ।—বিজয়পুরে, ক্রমান্বয়ে আসফখাঁ, মহব্বতখাঁ ও সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধার্থে যাত্রা করিয়া পরাক্রান্ত আদীল সাহকে পরাস্ত করিতে অসমর্থ হন। অবশেষে বিজয়পুর রাজার সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহার পর গোলকুণ্ডার রাজমন্ত্রী মীরজুম্লা কর্তৃক আহুত হইয়া, সম্রাট, কুমার আওরঙ্গজেবকে তথায় প্রেরণ করেন। তত্রত্য রাজা আবদুল্লাখাঁ, বার্ষিক এককোটী টাকা দিবার পণে সম্রাট সহ সন্ধিবদ্ধ হন। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে, পারসীকেরা, কান্দাহার অধিকার পূর্ব্বক ইহা মোগল সাম্রাজ্য হইতে এককালে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়।

এই সমস্ত ঘটনার পর, শাহজাঁহা, উৎকট পীডায় আক্রান্ত হওয়ায়, তদীয় চারি পুত্র, দারা, সুজা, মোরাদ ও আওরঙ্গজেব, রাজ্য প্রাপ্তির আশয়ে, পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করে। দেড় বৎসর কাল, এইরূপ আত্ম কলহের পর, আওরঙ্গজেব প্রবল হইয়া, শাহজাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া, আলমগীর (বিশ্বজিৎ) উপাধি ধারণ পূর্ব্বক, রাজ্যেশ্বর হন

(১৬৫৮)। ইহার ৮ বৎসর পর ১৬৬৬অব্দে কারাগারেই শাহ-জাঁহার মৃত্যু হয়।

চরিত্র।—শাহজাঁহা, সাতিশয় প্রজাবঞ্জক, ন্যায় পরায়ণ ও সমৃদ্ধিশালী সম্রাট ছিলেন। তিনি শাসন কার্য্যে স্বয়ং দৃষ্টি রাখিতেন এবং উপযুক্ত মন্ত্রী নিযোগ দ্বারা, রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও শান্তি বিস্তার করেন। সার্দ্ধ ছয় কোটী টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত, বহু মূল্য মণি মানিক্য খচিত, বিচিত্র ময়ূর সিংহাসন; ইঁহার রাজ পাট ছিল। শাহজাঁহা, স্বীয় প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ-মহলের স্মরণার্থ, আগ্রায়, তদীয় সমাধির উপর, প্রায় সাড়ে চারি কোটী টাকা ব্যয়ে, বিশুদ্ধ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত, বহু মূল্য রত্নাদি খচিত, তাজমহল নামে অত্যদ্ভুত মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ভিন্ন আগ্রার মতি মস্‌জিদ্, ও দিল্লীর জুমা মস্‌জিদ্ সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার রাজ্যচ্যুতি কালে, অন্যূন পঁচিশ কোটী টাকা রাজকোষে সঞ্চিত ছিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আওরঙ্গজেব।

(১৬৫৮—১৭০৭)

ভ্রাতৃগণের কলহ।—শাহজাঁহার পীড়ার সময়, দারার হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত ছিল। ইহাতে বাঙ্গালার সুবাদার সুজা বিদ্রোহী হইয়া, বেহারে উপস্থিত হন এবং গুজরাটের শাসন-

কর্ত্তা মোরাদ, সুরাট আক্রমণ করেন। সুচতুর আওরঙ্গজেব, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য দিয়া স্বয়ং ফকীর হইবেন, এই প্রলোভন দেখাইয়া, মোরাদকে বাধ্য করত, তাহার সহিত একযোগে সতর্কতার সহিত স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নিন্দনীয় কপটতা ও অস্বাভাবিক নির্দ্দয়তা সহকারে, আওরঙ্গজেব, সেনাপতি মীরজুম্লার সাহায্যে, ক্রমান্বয়ে সপরিবার ভ্রাতৃত্রয়ের বিনাশ সাধন করিয়া, সিংহাসনে দৃঢ়ীভূত হন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা, আওরঙ্গজেব ও মোরাদের সম্মিলিত সৈন্য কর্ত্তৃক আগ্রার নিকটস্থ স্যামগড়ে পরাজিত ও নিহত হন (১৬৫৯)। দ্বিতীয় ভ্রাতা সুজা, প্রযাগের নিকট সম্রাট কর্ত্তৃক পরাস্ত হন। পরে ইনি মীরজুম্লা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সপরিবারে আরাকানে পলায়ন করেন, এবং তথায় সবংশে নিহত হন (১৬৬০)। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোরাদ ইতিপূর্ব্বেই কারারুদ্ধ হইয়া গোয়ালিয়র দুর্গে সমর্পিত হন। তথা হইতে পলায়নের চেষ্টা করায় ন্যায়বান সম্রাট তাঁহার শিরশ্ছেদ বিধান করেন! (১৬৬১)।

মীরজুম্লা *।—আওরঙ্গজেবের সুদক্ষ সেনাপতি। ইঁহারি সাহায্যে সম্রাট ভ্রাতৃগণের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হন। পরে ইনি বাঙ্গলার শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, আসাম আক্রমণার্থে প্রেরিত হন। মীরজুম্লা কুচবেহার অধিকার ও আসাম উৎসন্ন করিয়া প্রত্যাগমন সময়ে, ঢাকায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন (১৬৬৩)।

দক্ষিণাপথ যুদ্ধ, ১৬৭৫-১৬৮৭।—(ক) মহা-

* গোলকুণ্ডার পূর্ব্বতন রাজমন্ত্রী।

মহারাষ্ট্র রাজ্য।—পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় সামন্ত শিবজীর † উপদ্রব নিবারণার্থ আওরঙ্গজেবকে, নিয়ত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। মহারাষ্ট্রীয় বলের অভ্যুদয়ের প্রারম্ভেই সম্রাট ইঁহার বিনাশ সাধনের বিশেষ চেষ্টা পান। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তিনি বহুকষ্টে শিবজীর পুত্র শম্ভুজীকে ধৃত ও নিহত করেন (১৬৮৯)। পরে সেতারা প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় দুর্গ অধিকার করিয়া লন। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে, মহারাষ্ট্রীয়েরা সমস্ত দুর্গ পুনরধিকার করিয়া লয়, এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত আওরঙ্গজেবকে বিশেষ রূপে জ্বালাতন করে।

(খ) বিজপুর ও গোলকুণ্ডা।—১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট সমস্ত সৈন্য লইয়া, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডা মুসলমান রাজ্য দ্বয় আক্রমণ করেন; দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর ১৬৮৬ অব্দে বিজয়পুর ও ১৬৮৭ অব্দে গোলকুণ্ডারাজ্যের বিনাশ সাধনে কৃতকার্য্য হন। অতঃপর, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোর পর্য্যন্ত বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডারাজ্য সম্রাটের হস্তগত হয়।

রাজপুত বিদ্রোহ, ১৬৭৭।—এই সময়ে আওরঙ্গজেবের অতিরিক্ত স্বধর্ম্মে গোড়ামী, অন্যধর্ম্মে বিদ্বেষ ও জিজিয়াকর পুনস্থাপন জন্য এবং যোধপুররাজ যশবন্ত সিংহের বিধবাপত্নী ও পুত্রগণের প্রতি অত্যাচার নিবন্ধন, রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ রাজপুতগণ বিরক্ত হইয়া, ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে থাকে। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে, যশোবন্ত সিংহের স্ত্রীপুত্ররক্ষক দুর্গাদাস, সমস্ত রাজপুতগণ সহিত সম্মিলিত হইয়া, সম্রাটের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়; কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত

† ইহার বিশেষ বিবরণ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে পরে বর্ণনীয়।

হইয়া অবশেষে সম্রাটের পুত্র আকবরকে রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া স্বদলে আনয়ন করেন (১৬৮১)। সম্রাট কৌশলে, আকবরের অধীনস্থ সৈন্যগণকে হস্তগত করায়, আকবর নিঃসহায় হইয়া, মারহাট্টাদের শরণাপন্ন হন; এবং রাজপুতদিগের সহিত সম্রাটের সন্ধি স্থাপিত হয় (১৬৮১)। এতদ্দ্বারা নিরূপিত হয় যে, জ্যেষ্ঠপুত্র অজিতসিংহ প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, যশোবন্ত সিংহের উত্তরাধিকারীস্বরূপ, যোধপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন।

সত্নরামী সম্প্রদায়।—সাধুনামা এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইহার প্রবর্ত্তক। ইহারা একেশ্বরবাদী। ভূমি কর্ষণ ও ভিক্ষাবৃত্তি ইহাদের উপজীবিকা। এই সম্প্রদায়ের একব্যক্তির সহিত রাজকীয় শস্ত প্রহরীগণের বাদানুবাদ হওয়ায়, প্রহরীরা তাহার অপমান করে। এজন্য সমুদায় সত্নরামী, সম্রাট বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া উঠে। কয়েকটী ক্ষুদ্রযুদ্ধে ইহারা জয়লাভ করে। পরিশেষে আওরঙ্গজেব, একদল প্রবল সৈন্য পাঠাইয়া, ইহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করেন (১৬৭৬)

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাপথে আহম্মদনগরে, ৮৯ বৎসর বয়সে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। ইহার রাজত্বে ভারতীয় মোগল সাম্রাজ্য, সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত হয় বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইহার হ্রাসের সূত্রপাত হইতে থাকে।

চরিত্র।—আওরঙ্গজেবের চরিত্র, আকবরের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল; কেবল সাধারণ পারগতায়, পরিশ্রমে, অধ্যবসায়ে এবং পরাক্রমে ইনি আকবরের সমকক্ষ ছিলেন। উভয়েই সমান কৌশলী, কিন্তু আওরঙ্গজেব, কপটতা ও নিষ্ট-

রতা এবং আকবর, উদারতা ও বদান্যতা দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিতেন। আওরঙ্গজেব নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। ইনি পিতার প্রতি যেরূপ কুৎসিত ব্যবহার করিয়া ছিলেন; পাছে তাঁহার ভাগ্যে তাই ঘটে, এজন্য কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না এবং ক্ষণকালের জন্যেও সুখী হইতে পারেন নাই। ইহার চরিত্র যে আকবরের চরিত্রের বিপরীত, তাহা রাজপুতদিগের প্রতি ব্যবহারেই প্রতীয়মান হয়। আকবর, বৈবাহিক সম্বন্ধাদির দ্বারা, রাজপুতদিগকে আন্তরিক মিত্র; আর আওরঙ্গজেব, বিবিধ অত্যাচার দ্বারা তাহাদিগকে পরম শত্রু করিয়া তুলেন।

রাজনীতি।—আওরঙ্গজেব, মুসলমানধর্ম্মে নিতান্ত গোঁড়া বলিয়া, ঘোর হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এজন্য সমস্ত হিন্দুদিগকে রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করেন। তিনি হিন্দুদিগের দেবমন্দির ভগ্ন করিয়া, তথায় মস্‌জিদ স্থাপন এবং দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত জিজিয়াকর * আদায়ের নিয়ম করেন। একারণ সমস্ত হিন্দুগণ, আন্তরিক ক্ষুব্ধ হইয়া, মারহাট্টাদিগের সহায় হইয়া উঠে। ইহাতে মোগল সাম্রাজ্য শীঘ্র শীঘ্র অধঃপতনাভিমুখে ধাবিত হয়।

---

* এই জঘন্য পীড়াদায়ক কর, পাঠান শাসনকালে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। ১৭৬২ অব্দে আকবর ইহা রহিত করেন। পরে আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক এই কর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীবর্গ এবং মোগল সাম্রাজ্যের হ্রাস ও অধঃপতন।

আওবঙ্গজেবেব পবে ক্রমান্বযে, নযজন সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনাধিরূঢ হন। ইহাদেব সমযে মোগল সাম্রাজ্য ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইযা, পবিণামে অধঃপাতিত হয়।

বাহাদুর শাহ ১৭০৭—১৭১২।—আওবঙ্গজেবের মৃত্যুব পব, তদীয জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুব সাহ, জলযক্কবেব সাহায্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বযকে হত্যা ও শাহআলম উপাধি ধাবণ করিয়া দিল্লীশ্বব হন। শিখ দিগেব অভ্যুদযই ইঁহাব বাজত্ব কালের প্রসিদ্ধ ঘটনা।

শিখ।—ইহাবা আদৌ একটী নিবীহ ধর্ম্ম সম্প্রদায় ছিল। কিন্তু পবে, আওবঙ্গজেবেব ও তদুত্তবাধিকাবী বাহাদুর শাহেব অত্যাচাবে প্রপীডিত হইযা অস্ত্রশিক্ষা কবিতে বাধ্য হয় এবং কালে একটী প্রবল যোদ্ধৃদলে পরিণত হইযা উঠে।

আদিগুরু নানক, সম্রাট্ বাববেব সমযে, একেশ্ববাদ প্রচার করিয়া, বহু সংখ্য শিষ্য সংগ্রহ কবেন। এই শিষ্যেবাই শিখ নামে অভিহিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে, ইহাদেব দশম গুরু, সাহসী, স্বজাতি বৎসল, যশাকাঙ্ক্ষী ও বণপ্রিয গুরুগোবিন্দ সিংহ ইহাদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দেন। গুরুগোবিন্দ, শিষ্যদিগকে যুদ্ধকার্য্যে উত্তেজিত কবিবার জন্য, ভূতপূর্ব্ব বীবত্ব কাহিনী,

তাহাদেব নিকট বর্ণনা কবিতেন। ইহাব পিতা তেগ বাহাদুব, *ধর্ম্মান্ধ আওবঙ্গজেব কর্ত্তৃক দিল্লীতে নিহত হন* (১৬৭৫) গুরুগোবিন্দ পিতৃ আজ্ঞানুসাবে পিতৃহত্যাব প্রতিশোধার্থে, যবন বিনাশ ও যবন হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধাবব্রতে ব্রতী হইয়া, শিখদিগকে একটী প্রবল পবাক্রান্ত জাতিতে পবিণত কবিতে কৃতসংকল্প হন, এবং জাতিভেদ উঠাইযা দিযা, সকলকে একতাসূত্রে নিবদ্ধ কবেন। ইহা হইতেই শিখ সৈন্যেব সাধাবণ সংজ্ঞা খালসা (পবিত্র) এবং বীবত্ব পবিচাযক সিংহ উপাধিব উৎপত্তি হয। পবিশেষে, গুরুগোবিন্দ শক্র কর্ত্তৃক নিহত হন ও তদনুচববর্গ যৎপবোনাস্তি উৎপীডিত হয় (১৭০৮)। গুরুব মৃত্যুতেও শিখেবা একেবারে হতাশ না হইয়া, বাহাদুর, জাঁহাদাব, ও ফিবোকসিযাবেব বাজত্বকালে গুরুবন্ধুব অধীনে পুনবায প্রবল হইয়া উঠে। মুসলমানদিগেব দীর্ঘ কালীন অত্যাচাবে উত্তেজিত হইযা, শিখেবা বাহাদুবেব বাজ্যে বিষম উৎপাত কবিতে আবম্ভ কবে। সম্রাট তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা করিযা, ক্রমাগত পাঁচ বৎসব কাল যুদ্ধেব পব, তাহাদিগকে পবাস্ত কবেন। ইহাতেও শিখেবা নিবস্ত না হইযা পুনবায উপদ্রব আবম্ভ কবে। সম্রাট ফিবোকসিযাব অনেক যত্নে, বহুসংখ্যক অনুচব সহ বন্ধুকে ধৃত কবিযা, নৃশংসরূপে তাহাব প্রাণ সংহাব কবেন। শিখেবা, এইরূপে উচ্ছিন্ন প্রায হইয়া কিছুকাল নিবস্ত থাকে। শতাব্দী শেষ হইতে না হইতেই ইহারা বিখ্যাত বণজিতেব সময পুনবায় প্রবলপবাক্রান্ত হইয়া উঠে।

জাঁহাদার শাহ, ১৭১২—১৭১৩।—বাহাদুব

শাহেব পুত্র জাঁহাদার শাহও, বিখ্যাত জলফক্করের প্রসাদে, সিংহাসন প্রাপ্ত হন। জলফক্কব, যদিও জাঁহাদাবের উজীর, তথাপি সম্রাট অপেক্ষা তাঁহার অধিক প্রভুত্ব ছিল। উভয়ে একত্র যোগে বাহাদুবেব অন্যান্য বংশধবগণেব প্রাণ সংহার কবেন। কেবল বাঙ্গালাব শাসনকর্ত্তা, তদীব পৌত্র ফেরোক সিযাব, তাহাদেব হস্ত হইতে, নিষ্কৃতি পান। জাঁহাদারেব বাজত্বেব বৎসব কাল পূর্ণ না হইতেই, ভ্রাতুষ্পুত্র ফেবোকসিয়াব বিদ্রোহী হইয়া, দিল্লীতে আগমন কবেন, এবং সৈযদ আবদুল্লা ও তৎভ্রাতা সৈযদ হোসেন আলীব সাহায্যে, আগ্‌বাব সমীপস্থ যুদ্ধে, জাঁহাদাব ও তদীয মন্ত্রী জলফক্কবকে পবাস্ত ও নিহত কবিযা, দিল্লীব সিংহাসন অধিকাব কবেন (১৭১৩)।

ফেরোকসিয়ার, ১৭১৩—১৭১৯।—শিখদিগের প্রাধান্য লোপ কবাই ইহাব বাজত্ব কালেব প্রধান ঘটনা।

সৈযদ হোসন, বেহাবেব ও সৈযদ আবদুল্লা, এলাহাবাদেব শাসনকর্ত্তা। ইহাঁবা উভযেই কিছুকাল, বাজ্যেব সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু হইযা উঠেন। ৬ বৎসব বাজত্বেব পব, যখন ফেবোকসিয়াব, ইহাঁদেব ক্ষমতা হ্রাসেব চেষ্টা পান, তখন সৈযদদ্বয় তাঁহাব প্রাণ সংহাব কবিয়া, যথাক্রমে মোগল বংশীয় তিন জনকে বাজপদ প্রদান কবেন। তন্মধ্যে বাফিউদ্দজবাৎ ও বাফিউদ্দৌলা প্রত্যেকে ২।৩ মাস মাত্র বাজত্ব কবিযা গতাসু হন (১৭১৯)। পবে বোসনআক্‌তাব, মহম্মদশাহ নাম ধারণ কবত সিংহাসনাধিবোহণ কবেন।

মহম্মদশাহ, ১৭১৯-১৭৪৮।—মহম্মদশাহ, সিংহাসনাবোহণেব অব্যবহিত পবেই, আজফজা নিজাম উল্-

মুলক্ ও সাদৎখাঁর সাহায্যে, দিল্লী ও আগ্রার মধ্যবর্ত্তী সাহপুর যুদ্ধে, সৈয়দ-দ্বয়কে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণ সংহার করেন (১৭২০)। ইঁহার রাজত্ব সময়ে, ভয়ানক বৈদেশীক আক্রমণ-দ্বয়ে, হীনপ্রভ মোগল সাম্রাজ্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে।

নাদেরসাহের ভারতাক্রমণ, ১৭৩৯।—এই বিখ্যাত যোদ্ধা আদৌ খোরাসানবাসী একজন রাখাল ছিলেন। কালক্রমে উন্নত হইয়া ইনি, আফগানদিগের হস্ত হইতে পারস্যদেশ উদ্ধার পূর্ব্বক, রাজ্যচ্যুত শাহতমাস্পকে পুনঃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিশেষে, তাঁহাকে তাড়াইয়া, নিজেই সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। অতঃপর নাদের, আফগানদের পারস্য আক্রমণ প্রতিহিংসার্থ, হিরাট ও কান্দাহার জয় করেন। এক্ষণ মোগলেরা তাঁহার কয়েকটী আফগান শত্রুকে আশ্রয় দেওয়ার ছলে, ইনি সসৈন্যে কাবুল অতিক্রম পূর্ব্বক, সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দিল্লী আক্রমণার্থ তদভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। মোগল সেনানায়ক আজফজা ও সাদৎখাঁর বিশ্বাসঘাতকায়, এবং সম্রাট মহম্মদ শাহ, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত না থাকায়, নাদের, নির্ব্বিবাদে দিল্লীর পঞ্চাশ ক্রোশ ব্যবধানে আসিয়া উপনীত হন। পরে কর্ণালে, সম্রাটকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করত বন্দীরূপে সঙ্গে লইয়া, রাজধানীতে প্রবেশ করেন। অনন্তর নগর লুণ্ঠন ও ভীষণ হত্যা কাণ্ডের পর, মহম্মদকে রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করত, বিচিত্র ময়ূর সিংহাসন ও প্রচুর ধন রত্নাদি লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আহম্মদ খাঁ আবদালী বা দোরুরাণীর প্রথম আক্রমণ, ১৭৪৭।—আহম্মদ খাঁ দোব্বাণী (আবদালী), জাতিতে আফগান। ইনি নাদেবসাহেব কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। নাদেরের মৃত্যুব পব, তদীয সমস্ত সম্পত্তি ও কান্দা· হাব আত্মসাৎ করিয়া, দিল্লী আক্রমণার্থ যাত্রা কবেন। সির্হি-ন্দেব যুদ্ধে, মহম্মদশাহেব পুত্র যুববাজ আহম্মদ ও উজীব কমরু-দ্দিন কর্ত্তৃক পবাভূত হইযা স্বদেশে ফিবিযা যান।

মহম্মদ শাহেব বাজত্বকালে, দক্ষিণাপথে আজফজা নিজাম উল্‌মুলক্‌, অযোধ্যায সাদৎ খাঁ, বাঙ্গলায় আলিবর্দ্দী-খাঁ এবং বাজপুতনায অজিত সিংহ, স্বাধীনতা পতকা উড্ডীন কবেন। অপিচ বোহিল্লাবা, অযোধ্যাব উত্তব পশ্চিমে, বোহিল-খণ্ড নামে স্বাধীন বাজ্য সংস্থাপন কবে।

আজফ্‌জানিজাম উল্‌মুলক্‌।—সম্রাট ফেবোক্‌ সিয়াবেব অধীনে, ইনি দক্ষিণাপথের সুবাদার ছিলেন। সাহ-পুব যুদ্ধে সৈযদদিগেব উচ্ছেদসাধন কবিযা, ইনি মহম্মদ শাহেব মন্ত্রী হন। কিন্তু পবিশেষে দক্ষিণাপথে প্রত্যাবর্ত্তন কবিযা স্বাধীন হইযা উঠেন এবং হাযদবাবাদে বাজধানী স্থাপন করেন ১৭২৪। ইহাহইতেই হাযদবাবাদেব নিজাম পদেব সৃষ্টি-হয় এবং ইনিই বর্ত্তমান নিজামদিগেব আদিপুরুষ।

সাদৎ খাঁ।—ইনি আদৌ একজন পারসিক বণিক ছিলেন। পবে ভাবতবর্ষে আসিযা, সম্রাট মহম্মদশাহেব সৈয়দ-দিগেব সহিত সাহপুব যুদ্ধেব সমযে, আজফজাব সহকাবী হন। পরিশেষে স্বীয় ক্ষমতায়, অযোধ্যায় সুবাদাব হইয়া, স্বাধীনতা অবলম্বন করেন (১৭২৪) অযোধ্যা, বৃটিস সাম্রাজ্য

ভুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত, ইহারই বংশধরেরা তথাকার নবাব ছিলেন।

আলিবর্দ্দী খাঁ।—মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত, বাঙ্গলার শেষ সুবাদার, সুজাউদ্দিন। ইহার মৃত্যুর পর, আলিবর্দ্দী, তদীয় পুত্র সরফরাজ্ খাঁকে নিহত করিয়া, বাঙ্গালার স্বাধীন নবাব হন (১৭৩৯খৃঃ)।

অজিত সিংহ।—যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিতসিংহ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া রাজপদ গ্রহণ করেন, এবং এরূপ প্রভাবশালী হইয়া উঠেন যে, সম্রাট ফেরোক্সিয়ার, সদ্ভাব সংস্থাপনার্থ ইহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তৎপরবর্ত্তী সম্রাট মহম্মদ শাহ, ইহার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

আহম্মদশাহ ও দ্বিতীয় আলমগীর, ১৭৪৮—১৭৫৪—১৭৫৯।—ইহাদের রাজত্ব সময়ে, অযোধ্যার নবাব সাদৎখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সফ্‌দারজঙ্গ ও নিজাম উল্‌মুলকের পুত্র গাজীউদ্দিন সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন।

আহমদ খাঁ আবদালীর দ্বিতীয় আক্রমণ, ১৭৪৮।—১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ, পুনরায় ভারতে আগমন পূর্ব্বক পঞ্জাব অধিকার করেন, এবং সাহউপাধি গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হন।

আহম্মদসাহ আবদালীর তৃতীয় আক্রমণ, ১৭৫৭।—সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের মন্ত্রী, আজফ্‌জার পৌত্র গাজিউদ্দিন, পঞ্জাব পুনরধিকার করার প্রয়াস পাওয়ায়, আহম্মদসাহ রুষ্ট হইয়া, তৃতীয়বার ভারতাক্রমণ করেন, এবং

দিল্লী লুণ্ঠন পূর্ব্বক রোহিলখণ্ডনিবাসী, নজিবুদ্দৌলা নামক একজন আফগানকে মন্ত্রীত্বপদে অভিষিক্ত করত গাজী উদ্দিনকে দিল্লী হইতে অপসারিত করিয়া যান গাজীউদ্দিন নিঃসহায় হইয়া, মহারাষ্ট্রীয়দিগের শরণাপন্ন হয়, এবং তাহাদিগের সাহায্যে দিল্লীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, নজিবুদ্দৌলাকে তাড়াইয়া দিয়া, সম্রাট দ্বিতীয়আলমগীরের প্রাণসংহার সম্পাদন করিয়া উঠে (১৭৫৯)।

২য় শাহআলম, ১৭৫৯—১৮০৬।—১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে যখন ২য়আলমগীর, মন্ত্রী গাজীউদ্দিনের অধীনে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন তদীয় পুত্র আলীগোহার (পরে ২য়শাহআলম) সুবাদার হইবার আশায়, বেহার আক্রমণ করেন। এক্ষণ পিতার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, স্বয়ং সম্রাট উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যার নবাবকে উজীর করিলেন। নানা কারণে তাঁহাকে দশবৎসরাধিকাল, দিল্লী হইতে অনুপস্থিত থাকিতে হয়। ইহার অধিকাংশ সময় ইনি এলাহাবাদে ইংরেজবৃত্তিভোগী রূপে যাপন করেন। তদ্বিস্তৃত বিবরণ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে পরে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় পেসবা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন এবং দিল্লীর সিংহাসন শূন্য দেখিয়া, তদধিকারের নিমিত্ত একান্ত লোলুপ হন। এজন্য বিশ্বাসরাও ও শিবদাসরাও-ভাও নামক সেনাপতিদ্বয়ের অধীনে বহুসংখ্যক মারহাট্টা সৈন্য দিল্লী অধিকারার্থে প্রেরিত হয়। অবিলম্বেই দিল্লীর অধিকার সম্পাদিত হইল, (১৭৬০)। এ দিকে পেসবার ভ্রাতা রাঘব, পঞ্জাব আক্রমণ করেন। এই সংবাদে আহম্মদ-

সাহ আবদালী ক্রোধান্ধ হইয়া, চতুর্থবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

আহম্মদসাহ আবদালীর চতুর্থ আক্রমণ ও পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে, ১৭৬১।—আহম্মদসাহ, পঞ্জাব অধিকার করিয়া, দিল্লীর অভিমুখে আসিতেছেন, এতচ্ছ্রবণে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিদ্বয়, পাণিপথে গিয়া শিবির সন্নিবেশন করিলেন। এদিকে আহম্মদসাহও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয় দল কিছুকাল পরস্পর সম্মুখীন থাকিয়া, অবশেষে ৭ই জানুয়ারি তারিখে মারহাট্টারা প্রবল বেগে আফগান শিবির আক্রমণ করিল। অসীম সাহসীকতার সহিত অনেকক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর, আবদালী বিজয়ী ও মারহাট্টারা পরাভূত হইলেন। এই যুদ্ধে বিশ্বাস রাও ও শিবদাসরাও সমরশায়ী ও হুলকার পলায়িত হন। বহু সংখ্যক মারহাট্টাসৈন্য স্বদেশ রক্ষার্থে প্রাণত্যাগ করে। যুদ্ধাবসানে যাহা অবশিষ্ট ছিল, আবদালী তাহাদিগকে বন্দী করিয়া, পর দিন তাহাদের শিরশ্ছেদন বিধান করেন। পরে তিনি ২য় শাহআলমের জ্যেষ্ঠ পুত্র জোয়ানবক্তকে, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত এবং নজিবুদ্দৌলাকে পুনরায় মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হন।* এই যুদ্ধে পেসবা পক্ষে ৫৫০০০ অশ্বারোহী, ১৫০০০ পদাতি, ২০০০০০ পিণ্ডারী ও ২৫০ কামান এবং আবদালীর পক্ষে ৪৬৮০০ অশ্বারোহী, ৩৮০০০ পদাতি ও ৭০ টী কামান ছিল।

* বোধহয় আহম্মদসাহ আবদালী প্রাধান্য স্থাপন মানসেই ভারত আক্রমণ করেন, নাদেরসাহের ন্যায় কেবল দস্যুবৃত্তির নিমিত্ত নহে।

এই সংবাদে পেসবা ভগ্নচিত্ত ও দারুণ রোগাক্রান্ত হইয়া শীঘ্রই লোকান্তর প্রাপ্ত হন। অনন্তর আত্মকলহে অবশিষ্ট মারহাট্টারা হীনবল হইয়া পড়েন। এই হইতে ভারতের একটী পরাক্রান্ত জাতির গৌরব অন্তর্হিত, ও তাহাদের এদেশে একাধিপত্যের আশা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া অন্য এক প্রতাপান্বিত বিদেশীয় জাতির আধিপত্য বিস্তারের সুবিধা হয়।

যখন আবদালী পাণিপথে মারাহাট্টাদিগের দর্প খর্ব্ব করিতেছিল তখন শাহআলম বেহারে ইংরেজদিগের সহিত বিবাদে ব্যাপৃত ছিলেন; কিন্তু অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী রূপে, কিছুকাল প্রয়াগে শান্ত ভাবে অবস্থান করেন। ১৭৭০ অব্দে মন্ত্রী নজিবুদ্দৌলার মৃত্যুর পর, মারহাট্টাগণের কুমন্ত্রণায়, তদীয় পুত্র ও ভাবি উত্তরাধিকারী জাবেতা খাঁকে দিল্লী হইতে দূরীকরণ ও পৈতৃক সিংহাসনাধিরোহণ মানসে শাহআলম, মারহাট্টাদিগের সহিত সম্মিলিত হন (১৭৭১)। সেই বৎসরই তাহাদিগের প্রসাদে, ইনি দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। মারহাট্টারা ইহাতে সফল মনোরথ হইয়া, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজকর্ত্তৃক পরাভব হওয়া পর্য্যন্ত দিল্লীতে কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকেন। কেবল ১৭৮৮ অব্দে, কিয়ৎকালের জন্য আফগান রোহিলারা দিল্লী পুনরধিকার করিয়া সম্রাট শাহআলমকে হস্তগত করে। তদুপলক্ষে জাবেতাখাঁর পুত্র নরাধম গোলামকাদের তদীয় পুত্র ও পৌত্রদিগকে তৎসমক্ষে বিষম যন্ত্রণা দিয়া, পরে তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা নিঃসহায় বৃদ্ধ সম্রাটের চক্ষুঃদ্বয় উৎপাটন করে (১৭৮৮)। এই নৃশংস অত্যাচারীর হস্ত হইতে মারহাট্টারা

অবিলম্বেই অন্ধ সম্রাটকে উদ্ধাব কবিয়া স্বহস্তে আনয়ন করেন; এবং প্রতিহিংসা স্বরূপ গোলাম কাদেরের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক, অন্ধ সম্রাটেব পদতলে স্থাপন জন্য প্রেবিত হয। পবিশেষে ১৮০৩অব্দে লর্ড লেক দিল্লী অধিকাব কবিলে, শাহ আলম্ মারহাট্টাদিগেব হস্ত হইতে ইংবেজ আশ্রযাধীনে আনীত হন, এবং ইংবেজ গবর্ণমেণ্টেব বৃত্তিভোগী হইযা জীবনেব শেষভাগ অতিবাহিত কবেন। ১৮০৬ অব্দে তাঁহাব মৃত্যু হয।

পবাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যেব অধঃপতন ও ধ্বংসেব মূল কাবণ এই——

১। সম্রাট আওবঙ্গজেবেব মুসলমান ধর্ম্মে গোড়ামী, হিন্দু ধর্ম্মে বিদ্বেষ ও জিজিযাকব পুনস্থাপন জন্য, হিন্দুমাত্রেবই বিশেষ রাজপুতদেব, মোগল সিংহাসনপ্রতি আন্তবিক অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা; ২। আওবঙ্গজেবেব সময়ে দক্ষিণাপথযুদ্ধে ব্যয় বাহুল্য জন্য বাজকোষেব অর্থানটন, ৩। আওবঙ্গজেবেব উত্তবাধিকাবী গণের হীন বীর্য্যতা, ৪। নাদেবসাহ ও আহম্মদ সাহেব ভীষণ আক্রমণ; ৫। মাবহাট্টাদেব অভ্যুদয ও তাহাদিগেব মোগল বাজ্যে উপদ্রব।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মারহাট্টাগণের অভ্যুদয়।

মহাবাষ্ট্র দেশ, উত্তবে সাতপুবাপাহাড, পশ্চিমে আবব-সাগব, এবং পূর্ব্বে মধ্যভাবতেব অন্তর্গত নাগপুব প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাব অধিবাসীদিগকে মাবহাট্টা কহে।
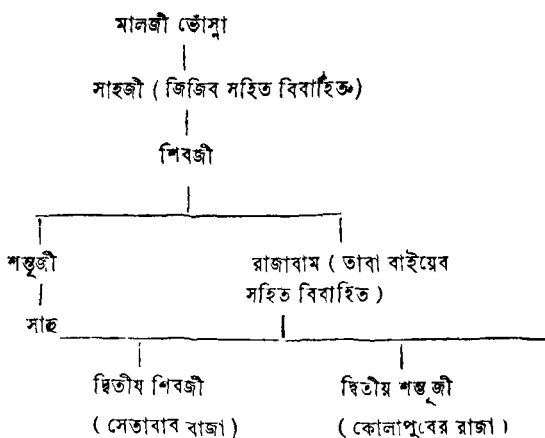
মালজী ভোঁসলার পুত্র সাহজী, মালীক আম্বরের সেনাপতি যদু রাওয়ের কন্যা জিজিকে বিবাহ করেন। ইনি আহম্মদ নগর ও বিজয়পুর পক্ষে মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

শিবজী।—১৬২৭ খৃষ্টাব্দে, সাহজীর ঔরসে, জিজির গর্ভে, সেওনার দুর্গে শিবজীর জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই ইনি, মুসলমানদিগকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। সর্ব্বদা পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহে বিচরণ ও লুঠপাঠ করাই, তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, শিবজী, টনিয়ার পার্ব্বত্য দুর্গ আক্রমণ ও তথাহইতে লুণ্ঠিত ধনরাশি দ্বারা, রাজগড় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, এবং ক্রমে সিঙ্গার্, সুপার, ও পুরন্দর দুর্গ অধিকার করিয়া, বিজয়পুর রাজ্যের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। শিবজীর পিতা সাহজী, বিজয়পুরের রাজ-সরকারে কার্য্য করিতেন। বিজয়পুর রাজ, শিবজীর দমনার্থে সাহজীকে কারারুদ্ধ

করেন। শিবজী ভয় প্রদর্শন করিয়া পিতার উদ্ধার ও পরে সন্ধি দ্বারা কঙ্কণ প্রদেশ লাভ করেন। বিজয়পুর পতি, পুনঃ শিবজীর দমনার্থে সেনাপতি আফ্‌জল্ খাঁকে সসৈন্যে তদ্বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শিবজী গুপ্ত অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা রূপে, তাহার প্রাণ সংহার করেন, (১৬৫৯) অতঃপর শিবজী মোগল রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন; এবং দক্ষিণাপথের মোগল রাজপ্রতিনিধি সায়স্থাখাঁর আবাসস্থল আওরঙ্গবাদ লুণ্ঠন করেন (১৬৬২)। ইহাতে সাঁয়স্থা খাঁ, শিবজীর (পুনার) পৈতৃক বাটী অধিকার করিয়া, তথায় বাস করিতে লাগিলেন। শিবজী কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে, রজনীযোগে, বিবাহের বরযাত্রীর সঙ্গে মিশিয়া, অজ্ঞাতসারে সায়স্থাখাঁর শয়ন মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, তৎপুত্র ও সঙ্গিগণকে সংহার করেন। খাঁ, কেবল অঙ্গুলিদ্বয় হারাইয়া পলায়ন পূর্ব্বক, প্রাণে বাঁচিয়া যান। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে, শিবজী সুরাটনগর লুণ্ঠন ও রাজ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক, স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। সুরাট মক্কাযাত্রীদিগের জাহাজারোহণ স্থান। সুরট ও মক্কাযাত্রী-দিগের জাহাজ লুণ্ঠনে, মুসলমান ধর্ম্মের গোঁড়া আওরঙ্গজেব নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রাজা জয়সিংহ ও দিলীরখাঁর অধীনে, শিবজীর দমনার্থে দুই দল মোগল সৈন্য প্রেরণ করেন। সেনানীদ্বয়, পুরন্দর দুর্গে, শিবজীকে অবরুদ্ধ করায়, শিবজী আপনাকে সৈন্য বলে অক্ষম দেখিয়া সম্রাটসহ সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এতদ্দ্বারা শিবজী তদধিকৃত ৩২টী দুর্গের ১২টী স্বহস্তে রাখিয়া, অবশিষ্ট ২০টী সম্রাটকে ছাড়িয়া দেন এবং তৎপরিবর্ত্তে দক্ষিণাপথোৎপন্ন রাজস্বের এক চতুর্থাংশ

স্বীয় প্রাপ্য বলিয়া সুস্থির করিয়া লন (১৬৬৫)। ইহা-কেই চৌথ কহে। এতদ্ব্যতীত তিনি বিজয়পুর প্রভৃতি রাজ্যে সরদশমুখী * আদায়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট, জয়সিংহের যোগে চতুরতাপূর্ব্বক শিবজীকে দিল্লীতে আহ্বান করেন। শিবজী দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া, অপমানিত ও কারারুদ্ধ হন। অবশেষে শিবজী ফকীর-দিগকে মিষ্টান্ন বিতরণচ্ছলে, পিতা পুত্রে চুপড়িতে চাপিয়া, রাজধানী হইতে পলায়ন করত রায়গড়ে উত্তীর্ণ হন। এই রূপে সম্রাট, স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতা দোষে, একজন প্রবল শত্রুকে হস্তে পাইয়া ছাড়িয়া দেন। শিবজী রায়গড়ে উত্তীর্ণ হইয়া, মোগল সাম্রাজ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎপাত আরম্ভ করেন। এজন্য সম্রাট কর্ত্তৃক তদ্বিরুদ্ধে পুনরায় সৈন্য প্রেরিত হয়। পাছে শিবজী, বিজয়পুররাজের সহিত মিলিত হন, এই আশঙ্কায় সম্রাট রায়গড়ে তাঁহার রাজউপাধি দৃঢ়ীভূত করেন, (১৬৭৪)। অতঃপর শিবজী বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিয়া, তত্রত্য রাজগণকে কর দিতে বাধ্য করেন। তদন্তর শিবজী ক্রমে কর্ণাল, কড়ালুর, জিঞ্জী, বিলোড, তাঞ্জোর ও মহীশূর অধিকার করিয়া, প্রায় সমস্ত দক্ষিণাপথে স্বরাজ্য বিস্তার করিলেন। পুত্র শম্ভূজীর উদ্ধত স্বভাব জন্য, শিবজীর জীবনের শেষভাগ কষ্টকর হইয়া উঠে। ১৬৮০ অব্দে, রায়গড়ে জানুপ্রদাহে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চরিত্র।—শিবজী যদিও লেখাপড়া জানিতেন না, তথাপি, তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা, সুকৌশলসম্পন্ন সেনানী

---

* চৌত বাদে অবশিষ্ট রাজস্বের এক দশমাংশ।

ও সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি কোন অভিপ্রেত সিদ্ধি ভিন্ন অযথা কৌতুকহলচ্ছলে, কাহারও প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন না। আওরঙ্গজেব যেমন মুসলমান ধর্ম্মে, ইনি তেমনি হিন্দু ধর্ম্মে গোঁড়া ছিলেন। শিবজী লুণ্ঠিত সম্পত্তি রাজকোষে জমা করিয়া সৈন্যদিগকে রীতিমত বেতন প্রদান করিতেন। ইঁহার রাজ্যে উৎপন্ন শস্যের দুই পঞ্চমাংশ রাজকর ও অবশিষ্ট প্রজার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

শিবজীর উত্তরাধিকারীগণ।—শিবজীর পুত্র শম্ভুজীর ক্ষণস্থায়ী রাজত্ব কাল, মোগলদিগের সহিত যুদ্ধেই পর্য্যবসিত হয়। পরে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে শম্ভুজী, আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক ধৃত ও নৃশংসরূপে নিহত হন। পৌত্র সাহু ৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মোগল কর্তৃক বন্দী হইয়া ১৭০৮ অব্দে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, কারামুক্ত হন। পরে তিনি এমনই আলস্য ও বিলাস পরতন্ত্র হইয়া উঠেন, যে, স্বীয় মারহাট্টা রাজ্যের শাসনভার মন্ত্রী বলজীবিশ্বনাথের হস্তে রাখিয়া, মোগলদিগের আশ্রয়ে জীবন কর্ত্তন করেন। সাহুর দিল্লীঅবস্থান কালে তদীয় পিতৃব্য রাজারাম, রাজপ্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার শাসন সময়ে সেনাপতি জলফক্কর, জিঞ্জি অধিকার করে।

পেসবা।—বলজীবিশ্বনাথ একজন বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ ব্রাহ্মণ। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ইনি সাহুর চাকরীতে, পেসবা পদে নিযুক্ত হন। পরে স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে ও পারগতায়, তিনি এই পদ রাজপদ হইতেও প্রতাপান্বিত ও তদীয় বংশানুক্রমিক করিয়া তুলেন। সৈয়দ ও নিজাম উল্ মুল্কের পরস্পর বিবাদ উপ-

লক্ষে, তিনি সৈয়দ হোসেনকে, সৈন্য দ্বারা সহায়তা করায়, দক্ষিণাপথোৎপন্ন রাজস্বের চৌথ আদায়ের ক্ষমতা এবং পুনা ও সেতারার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের আধিপত্য প্রাপ্ত হন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মারহাট্টাদিগের শ্রীবৃদ্ধি ও অধঃপতন।

মহারাষ্ট্রীয় পেসবার বংশাবলী।

বলজী বিশ্বনাথ প্রথম পেসবা, (১৭১২—১৭২০)।

- বাজী রাও দ্বিতীয় পেসবা, (১৭২০—১৭৪০)।
    - বলজী বাজীরাও তৃতীয় পেসবা, (১৭৪০—১৭৬১)।
        - বিশ্বাস রাও (পাণিপথে নিহত)
        - মধু রাও চতুর্থ পেসবা, (১৭৬১—১৭৭১)।
        - নারায়ণ রাও পঞ্চম পেসবা, (১৭৭১—১৭৭৩)।
            - মধুরাও নারায়ণ ষষ্ঠ পেসবা, (১৭৭৩—১৭৯৫)।
    - রাঘব
        - দ্বিতীয় বাজীরাও সপ্তম পেসবা, ১৭৯৫--১৮১৫।

দ্বিতীয় পেসবা বাজীরাও, ১৭২০—১৭৪০।— বলজীর মৃত্যুর পর, তৎপুত্র বাজীরাও পেসবা হন। পেসবা মধ্যে, ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুদক্ষ। ১৭৩৬ অব্দের পূর্ব্বেই, ইনি, মোগলদিগহইতে, সমস্ত মালব এবং নর্ম্মদা ও চম্বল নদ মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া লন এবং সম্রাট মহম্মদ শাহের পক্ষীয় সেনানী নিজাম উল্‌মুল্‌ককে, ঐ সমস্ত প্রদেশ ও পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিবার পণে সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। বাজীরাও, পর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া, বেসিন অধিকার করেন, (১৭৩৯)। পরবর্ষেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহারাষ্ট্রীয় চক্র।—তৃতীয় পেসবা বলজী বাজীরাওয়ের সময়েই, মারহাট্টাদিগের ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপের একশেষ দেখা যায়। মহারাষ্ট্র-বল, এক্ষণ আর শিবজীর হীন বীর্য্য বংশধর বা প্রতাপান্বিত পেসবার অধীন না থাকিয়া,কতিপয় স্বাধীন রাজগণের একটী চক্রে পরিণত হয়। চক্রান্তর্গত রাজগণ মধ্যে পেসবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং শিবজীর বংশধর হীনবল সাহু ও শম্ভূজী, গোবালিয়র রাজ্যের স্থাপয়িতা প্রবল পরাক্রান্ত রণজী সেন্ধিয়া, ইন্দোর পতি মুলহার রাও হুলকার, বিরার-রাজ রঘুজী ভোঁসে এবং বরদাধিপতি দামাজী গুইকোঁয়ার সমধিক প্রসিদ্ধ।

বর্গীর হাঙ্গামা।—তৃতীয় পেসবার সময়ে, ভোঁসে বংশীয়েরা বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে কটক ও প্রায় সমস্ত উড়িষ্যা জয় করিয়া, বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করে। রঘুজী ভোঁসের সেনাপতি ভাস্করপণ্ডিত, চৌথ আদায়চ্ছলে বাঙ্গলা লুণ্ঠন করে, (১৭৪২)। ইহাই বর্গীর হাঙ্গামা নামে

প্রসিদ্ধ। ভাস্করপণ্ডিত, বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দী কর্তৃক গুপ্তরূপে নিহত হন, (১৭৪৪)। মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রতি বৎসর এইরূপ দৌরাত্ম্য করায় বাঙ্গালার অধিবাসীরা বার্ষিক ১২ বার লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত হয়। এই সময়ে কলিকাতাবাসীরা মারহাট্টাদিগের আক্রমণ হইতে নগর রক্ষার জন্য কলিকাতার চতুর্দ্দিকে গভীর খাত খনন করে। ইহা মারহাট্টাখাত নামে প্রসিদ্ধ। (১৭৪২)।

তৃতীয় পেসবা বলজী বাজীরাও, ১৭৪০—১৭৬১।—ইহার সময়ে চারিটী প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়। (ক) হায়দরাবাদের নিজাম সলাবৎজঙ্গ সহ, পেসবার প্রথম যুদ্ধ, ১৭৫১—১৭৫২। এই যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি বুসী কর্তৃক রাজপুরে পেসবা পরাভূত হন। (খ) নিজাম সহ ২য় যুদ্ধ, ১৭৬০। পেসবা, আহম্মদ নগর অধিকার করায়, সলাবৎ জঙ্গ, তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং উদয়গিরিতে যুদ্ধার্থ সমাগত হন, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, রাজ্যের সমস্ত উত্তর পশ্চিমাংশ, পেসবাকে ছাড়িয়া দেন। (গ) বৈদেশীক আহম্মদসাহ আবদালীর সহিত পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, ১৭৬১। ইহার বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। (ঘ) বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ বর্গীর হাঙ্গামা।

চতুর্থ পেসবা মধু রাও, ১৭৬১—১৭৭১।—ইনি অসমসাহসী ছিলেন। ইহাঁর গুরু রামশাস্ত্রী পরিণামদর্শিতা ও সাধুতার আদর্শ স্থল। শাসন কালের অধিকাংশই ইহাকে, রিঘাবরাজ, নিজাম ও মহীশূরের সুলতান হায়দরআলীর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হয়।

অহল্যাবাই, ১৭৬৬—১৭৯৫।—১৭৬৬ অব্দে

ইন্দোর রাজ বৃদ্ধ মুলহাররাও হুলকারের মৃত্যু হয়। পরে তদীয় পুত্র ও পৌত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, পুত্রবধূ অহল্যা বাই, ইন্দোরে মহারাণী হইয়া প্রায় ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। বিখ্যাত তুকাজি হুলকার ইঁহার সেনাপতি ছিলেন। ইন্দোর রাণী সাতিশয় পুণ্যাত্মা, দয়াবতী, শ্রমশীলা সুশিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। ইঁহার প্রযত্নে ইন্দোর, সামান্য পল্লী হইতে সমৃদ্ধশালী নগরে পরিণত হয়। অহল্যা বাই, বিংশতি বৎসর বয়সে বিধবা ও ইহার অব্যবহিত পরেই পুত্র হারা হন। রাজ্যেশ্বরী হইয়াও ইনি তোষামোদের বশীভূতা ছিলেন না। ফলতঃ ভূমণ্ডলে ইঁহার ন্যায়, যাবতীয় সদ্গুণের আদর্শ রূপিণী রাণী অতি বিরল। মালব বাসীরা ইঁহাকে দেবতুল্য সম্মান করে।

পঞ্চম পেসবা নারায়ণ রাও, ১৭৭১—১৭৭৩।—মধুরাওয়ের লোকান্তরে, তদ্ভ্রাতা নারায়ণ রাও, পেসবা হইয়াছিলেন (১৭৭১)। কিন্তু পিতৃব্য রাঘবের পত্নী আনন্দ বাইয়ের ষড়যন্ত্রে, তিনি জুগুপ্সিত রূপে নিহত হন (১৭৭৩)। ইতিপূর্ব্বেই, মারহাট্টারা প্রায় সমস্ত ভারত উৎসন্ন করিয়া, দিল্লী অধিকার ও সম্রাট ২য় শাহআলমকে করায়ত্ত করে। নারায়ণের হত্যার পর, রাঘব আপনাকে ষষ্ঠ পেসবা বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু নারায়ণের মৃত্যুর পর, তদীয় বিধবা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে, সুবিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী নানা ফার্ণিবীজ, শক্করাম বাপ্পু, হরিপান্থ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান মারহাট্টাগণ, পেসবা পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাঘবকে তল্লাভে বঞ্চিত করেন।

ষষ্ঠ পেসবা মধুরাও নারায়ণ ১৭৭৩-১৭৯৫ ও মহারাষ্ট্রীয় প্রথম যুদ্ধে ১৭৭৫-১৭৮২।—রাঘব পেসবা পদলাভে বঞ্চিত হইয়া, বোম্বাইয়ে ইংরেজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুরাটে ১৭৭৫ অব্দে ইংরেজদিগের সহিত এই মর্ম্মে তাঁহার সন্ধি হয় যে, রাঘব বাণিজ্যার্থে ইংরেজদিগকে সালসিতি ও বেসিন নামক স্থানদ্বয় এবং বার্ষিক ৭৫ লক্ষ টাকা দিবেন, আর ইংরেজেরা তাঁহার সাহায্য করিবেন। তদনুসারে কর্ণাল কিটিংয়ের অধীনে যে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়, তাহারা বরদার সমীপস্থ আরাস্ ক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং মার-হাট্টারা নর্ম্মদা পারে তাড়িত হয়। কলিকাতা কৌন্সিলের অনভিমতে, এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণহেষ্টিংস্ ও মেম্বরেরা সাতিশয় বিরক্ত হন। ইঁহারা সুরাটের সন্ধি রদ করিয়া, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মধুরাও নারায়ণের অভিভাবক, নানা ফার্ণিবীজ প্রভৃতির সঙ্গে, ১৭৭৬ অব্দের ১লা মার্চ্চ, পুরন্দরে, নিম্নলিখিত মর্ম্মে সন্ধি করেন—ইংরেজেরা সাল-সিতি নিজে রাখিয়া, বেসিন, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রত্যর্পণ ও রাঘবের পক্ষ পরিত্যাগ করিবেন, এবং ভরোচের উপস্বত্ব ও ১২ লক্ষ টাকা বার্ষিক পাইবেন। অপিচ রাঘব, মহারাষ্ট্রীয়-দিগের নিকট হইতে, বার্ষিক ৩ তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া, গোদাবরীর পরপারে বাস করিবেন। বিলাতে ডিরেক্টর সভা, পুরন্দর সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া, পূর্ব্বের সুরাট সন্ধি অনুমোদন করেন। ইহাতে কলিকাতা হইতে কর্ণাল গডার্ড এক দল সৈন্য সহ সুরাটে প্রেরিত হন (১৭৭৯)। গডার্ড, সেন্ধিয়া ও হুলকারের সম্মিলিত সৈন্য তাড়াইয়া দিয়া, বেসিন অধিকার করেন। ইতি-

পূর্ব্বেই বোম্বাইগবর্ণমেণ্ট প্রেরিত এক দল সৈন্য, মধুজী-সেন্ধিয়া কর্ত্তৃক, বর্গাম নামক স্থানে এরূপ ব্যতিব্যস্ত হয় যে, ইংরেজ সেনানী, সমস্ত বিজিত প্রদেশ প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক, রাঘবজীর পক্ষ ছাড়িয়া অপমানের সহিত পলায়ণ করিতে বাধ্য হন (১৭৭৯)। একারণ সেনাপতি গডার্ড, দক্ষিণাপথে প্রবেশ পূর্ব্বক, আহম্মদাবাদে সেন্ধিয়া ও হুলকারকে পরাস্ত করেন বটে; কিন্তু পরিশেষে পুনা আক্রমণ করিতে গিয়া হুলকার-কর্ত্তৃক পরাভূত হন। এদিকে মেজর পফাম, সেন্ধিয়ার রাজধানী গোয়ালিয়র অধিকার করেন (১৭৮০)। এই সময়ে মহীশূরের সুলতান হায়দরআলীর সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায়, ইংরেজেরা মারহাট্টাযুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া, সালবাইয়ে সন্ধি করেন (১৭৮২ খৃঃ ৭ মে)। এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, (১) সালসিতি ও এলিফাণ্টা ভিন্ন, পুরন্দর সন্ধির পর, মারহাট্টাদিগহইতে যে সমস্ত স্থান জয় করিয়াছেন, তাহা ইংরেজেরা প্রত্যর্পণ করিবেন। (২) যদি রাঘবজী, মারহাট্টাদিগহইতে, বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি ও মনোনীত স্থানে বাসের অনুমতি পান, তবে ইংরেজেরা মধুরাও নারায়ণকে, পেসবা পদ দিতে স্বীকৃত হইবেন। (৩) ফরাসীরা মারহাট্টা রাজ্য হইতে দূরীভূত হইবেন।

কুর্দ্দলার যুদ্ধ, ১৭৯৫।—নাবালক মধুরাও নারায়ণের দীর্ঘকাল রাজত্ব সময়ে, মধুজী সেন্ধিয়া প্রবল হইয়া উঠেন; এবং পেসবা মন্ত্রী নানা ফার্ণিবীজ মারহাট্টাদিগের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হন। নিজাম, উদয়গিরির যুদ্ধের পর, স্বীকৃত কর রীতিমত না দেওয়ায়, নানা, তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভ করেন। কুর্দ্দলায় শেষবারে, পেসবা পক্ষে, সমস্ত মারহাট্টাগণ,

সমবেত হইয়া, যুদ্ধে জয়লাভ এবং নিজামকে কর দিতে বাধ্য করেন। এই যুদ্ধের পর পেসবা, রাঘবের পুত্র তদীয় বন্ধু বাজী-রাওকে, দেখিবার অনুমতি না পাওয়ায়, আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণ-ত্যাগ করেন।

সপ্তম পেসবা দ্বিতীয় বাজী রাও, ১৭৯৫—১৮১৫।—অনেক ষড়যন্ত্রের পর, রাঘবের পুত্র বাজীরাও, পেসবা পদ লাভ করেন। এই বৎসরই অহল্যা বাইয়ের সেনানী তুকাজী হুলকারের পুত্র যশোবন্তরাও হুলকার, ইন্দোরের সিংহাসনাধিরূঢ় হন। যশোবন্ত দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধে, পেস-বাকে ব্যতিব্যস্ত করায়, ইনি ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং ১৮০২ অব্দে তাঁহাদিগের সহিত বেসিনে এই মর্ম্মে সন্ধি করেন—(১) পেসবার রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য রক্ষিত হইবে, তদ্ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা বা কতি পয় জনপদ ইংরাজদিগকে প্রদান করিবেন, (২) ইংরেজ-শত্রু কোন ইউরোপীয় বা এদেশীয় রাজার সহিত পেসবা, সংশ্রব রাখিতে পারিবেন না, (৩) পেসবা স্থরাটের উপর সমস্ত দাবী ত্যাগ এবং নিজাম ও গোইকোবার সহ, তদীয় সমুদায় বিবাদ, মীমাংসার্থ ইংরেজ হস্তে অর্পণ করিবেন। ইংরেজেরা তাঁহার শরীর ও রাজ্য রক্ষার্থে, প্রতিভূ স্বরূপ থাকিবেন। পেসবা, এইরূপে ইংরেজদিগের বশ্যতা স্বীকার করায়, দৌলৎরাও সেন্ধিয়া ও বিরাররাজ রঘুজীভোঁসলে, পরোনাস্তি বিরক্ত হন এবং জাতীয় গৌরব রক্ষার্থ ইংরেজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এইরূপে দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ, ১৮০২—১৮০৩।—

উভয় গোবালিয়র ও বিরাববাজ, যুদ্ধার্থ সমুত্থিত হইলে, তদানীন্তন গবর্ণরজেনেরল লর্ড ওয়েলেশ্‌লী, তদীয় সহোদর স্যর আর্থর ওয়েলেশ্‌লীর উপর দক্ষিণাপথের, এবং সেনাপতি লর্ড লেকের উপর আর্য্যাবর্ত্তের যুদ্ধভার অর্পণ করেন। আর্থর ওয়েলেশ্‌লী দক্ষিণরাজ্যে যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া, আহম্মদনগরের দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক, ক্রমে আসাই ও আরগাঁয়ের যুদ্ধে, মহারাষ্ট্রীয় সামন্তদ্বয়কে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন (১৮০৩)।

এদিকে আর্য্যাবর্ত্তে লর্ড লেক, ক্রমান্বয়ে, আলিগড় ও দিল্লীর যুদ্ধে, সেন্ধিয়ার সেনানী ফরাসী জেনেরল পেরণ ও বর্কুইন্‌কে পরাভূত করিয়া, দিল্লী প্রবেশান্তর, সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌-আলমকে মারহাট্টাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করত ইংরেজ-আশ্রয়াধীনে আনয়ন করেন (১৮০৩। সেপ্টেম্বর)। এই বৎসর নবেম্বর মাসে, লর্ড লেক, আবার অবশিষ্ট মারহাট্টা সৈন্যদিগকে, লাশোবারী নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করেন। বৎসর শেষ না হইতে হইতেই দেবগ্রামে (দেওগাঁও) বিরাজরাজ রঘুজী, কটক, পূরী, বালেশ্বর এবং অঞ্জন গ্রামে (শ্রীজী অঞ্জন গাঁও) সেন্ধিয়া, ভরোচ, আহম্মদনগর ও গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াবের উত্তর ভাগ, ইংরেজদিগকে দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এইরূপে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় সামন্ত সেন্ধিয়া ও রঘুজী, আসাই, আরগাঁও, আলিগড়, দিল্লী ও লাশোবারীর যুদ্ধে একেবারে হীনবল হইয়া পড়েন, এবং দিল্লী ও আগ্‌রা ইংরেজদিগের হস্তগত হয়।

তৃতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ, (১৮০৪)।—দৌলৎ রাও সেন্ধিয়া ও রঘুজী ভোঁস্‌লে, পরাস্ত হইলেন বটে, কিন্তু যশোবন্ত

বাও হুলকার, প্রবল থাকায়, পুনঃ সমবানল প্রজ্বলিত হইল। এবারও, লর্ডলেকেব প্রতি যুদ্ধেব অধ্যক্ষতা ভাব অর্পিত হয়। তৎপ্রেরিত কর্ণেল মন্‌সন্, হুলকার কর্তৃক চম্বল নদেব তীরে হঠাৎ আক্রান্ত হওযায, ভযে আগ্‌রায গিযা আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন। অতএব হুলকাব লর্ড লেক কর্তৃক দিল্লী, দীঘ, প্রভৃতি কতিপয স্থানেব যুদ্ধে পবাস্ত হইয়া, মিত্র ভরতপুববাজেব দুর্গে আশ্রয লন (১৮০৪)। সেনাপতি লর্ড লেক, চাবিমাস কাল অববোধেব পব, দুর্গ অধিকাবে অক্ষম হইযা ফিবিযা আইসেন (১৮০৫) দীঘেব যুদ্ধে জেনেবল ফ্রেজাব নিহত হন। অনন্তব ইংবেজদিগেব সহিত সদ্ভাব সংস্থাপনার্থ, ভবতপুববাজ বণজিৎ সিং, হুলকাবেব পক্ষ পবিত্যাগ ও ইংবেজদিগকে ২০ লক্ষ টাকা প্রদান কবেন। হুলকাব নিষ্কাশিত হইযা, পঞ্জাব গমন করেন, এবং সন্ধি করিতে বাধ্য হন (১৮০৫)।

চতুর্থ বা শেষ মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ, ১৮১৭-১৮১৮।

—১৮০২ অব্দে বেসিনে যে সন্ধি হয, তাহাতে একদল ইংরেজ সৈন্য ও একজন বেসিডেণ্ট, পেসবা বাজ্যে থাকিবাব নিয়ম হইযাছিল। লর্ড ময়বাব শাসন কালে, প্রসিদ্ধ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন, পুনায় ইংবেজ বেসিডেণ্ট রূপে অবস্থিতি কবিতেছিলেন। যখন ইংবেজেবা পিণ্ডাবীদিগেব সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন পেসবা, তদীয কুচক্রী মন্ত্রী ত্র্যম্বকজীব কুপবামর্শে, নাগপুব, ইন্দোব ও গোবালিয়ব বাজগণ এবং পিণ্ডারী দলপতি আমির খাঁ প্রভৃতি সহ একযোগে, ইংবেজদিগেব বিরুদ্ধে, পুনবায় ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে পেসবাব সহিত, গোইকোঁবারের বিবাদ মীমাংসার্থে, গোইকোঁবারের মন্ত্রী গঙ্গাধর শাস্ত্রী,

পুনায় উপস্থিত হওয়ায়, ত্র্যম্বকজী গোপনে তাহাকে হত্যা কবে। এজন্য ইংরেজেবা পেসবার প্রতি বাগান্বিত হইয়া, ত্র্যম্বকজীকে কাবারুদ্ধ কবেন। পেসবা, কৌশলে মন্ত্রীর উদ্ধার সাধন কবিবা, বেসিডেণ্ট এলফিন্ ষ্টোন সাহেবেব আবাস বাটী লুণ্ঠন করেন। এলফিন্‌ষ্টোন খবকীতে পলাযিত হন। তথাকার যুদ্ধে মেজব ফোর্ড্ কর্ত্তৃক মাবহাট্টাবা তাডিত হয। ইহাতে ইংবেজ সেনানী স্মীথ সসৈন্যে পুনায় উপস্থিত হন। পেসবা রাজধানী পবিত্যাগ কবিয়া পলায়ন কবেন। নানা স্থানে ভ্রমণ কবিয়া তিনি অবশেষে সাব জন্ মালকমেব নিকট আত্মসমর্পণ কবেন এবং ইংবেজদিগেব প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষব কবিতে বাধ্য হন (১৮১৮)। এতদ্দ্বাবা, পেসবাব সমস্ত বাজ্য (পুনা, অহ-ম্মদাবাদ, কঙ্কণ ও সাগব প্রভৃতি) ইংবেজাধিকাব ভুক্ত হয়, এবং পেসবা বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইযা, কানপুবেব সন্নিহিত বিঠোবে বাসেব অনুমতি পান। তথায ১৮৫১ অব্দে পেসবা, নানা সাহেবকে পোষ্যপুত্র বাখিযা, পবলোক গমন করেন। ত্র্যম্বকজী ধৃত হইয়া, মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত চুনাবে বন্দীভাবে অব-স্থিতি কবে। ইংবেজেবা সেতাবা বাজ্য, শিবজীববংশীয জনৈক রাজাকে প্রদান কবেন। এই হইতে, বলজী বিশ্বনাথেব অর্জ্জিত পেসবা পদ শতবৎসবেব পব, তদীয বৃদ্ধ প্রপৌত্র দ্বিতীয় বাজীবাওযেব হস্তে, বিলয় প্রাপ্ত হয।

পুনাব পেশবা পদেব বিলোপেব পব, নাগপুবেব ভোঁসে বংশীয় আপাসাহেব বা মধুজী ভোঁসে, তত্রত্য ইংবেজ বেসিডেণ্টকে আক্রমণ কবেন। সন্নিহিত সীতাবল্‌দী পাহাডে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে আপাসাহেব পবাস্ত হইয়া পঞ্জাবে পলায়িত হন

(১৮১৭)। রঘুজীব বিধবা মহিষী বাঁকাবাইয়ের রক্ষাধীনে, তদীয় দৌহিত্র নাগপুবেব সিংহাসন প্রাপ্ত হন, এবং ইংরেজ সৈন্যেব ব্যয় নির্ব্বাহার্থে, সম্বলপুব, ও নর্ম্মদা প্রদেশ নির্দ্দিষ্ট হয। এই হইতেই নাগপুব বাজ্য প্রায ইংবেজ হস্তগত হইল।

হুলকাব যশোবন্ত বাওযেব উপপত্নী তুলসীবাইযেব গর্ভজাত দ্বিতীয মুলহরবাও, এই সময়ে ইন্দোবেব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পেসবাব সঙ্গে সঙ্গে, তিনিও ইংবেজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধাবণ কবেন। তদীয বক্ষযিত্রী তুলসীবাই বণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইযা, শীপ্রা নদীব তীবস্থ মাহিদপুবে, ইংবেজ সেনাপতি হিস্লাপ্ ও মালকম্ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পবাস্ত ও নিহত হন (১৮১৭)। অতঃপব মন্দেশ্ববে হুলকাব সহ যে সন্ধি হয় তাহতে ইংবেজেবা, খান্দেশ ও কতিপয স্থান প্রাপ্ত হন (১৮১৮)।

ইতিপূর্ব্বেই সেন্ধিযা ইংবেজদিগেব বশ্যতা স্বীকাব করেন। মহাবাষ্ট্রীয এই শেষ যুদ্ধে, মহাবাষ্ট্র দেশ, এমন কি সমস্ত মধ্য ভাবতবর্ষ ইংবেজ-কব-কবলিত হয। পেসবাব বাজ্য লইয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি সম্প্রসাবিত হয। ইহা কতিপয জেলায় বিভক্ত। সেতাবা, গোবালিয়ব, নাগপুব ও ইন্দোরেব ভূপতিগণ ইংবেজাশ্রিত হন।

মহারাষ্ট্রীয় বলের অধঃপতনের কারণ।—

১। মধুজী সেন্ধিযাব বল মর্য্যাদা সমধিক বৃদ্ধি হওযায তাঁহার পেসবা হইতে, স্বতন্ত্র ও তৎপ্রতিযোগী হইযা উঠাব চেষ্টা; ২। পঞ্চম পেসবা মধুবাওযেব মৃত্যুব পব, বাঘব, নানা ফার্ণিবীজ, ২য়বাজীবাও, যশোবন্তরাও হুলকাব এবং দৌলৎরাও সেন্ধিয়ার মধ্যে পরস্পর-আত্মকলহ ও প্রতিদ্বন্দ্বীতা; ৩। অহম্মদ সাহ

আবদালী কর্তৃক পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাভব ; ৪। পেসবার বশ্যতা স্বীকার এবং মহারষ্ট্রীয় প্রধান সামন্তত্রযেব,ইংবেজ কর্তৃক পবাজয় প্রভৃতিই মহারাষ্ট্রীয় বলেব অধঃপতনেব মূল কারণ।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মোগল রাজত্ব কালে ভারতের সাধারণ অবস্থা।

যদিও, মোগল শাসন প্রণালী অনেকাংশেই যথেচ্ছাচাব, তথাপি, বাজত্বেব প্রথম ভাগে, অর্থাৎ বাবব হইতে শাহজাঁহাব বাজত্ব পর্য্যন্ত, প্রজাবা সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কবিত। ভূমিতে প্রচুব শস্য জন্মিত। বাজস্ব অক্লেশে আদায হইত। নিত্য নূতন কব গ্রহণেব ব্যবস্থায, প্রজাবা উৎপীড়িত হইত না। এ সমযেব সম্রাটগণ প্রজাবঞ্জন, সদাশয ও শিষ্টাচাবী ছিলেন। তাঁহাবা পাবদর্শীতানুসাবে সমস্ত ব্যক্তিকেই, জাতি বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, বাজ্যেব প্রধান প্রধান কার্য্যে নিয়োগ কবিতেন। সম্রাট আকবব, এই সমদর্শীতাব পবাকাষ্ঠা প্রদর্শন কবেন। জাহাঁগীব নিজে মদ্যপাযী হইযাও, বাণিজ্যেব ক্ষতি স্বীকার পূর্ব্বক, সুবা ও তামাক ব্যবহাব বাজ্য হইতে উঠাইয়া দেন। শাহজাঁহা, অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ পুবঃসব, রাজ্যেব শোভা সম্বর্দ্ধনে বিস্তব অর্থ ব্যয় করিয়াও, নূতন কর স্থাপন দ্বাবা প্রজাপীড়ন করেন নাই। সাহজাঁহার

পরবর্ত্তী সম্রাটগণ হইতেই সমদর্শীতা, ন্যায়পরতা, প্রজাহিতৈ-ষণা প্রভৃতি সদ্গুণের বিলোপ হইতে থাকে। সেনাপতিদিগের জায়গীর প্রাপ্তির নিয়ম ছিল, এজন্য, রাজ্য মধ্যে প্রায়স প্রজাই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিত। কিন্তু জায়গীরদারদিগের অত্যাচারে, সময় সময় প্রজাদিগের সমধিক কষ্ট পাইতে হইত; এমন কি, জায়গীরদারের ভয়ে শিল্পীরা মনোহর বস্ত্র প্রস্তুত ও বণিকেরা ভাল দ্রব্যের আমদানী করিতে কুণ্ঠিত হইত। সম্রাট আকবর, জায়গীরের নিয়ম নিতান্ত দৌরাত্ম্যজনক দেখিয়া উহা উঠাইয়া দেন এবং তৎপরিবর্ত্তে রাজকোষ হইতে, সৈন্যদিগের বেতন দেওয়ার নিয়ম করেন। প্রত্যেক অশ্বারোহীর পঁচিশ টাকা ও পদাতিদিগের শ্রেণী অনুসারে, দশ পনর ও বিশ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত হইত। এই সময়ে, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিরা, দেশীয় সৈন্যদিগকে, ইউ-রোপীয় প্রণালীতে কামান চালান শিক্ষা দিবার জন্য, মাসিক দুই শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইত। যদিও বাবরের সময় হইতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোপ ব্যবহার প্রচলিত হয়, কিন্তু প্রাচীন কবি চাঁদবর্দ্দের গ্রন্থে, অনল গোলা, এবং বেদব্যাসের মহাভারতে ও আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণে "অগ্নিবান" প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইহাতে বোধ হয়, পুরাকাল হইতেই, ভারতে, বারুদ ঘটিত অগ্ন্যস্ত্রের ব্যবহার ছিল।

বাণিজ্য।—মোগল রাজত্বকালে, ভারতের বহির্ব্বা-ণিজ্য, আরব, পারস্য, তাতার, সিংহল, ইংলণ্ড, ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ে, পর্ত্তুগীজ, ওল-ন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকেরা, বাণি-

জ্যার্থে ক্রমে এদেশে আগমন করে। পণ্য দ্রব্যের মধ্যে জড়াও কাপড় ঢাকাই মসলিন, রেসম, চাউল, চিনি, মোম, সোরা, লাক্ষা, আফিঙ্গ, হস্তীদন্ত, মুক্তা, হীরক, সোণা রূপার অলঙ্কার, ও মসলা প্রভৃতি এদেশ হইতে রপ্তানি, এবং সীসক, লৌহ, অশ্ব, আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্‌, কড়ি ও কাচের বাসন প্রভৃতি এদেশে আমদানী হইত। স্বয়ং সম্রাটের ও অধীনস্থ সুবাদার-দিগের বাণিজ্য করিবার নিয়ম ছিল না।

সন।—বাঙ্গলা, ফসলী ও বিলায়তী নামে, এদেশে যে কয়েকটী অব্দ প্রচলিত আছে, মোগল শাসন কালে তাহার উৎপত্তি হয়। সম্রাট আকবর সৌর মানের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এ নিমিত্ত, যে বৎসর তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, সেই বৎসর হইতেই, হিজিরা শকের, চান্দ্র মাসের পরিবর্ত্তে সৌরমাস অনুসারে, গণনার নিয়ম করেন। পরে সম্রাট শাহ জাঁহা, যদিও সৌর গণনা রহিত করিয়া সরকারী কাগজ পত্রে পুনঃ চান্দ্র গণনা প্রবর্ত্তিত করেন, তথাপি, আকবরের অব্দ, স্থানে স্থানে এরূপ প্রচলিত হইয়াছিল যে, ইহাই বাঙ্গলা, ফসলী ও বিলায়তী সন নামে অদ্যাপি চলিতেছে। বৈশাখ মাস হইতে বাঙ্গলা সালের ও পরবর্ত্তী ভাদ্র মাস হইতে ফসলী ও বিলায়তী সনের আরম্ভ হয়।

গ্রন্থকার।—যদিও, মোগল সম্রাটগণ, প্রজাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে বিশেষ যত্নবান ছিলেন না, তত্রাচ দেশীয়দিগের মধ্যে বিদ্যা চর্চ্চার নিতান্ত অভাব ছিল না। এই সময়ে কীর্ত্তি-বাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র রায়, প্রভৃতি কবিগণ ও অঙ্কবিৎ শুভঙ্কর দাস জন্ম পরিগ্রহ করিয়া

দেশ অলঙ্কৃত করেন। কীর্ত্তিবাস ও কাশীরামদাস কথকদিগের মুখে, মূল সংস্কৃত গ্রন্থের প্রসঙ্গ শুনিয়া, বাঙ্গলা ভাষায় বিবিধ ছন্দ বন্দে, রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করেন।

কীর্ত্তিবাস।—জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইনি বঙ্গদেশীয় কবিদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে প্রাদুর্ভূত হন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে কীর্ত্তিবাসের জন্ম হয়। ইনি আদি কবি বাল্মীকি প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

কাশীরাম দাস।—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত, কাটোয়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণাংশে, সিঙ্গিগ্রামে, কমলাকান্ত দেবের ঔরসে, কাশীরাম দাসের জন্ম হয়। ইনি দেব উপাধিধারী কায়স্থ। কাশীরাম দাস, কবিকুলতিলক বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতের স্থূল প্রসঙ্গ, বাঙ্গলায় প্রকাশ করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন।

কবিকঙ্কণ।—সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। ইনি চণ্ডিকাব্য রচনা করেন।

রামপ্রসাদ।—১৭১২ খৃষ্টাব্দে, হালি সহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে রাম রাম সেনের ঔরসে, রামপ্রসাদের জন্ম হয়। ইনি সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং কালী সংকীর্ত্তন ও বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। রামপ্রসাদ একজন শক্তি সাধক কবি ছিলেন। ইনি সুমধুর রামপ্রসাদী সুরে, শক্তি বিষয়িনী অনেক ভক্তি

রসাত্মক গীতি রচনা করেন। এই সমস্ত গুণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাকে একশত বিঘা ব্রহ্মোত্তর ও "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করেন। ১৭৬২ অব্দে, কবিরঞ্জনের মৃত্যু হয়।

ভারতচন্দ্র রায়।—১৬৯১ খৃষ্টাব্দে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী পাণ্ডুয়া গ্রামে, ব্রাহ্মণকুলে ভারতচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় এক জন প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী। ইনি পারসী, সংস্কৃত ও উর্দ্দু ভাষায় বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন। ভারত, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, চোর পঞ্চাশৎ ও রসমঞ্জরী প্রভৃতি সুললিত ছন্দ বন্দ যুক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ইনি, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা পণ্ডিত ছিলেন। রাজা ইঁহাকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোক প্রাপ্ত হন।

শুভঙ্কর।—যখন বাঙ্গালা দেশ যবন কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়, অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রসিদ্ধ অঙ্কবিৎ শুভঙ্কর দাস, বঙ্গদেশে, কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাঙ্গলা অঙ্কশাস্ত্রর সুন্দর সুন্দর নিয়ম, আর্য্যা বদ্ধ করিয়া, শিক্ষার্থীগণের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত, এই সময়ে কতিপয় মুসলমান গ্রন্থকারের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়।

ফিরিস্তা।—১৫৮৯ হইতে ১৬১২ পর্য্যন্ত, বিজয়পুর-রাজ, দ্বিতীয় আদীল সাহেব সভায়, সুবিখ্যাত ইতিহাস-বেত্তা ফিরিস্তা প্রাদুর্ভূত ছিলেন। ইঁহার প্রণীত তারিখ ফিরিস্তা সমধিক প্রসিদ্ধ। তারিখ ফিরিস্তার ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৫ পর্য্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হই-

য়াছে। এই গ্রন্থই ভারতীয় মুসলমান রাজত্ব বিষয়ক ইতিহাসের মূল।

আবুল ফাজল।—ইনি আকবর শাহের প্রধান মন্ত্রী। আবুল ফাজল প্রণীত আকবর নামা ইতিহাস গ্রন্থ, বিশেষ বিখ্যাত। আইন আকবরী এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড। সম্রাট আকবরের রাজত্বের সমস্ত বিবরণ, আইন আকবরীতে বর্ণিত হইয়াছে।

ফাইজী।—ইনি আবুলফাজলের ভ্রাতা। ফাইজী, সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। ইনি মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ, সংস্কৃত হইতে পারসীতে অনুবাদ করেন।

ইংরেজ রাজত্ব।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভারতে আদিম ইউরোপীয় উপনিবেশ।

ভারতবর্ষের ভূমি নিতান্ত উর্ব্বরা এবং বিবিধ রত্নাদির আকর। এজন্য স্বর্ণভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র ইহার প্রবাদ আছে। পুরাকাল হইতেই, ভারতের অপার ঐশ্বর্য্য-কাহিনী বিদেশ-বিশ্রুত ছিল। খৃষ্টের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে, মাসিডোনিয়ার সুপ্রসিদ্ধ বীরবর আলেকজন্দারের ভারত আক্রমণের পর হইতেই, গ্রীকেরা ভারতের সুখ সমৃদ্ধির কথা, ইউরোপে প্রচার করে। পরে মিগাস্থিনিস প্রণীত গ্রন্থে, ভারতের বিপুল ঐশ্বর্য্যের

বর্ণনা দেখিয়া, ইউরোপীয়েরা, এদেশে আসিয়া বাণিজ্য করিতে একান্ত ইচ্ছুক হন। অতঃপর মধ্যকালে, আরব, ও ভূমধ্যসাগর-তীরবর্ত্তী বিনিস ও জেনোয়া প্রভৃতি দেশবাসী কতিপয় বণিকেরা, ভারতবর্ষ হইতে, বিচিত্র কারুকার্য্য-সমন্বিত বস্ত্রাদি, রেসম, সুবর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত বিবিধ অলঙ্কারাদি, হীরক ও হস্তীদন্ত প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য লইয়া, পারস্য দেশ বা লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া, আলেকজেন্দ্রিয়া, কনষ্টাণ্টিনোপল প্রভৃতি স্থানে, বহুমূল্যে বিক্রয় করত বিস্তর লাভ করিত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহাদের প্রচুর লাভ দর্শনে লালায়িত হইয়া, ইউরোপীয় অন্যান্য জাতিরা ভারতের সহিত সাক্ষাত সম্বন্ধে বাণিজ্য করিতে যত্নবান হন। এই সময় হইতে ক্রমে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী এবং ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিরা, বাণিজ্যার্থে, ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। তন্মধ্যে পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজেরা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই শেষোক্ত জাতি, বণিক বেশে এদেশে আগমন করত পরিশেষে সর্ব্বেসর্ব্বাকর্ত্তা হইয়া অদ্যাপি ভারতে আধিপত্য করিতেছেন।

পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সমুদ্র-পথ আবিষ্কার ১৪৯৮।—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, অর্থাৎ ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে, দিল্লীর সম্রাট সেকেন্দর লোদীর শাসন কালে, ভাস্কডিগামা নামে জনৈক সুবিখ্যাত পর্ত্তুগীজ নাবিক, আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তস্থ উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া, ভারতে আসিবার সমুদ্র-পথ আবিষ্কার করেন। এই হইতেই, ইউরোপ ও ভারতের

মধ্যে, সমস্ত বাণিজ্য পর্ত্তুগীজদিগের হস্তগত হয়। ভাস্ক-ডিগামা প্রথমে কালিকটে উত্তীর্ণ হইয়া, তত্রত্য হিন্দুরাজা জামোরিন কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হন (১৪৯৯)। পরে ইনি সমীপবর্ত্তী রাজাগণের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন পূর্ব্বক তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। ক্রমে পর্ত্তুগীজদিগের ভারত উপ-নিবেশ বৃদ্ধি হইলে, পর্ত্তুগাল অধিপতি এই সমস্ত শাসনার্থ, ফ্রান্সিস্কো-ডি-আলমিডাকে প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ করেন, (১৫০৫। ইহার পর ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় প্রতিনিধি আলবু-কার্ক্ ভারতে উপনীত হন। ১৫১০ অব্দে ইনি ক্রমে গোয়া, দামান, ডিউ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান অধিকার ভুক্ত করিয়া, পশ্চিম উপকূলে, পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ গুলি বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলেন। কিন্তু আলবুকার্ক্ এতদূর করিয়াও বৃদ্ধ বয়সে অকৃতজ্ঞ পর্ত্তুগালরাজ কর্ত্তৃক কর্ম্মচ্যুত হন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে, ইংরেজদিগের সহিত ইহাদের, তাপ্তীনদীর মোহানার অনতি-দূরে, সোয়ালীর প্রসিদ্ধ সমুদ্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহাতে কাপ্তেন বেষ্টের অধীনে, ইংরেজেরা পর্ত্তুগীজদিগকে পরাভব করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, যখন পর্ত্তুগীজদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, তখন মালবার উপকূলে, গোয়া ও দামান; বাঙ্গলায়, হুগলী ও চট্টগ্রাম; গুজরাটে, ডিউ এবং ভারতসাগরে সিংহল, মলক্কা প্রভৃতি স্থান পর্ত্তুগীজদিগের প্রধান উপনিবেশ ছিল।

ওলন্দাজদিগের ভারতবর্ষে আগমন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, ওলন্দাজেরা (হলণ্ডবাসী) কর্ণেলিয়াস্ হাউট্‌মানের অধীনে, উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন পূর্ব্বক ভারতে

উপনীত হন, এবং পর্ত্তুগীজদিগের এক চেটিয়া ভারত বাণিজ্যের কিযদংশ হস্তগত করিতে প্রয়াস পান। পরবর্ত্তী ৫০ বৎসব কাল মধ্যে ইহাবা, পর্ত্তুগীজদিগকে ক্রমে অনেক স্থান হইতে অপসাবিত করিয়া ভারতেব উপকূল ভাগে প্রাধান্য লাভ করেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ ইষ্টইণ্ডিযা কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬১৯ অব্দে, ইহাবা ভারত সাগরীয় যাবা দ্বীপে বটেবিয়া নগবেব সূত্রপাত কবে। ১৬২৩ অব্দে, ওলন্দাজেরা আম্বয়না দ্বীপে ইংবেজদিগকে নৃশংস রূপে হত্যা কবে। ১৬৫২ অব্দে ইহারা মাদ্রাজ উপকূলস্থ পালাকোলায় প্রথম কুঠী নির্ম্মাণ কবে। ওলন্দাজ দিগেব উপনিবেশ মধ্যে চুঁচড়াই সর্ব্বপ্রধান। ইহা বহুকাল তাহাদেব হস্তে থাকে; পরে ১৮২৪ অব্দে ইংবেজেবা উহা গ্রহণ কবেন।

দিনেমারদিগের ভারতে আগমন। ওলন্দাজ দিগের অব্যবহিত পবেই দিনেমাবেবা (ডেন্মার্কবাসী) বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে আগমন কবেন। ক্রমে ১৬১২ ও ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে দুইটী দিনেমাব ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী সংস্থাপিত হয। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে দিনেমারেরা, শ্রীরামপুরে ইহাদেব প্রধান উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৪৫ অব্দে ইংবেজেবা, তাহাদেব নিকট হইতে শ্রীরামপুব ক্রয় কবিয়া লন।

ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে আগমন। প্রথমে ইংরেজদিগেব, উত্তব মহাসাগর ঘুরিয়া অতি সঙ্কট পথে, ভারতে আসিবার চেষ্টায, বিস্তব ধনক্ষয় ও অনেকেব প্রাণ নষ্ট হইত। ১৫৭৯খৃষ্টাব্দে, অক্স্‌ফোর্ড্ কলেজেব ষ্টিভেন্‌স্ নামক জনৈক ছাত্র সমুদ্র পথে ভারতে উত্তীর্ণ হন। ইহার পর, ১৫৮৩ অব্দে, ইংল-

শুেশ্বরী এলিজাবেথের পত্র লইয়া, নিউবেরি এবং ফিস্ নামে, দুই ব্যক্তি, সিরিয়ার মধ্য দিয়া, স্থলপথে, ভারতে আগমন পূর্ব্বক, সম্রাট আকবরের দরবারে উপনীত হন। ফিসের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, ভারতের সমৃদ্ধির অবস্থা বিশেষ রূপে বর্ণীত হয়। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে, ইংরেজেরা, লাঙ্কাষ্টার নামক জনৈক কাপ্তেনের তত্ত্বাবধানে, প্রথমে উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া, অপেক্ষা-কৃত সোজা পথে, ভারতবর্ষে আসিবার নিমিত্ত যাত্রা করেন; কিন্তু ইহারা আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হন না। পরে পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজদিগের বাণিজ্য সৌভাগ্য দর্শনে, লণ্ডনের কতিপয় বণিক, ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের সমীপে, ভারতে বাণিজ্য করণেচ্ছু প্রার্থী হইয়া, সনন্দ লাভ করেন (১৫৯৯। ৩১ ডিসেম্বর)। এ সময়ে সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। সনন্দ প্রাপ্ত বণিক সম্প্রদায় লণ্ডন ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে অভিহিত। ইহাদের তত্ত্বাবধারণের জন্য ইংলণ্ডে, ডিরে-কৃটর্ নামে সভা সংস্থাপিত হয়। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিক দল, কাপ্তেন লাঙ্কাষ্টারকে অধিনায়ক করিয়া, বাণিজ্যার্থে নির্ব্বিঘ্নে ভারতে উপনীত হন, এবং প্রথমে ভারতসাগরীয় যাবা ও সুমাত্রা দ্বীপে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। দ্বীপ-সমূহে ওলন্দাজদিগের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে আসিয়া বাণিজ্য করিতে বাধ্য হন, এবং মছলীপত্তনে কুঠী নির্ম্মাণ করেন (১৬১০)।

ভারতে ইংরেজ উপনিবেশ।—১৬২৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাঁহাগীর, ইংরেজ কোম্পানিকে চারিটী কুঠীনির্ম্মাণের অনু-মতি করেন। তদনুসারে সুরাট, কালিকট প্রভৃতি স্থানে ইংরেজ

দিগের কয়েকটী কুঠী নির্ম্মিত হয়। ১৬১৫ অব্দে স্যর তমাস রো, ইংলণ্ড হইতে দূত স্বরূপে সম্রাট জাঁহাগীরের সভায় উপস্থিত হন এবং তদনুগ্রহে, ইংরেজ কোম্পানীর ভারত বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা করিয়া যান। ক্রমে ইংরেজেরা যে সমস্ত কুঠী ও উপনিবেশ সংস্থাপন করেন তাহার বিবরণ যথা—

পূর্ব্বোপকূলে।—চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে চিনিপত্তন, নামে ক্ষুদ্র পল্লী দান প্রাপ্ত হইয়া, ইংরেজ কোম্পানী, তথায় মছলী পত্তনের কুঠী উঠাইয়া লন, (১৬৩৮)। প্রথম চার্ল্‌সের অনুমতিক্রমে, তথায় ফোর্টসেণ্ট্‌ জর্জ্‌ নামে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয় (১৬৩৯)। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে এই চিনি-পত্তনই মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি নগরে পরিণত হয়।

পশ্চিম উপকূলে।—এখানে সুরাটই, ইহাদের প্রধান কুঠী ছিল। পরে ইংলণ্ডের অধিপতি দ্বিতীয় চার্ল্‌স্‌, পর্ত্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথারিণার পাণিগ্রহণ করিয়া, যৌতুক স্বরূপ, বোম্বাই নগর প্রাপ্ত হন, এবং ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক শত মুদ্রা পাইবার নিয়মে, ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করেন। তদবধি মলবার উপকূলে, পশ্চিম প্রেসিডেন্সি-নগর সুরাট হইতে বোম্বাইয়ে স্থানান্তরিত হয়।

বাঙ্গলায়।—১৬২৪ খৃষ্টাব্দে, ইংরেজেরা মোগলদিগের নিকট হইতে, উড়িষ্যান্তর্গত পিপলীতে কুঠী নির্ম্মাণের অনু-মতি প্রাপ্ত হন। ১৬৩৮ অব্দে বাউটন নামক জনৈক ইংরেজ চিকিৎসক, শাহজাঁহা বাদসাহের কন্যার পীড়া আরোগ্য করিয়া, কোম্পানীর জন্য বাঙ্গালায় বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৬৪০ অব্দে, হুগলী, কাসীমবাজার,

পাটনা প্রভৃতি স্থানে ও ১৬৪২ অব্দে বালেশ্বরে ইংরেজ কোম্পানীর এক একটী কুঠী নির্ম্মিত হয়। ১৬৭৭ অব্দে, সম্রাট আঁওরঙ্গজেব যে অতিরিক্ত শুল্ক নির্দ্ধারিত করেন ইংরেজেরা তাহা দিতে অস্বীকৃত হন। এজন্য ১৬৮৬ অব্দে, নবাব সায়স্তা খাঁ কর্ত্তৃক বাঙ্গলার যাবতীয় কুঠী হইতে তাড়িত হইয়া, হুগলীর বণিকেরা, যব্‌ চার্ণকের অধীনে সুতানটীতে প্রস্থান করত ফোর্ট্‌ উইলিয়ম্‌ দুর্গ পত্তনের উদ্যোগ করে (১৬৮৬)। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে, ইংরেজ কোম্পানী সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র বাঙ্গলার নবাব আজিমউসানের নিকট হইতে, সুতানটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয় করিয়া, তদানীন্তন ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় উইলিয়মের সম্মানার্থে, কলিকাতা নগরীতে ফোর্ট্‌ উইলিয়ম্‌ দুর্গ নির্ম্মাণ করে (১৬৯৮)। অতঃপর বাঙ্গলার নবাব মুরসিদ-কুলি খাঁর সময়ে, ১৭১৬ অব্দে, ডাক্তার হামিল্‌টন্‌, সম্রাট ফেরোক্‌ সিয়ারের পীড়া আরোগ্য করায়, সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রার্থনানুযায়ী সনন্দ দেন। ইহাতে স্থির হয় যে, ইংরেজ কোম্পানী বিনা শুল্কে বাঙ্গলায় বাণিজ্য ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ৩৮ টী মৌজা ক্রয় করিতে পারিবেন; মুরসিদাবাদের টাকশালে সপ্তাহে তিন দিন তাঁহাদের জন্য টাকা প্রস্তুত হইবে এবং ইংরেজ খাতক আসামীকে, নবাবের লোকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিবে।

এইরূপে বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় ইংরেজ কোম্পা-নীর, ৩টী প্রেসিডেন্সি সংস্থাপিত হইল। এক এক জন কর্ম্ম কর্ত্তা বা প্রেসিডেণ্টের অধীন ছিল বলিয়া, ইহা প্রেসিডেন্সি নামে অভিহিত হয়।

লণ্ডন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় শত বৎসর পর, ১৬৯৮ অব্দে, তৃতীয় উইলিয়মের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া, আর একদল ইংরেজ বণিক বাণিজ্যার্থে, ভারতে আগমন করে। উভয় কোম্পানী, কিছুকাল কলহের পর, ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত হয় এবং সম্মিলিত কোম্পানী নামে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে থাকে।

ফরাসীদিগের ভারতবর্ষে আগমন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ফরাসীরাও, অন্যান্য জাতির ন্যায়, বাণিজ্যার্থে, এদেশে আইসে। ১৬০৪ অব্দে, ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারা সুরাট নগরে প্রথমে কুঠী নির্ম্মাণ করে। প্রথম ফরাসী গবর্ণর মার্টিন, ১৬৭৪ অব্দে বিজয় পুর রাজার নিকট হইতে, পূর্ব্বোপকূলস্থ পঁদিচেরি নগর খরিদ করিয়া, দুর্গাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, ইহাকে ক্রমে সমৃদ্ধি সম্পন্ন করিয়া তুলেন। পরে ইনি ১৬৮৮ অব্দে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে, ফরাসডাঙ্গা প্রাপ্ত হইয়া, তথায় একটী কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ১৭৩১ অব্দে ডুপ্লে, ফরাসডাঙ্গার গবর্ণর হইয়া আইসেন। ১০ বৎসর কাল এই পদে থাকিয়া, ডুপ্লে, পঁদিচেরীর গবর্ণর ও ফরাসীদিগের ভারতীয় উপনিবেশ সমূহের গবর্ণরজেনেরল রূপে নিযুক্ত হন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

কর্ণাটদেশীয় যুদ্ধ।

(১৭৪৪-১৭৬১)

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬১ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে তিনবার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধত্রয় কার্ণাটিক যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ।

প্রথম কার্ণাটিক যুদ্ধ, ১৭৪৪-১৭৪৮।—১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে, ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে তুমুলযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায়, ভারতেও উভয় জাতি মধ্যে বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সময়ে মান্দ্রাজে ইংরেজেরা ও পঁদিচেরিতে ফরাসীরা প্রবল ছিল। সুতরাং এই উভয় স্থলেই প্রথমে, সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে।

পঁদিচেরি-গবর্ণর ডুপ্লের, ইংরেজদিগকে ভারত হইতে নিষ্কাসিত করিয়া, ভারতে ফরাসীরাজ্য স্থাপনের, বলবতী ইচ্ছা ছিল। এক্ষণ, স্বদেশীয় বিবাদ বার্ত্তা শ্রবণে সত্বর হইয়া ফরাসী-সেনানী লাবোর্দ্দনকে, সন্নিহিত মান্দ্রাজ অধিকারার্থে প্রেরণ করেন। লাবোর্দ্দন * মান্দ্রাজ জয় করিয়া, পরিশেষে

---

* লাবোর্দ্দন —ইনি প্রথমে, ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, মাহী অধিকারকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৭৩৪ অব্দে, লাবোর্দ্দন মোরবোর গবর্ণর হন। এক্ষণ ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে, ডুপ্লের সাহায্যার্থে, পঁদিচেরিতে প্রেরিত হইয়া, মান্দ্রাজ অধিকার পূর্ব্বক,

ইংরেজদিগের প্রতি উদার ব্যবহার করেন (১৭৪৬)। কিন্তু ডুপ্লে ইহাতে বিরক্ত হইয়া ইংরেজদিগের মান্দ্রাজের ধনাগার লুণ্ঠন ও অদূরবর্ত্তী ফোর্ট্ সেণ্ট্ ডেবিড্ দুর্গ আক্রমণ করিয়া বসেন। এদিকে, আর্কাড়ুর নবাব আনোয়ারুদ্দিন, ফরাসী দিগকে, মান্দ্রাজ হইতে তাড়াইবার নিমিত্ত, তাঁহার পুত্রকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন, কিন্তু ফরাসী জেনেরল পারাদিস তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করেন। ১৭৪৮ অব্দে, ইংরেজ দিগের এক খান রণতরি উপস্থিত হওয়ায়, তদধ্যক্ষ বস্কোয়েন্, পঁদিচেরি আক্রমণ করিতে যান। এদিকে ইউরোপে, এলাসা-পেলে সন্ধি হওয়ায়, উভয় পক্ষে মিল হয়। সুতরাং ভারতের গোলযোগও মিটিয়া যায় (১৭৪৮)।

দ্বিতীয় কার্ণাটিক যুদ্ধ, ১৭৪৯-১৭৫২।—যখন ইংরেজ ও ফরাসীরা, পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন নিজাম উল্ মুল্ক্, হায়দরাবাদের সুবাদার ও আনোয়ারুদ্দিন্ আর্কাড়ুর নবাব ছিলেন। আনোয়ারুদ্দিন, প্রথমে, পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব দোস্ত-আলীর অভিভাবক ছিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে ইনি নিজামের সাহায্যে, আর্কাড়ুর-নবাবী পদে অভিষিক্ত হন। নিজাম উল্ মুল্ কের মৃত্যু হইলে, তদীয় দ্বিতীয় পুত্র নাজির জঙ্গ্ দক্ষিণাপথের সুবাদারী পান। নিজামের প্রিয় দৌহিত্র মুজাফরজঙ্গ্ ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া, নাজিরের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন। এদিকে, আনোয়ারুদ্দিন আর্কাড়ুর নবাব হওয়ায়

পুনরায় উহা ইংরেজদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে ইচ্ছুক হন। ইহা ডুপ্লের অপ্রীতিকর হওয়ায়, লাবোর্দ্দিন অপমানের সহিত স্বস্থানে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হন।

দোস্তআলীর জামতা ভাবী উত্তরাধিকারী চাঁদ সাহেব তাহার বিপক্ষ হইয়া উঠেন। চাঁদ সাহেব একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। ইনি ১৭৩৬ অব্দে, ত্রিচিনাপল্লীর নিঃসহায়া বিধবা রাণীর নিকট হইতে, বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা ঐ স্থান অধিকার করেন। পরে চাঁদ, তাঞ্জোরের মারহাট্টা রাজার অধিকৃত কারিকোল জয় করিয়া, ফরাসীদিগকে অর্পণ পূর্ব্বক, সৌহার্দ্দ সম্বর্দ্ধন করেন। এজন্য মারহাট্টারা রাগান্বিত হইয়া, চাঁদের আবাস ত্রিচিনাপল্লী অবরোধ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধৃত করিয়া সেতারায় বন্দী করিয়া রাখেন, (১৭৪১)। এক্ষণ মুজাফর জঙ্গ, সেতারায় গিয়া, চাঁদের সহিত একযোগে, পঁদিচেরির পরাক্রান্ত ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ ডুপ্লে, দেশীয় রাজগণের পরস্পর বিরোধে যোগদানই ভারতে প্রাধান্য লাভের সদুপায় মনে করিয়া, তৎক্ষণাৎ সাহায্যদানে স্বীকৃত হন; এবং চাঁদকে অর্থ দ্বারা কারামুক্ত করিয়া, বিখ্যাত ফরাসী সেনাপতি বুসীকে সসৈন্যে আনোয়ারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

আর্কাডুর নিকটবর্ত্তী আম্বুর নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে আনোয়ারুদ্দিন পরাস্ত ও নিহত হন (১৭৪৯)। এই যুদ্ধের পর, মুজাফর জঙ্গ কিয়ৎকালের জন্য আপনাকে দক্ষিণাপথের সুবাদার বলিয়া ঘোষণা করত, চাঁদ সাহেবকে কর্ণাটের নবাবী পদ প্রদান করেন। আনোয়ারের পুত্র মহম্মদ আলী, আত্মরক্ষার্থ ত্রিচিনাপল্লী যাত্রা করেন, এবং ইংরেজদিগের শরণাপন্ন হন। এতন্নিবন্ধন, দক্ষিণাপথে একপক্ষে মুজাফর জঙ্গ, চাঁদ সাহেব ও ফরাসী এবং অপর পক্ষে নাজির জঙ্গ, মহম্মদ

আলী ও ইংরেজদিগের মধ্যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। নাজির জঙ্গ্ ভাগিনার বিপক্ষতাচরণে রুষ্ট হইয়া, সসৈন্যে কর্ণাটে উপস্থিত হইলেন। ডুপ্লেও চাঁদের সাহায্যার্থে কতক গুলি সৈন্য প্রেরণ করিলেন; যুদ্ধের প্রাক্কালে ফরাসী সৈনিক-বিদ্রোহ গোলযোগে মুজাফর জঙ্গ্ বন্দি ও চাঁদ সাহেব পলায়িত হন। ইহাতেও নাজির নির্ব্বিঘ্নে সুবাদারী করিতে পারিলেন না। যেহেতু সেনাপতি বুসী, তদধিকৃত জিঞ্জির দৃঢ়তম দুর্গ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অধিকার করেন; এবং নাজির সসৈন্যে তদ্বিরুদ্ধে যাত্রাকালীন, ডুপ্লের চক্রে, কড়াপার নবাব কর্ত্তৃক অবিলম্বেই নিহত হন (১৭৫০)। অতঃপর মুজাফর জঙ্গ্, কারামুক্ত হইয়া, সুবাদারী পদে অভিষেকার্থ হায়দারাবাদে যাত্রা করেন, এবং পথিমধ্যে কর্ণোলের নবাব কর্ত্তৃক প্রাণে বিনষ্ট হন (১৭৫১)। সেনাপতি বুসী অনন্যোপায় হইয়া, নিজামের অন্যতম পুত্র সলাবৎ জঙ্গ্‌কে, দক্ষিণাপথের সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্বয়ং তদীয় রাজধানীতে বাস করিতে থাকেন (১৭৫১)। এদিকে চাঁদ সাহেবও পুনরায় আর্কাড়ুর নবাবী পদ প্রাপ্ত হন (১৭৫১)। এই রূপে এতদ্দেশীয় প্রধান দুইটী অধিরাজকে হস্তগত করিয়া ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে সমধিক প্রতাপান্বিত হন। তিনি আপনাকে কৃষ্ণানদী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করিয়া, সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়া উঠেন। ডুপ্লে, ভারতে চিরস্মরণীয় হইবার মানসে, যেস্থানে নাজির জঙ্গ্ পরাস্ত ও নিহত হন, তথায় একটী বিজয়স্তম্ভ স্থাপন এবং ডুপ্লেফতেয়াবাদ নাম দিয়া, একটি নগর নির্ম্মাণের আদেশ করেন।

ইংরেজেরা এযাবৎ নিশ্চেষ্টপ্রায় ছিলেন, কিন্তু এক্ষণ ফরাসী-দিগের এইরূপ প্রাধান্য দর্শনে, উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। পাছে ফরাসীরা তাঁহাদিগকে দক্ষিণাপথ হইতে বিদূরিত করে এই আশঙ্কায় তাঁহারা প্রকাশ্য রূপে, মহম্মদ আলীর সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়েই জনৈক সাহসী ও সুদক্ষ ইংরেজ যুবক, শুভক্ষণে বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে ফরাসীদিগের গৌরব চূর্ণ, ইংরেজ ভাগ্য উন্নয়ন, এবং ভারতে বৃটীশ সাম্রাজ্য সংস্থাপনের মূল পত্তন করেন। এই সাহসী যুবকের নাম ক্লাইব।

রবার্ট ক্লাইব।—ইনি স্রপসায়রের একজন হীনাবস্থ লোকের সন্তান। খৃষ্টীয় ১৭২৫ অব্দে ইহার জন্ম হয়। ক্লাইব. বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়ায় অনাবিষ্ট, নিতান্ত দুর্ব্বিনীত ও অসম সাহসী ছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি কোম্পানীর কেরাণী হইয়া মান্দ্রাজে উপনীত হন। তাঁহার তেজীয়ান ও প্রচণ্ড স্বভাব, কেরাণীগিরির অনুপযুক্ত বিধায়, কয়েক বার কর্ম্মচ্যুতির উপক্রম হয়। ক্লাইব, দুইবার আত্মহত্যার জন্য পিস্তল ছোড়েন, কিন্তু গুলি ব্যর্থ হওয়ায় প্রাণ রক্ষা পায়। ইহাতে তাঁহার মনে ধারণা হয় যে, ভূমণ্ডলে কোন মহৎ কার্য্য সাধনার্থ ঈশ্বর তাঁহার জীবন রক্ষা করিলেন। অনন্তর, কার্ণাটিক যুদ্ধের সময়, তিনি কেরাণীগিরি পরিত্যাগ করিয়া ২১ বৎসর বয়সে, কোম্পানীর সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং পঁদিচেরির প্রথম অবরোধ ও দেবীকোটা অধিকার কালে, বিশিষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। পরে যখন, আর্কাডুর নবাব চাঁদ সাহেব, মহম্মদ-আলীর একমাত্র আশ্রয়স্থান ত্রিচিনাপল্লী অবরোধ করেন,

তখন ক্লাইব মান্দ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে, চাঁদের রাজধানী আর্কাড্ আক্রমণের পরামর্শ দেন। তজ্জন্য তাঁহারই অধিনায়কত্বে, ৫০০ শত সৈন্য আর্কাড্ আক্রমণার্থে প্রেরিত হয় (১৭৫২)। ক্লাইব গিয়া তন্নগর অধিকার করিলে, ত্রিচিনাপল্লী হইতে চাঁদ সাহেবের পুত্র রাজাসাহেব, ১০,০০০ সৈন্য সমেত আসিয়া, আর্কাড্ অবরোধ করেন। ক্লাইব উল্লিখিত অল্প সংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে, অসমসাহসে আত্মরক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। ৫০ দিন অবরোধের পর, শত্রুপক্ষীয়েরা আর্কাড্তে দন্তস্ফুট করিতে না পারিয়া, প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ত্রিচিনাপল্লী অবরোধেই সমস্ত বল প্রয়োগ করে। ক্লাইব, সত্বর পদে, লরেন্সের সহিত, ত্রিচিনাপল্লী উদ্ধারার্থ, উপস্থিত হইলে, ফরাসী সেনাপতি লা ও চাঁদ সাহেব উভয়ই, পরাজয় স্বীকার করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই, চাঁদ সাহেব নিহত এবং মহম্মদ আলী অবলীলাক্রমে কর্ণাটের নবাবী পদ প্রাপ্ত হন (১৭৫২)। ক্লাইব, পুনঃ পুনঃ জয়লাভে, প্রোৎসাহিত হইয়া, ডুপ্লেকৃত বিজয়স্তম্ভ ও ডুপ্লেফতেয়াবাদ নগর সমূলে বিনষ্ট করেন। এইরূপে দ্বিতীয় কার্ণাটিক যুদ্ধ শেষ হইয়া যায় (১৭৫২)। অতঃপর ক্লাইব অসুস্থতা প্রযুক্ত স্বদেশে গমন করেন। তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর, তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণর হইয়া পুনরায় ভারতে আইসেন (১৭৫৬)।

ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ, ডুপ্লেকে এই সমস্ত গোলযোগের মূল বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করেন, (১৭৫৪)। ইহার ১০ দশবৎসর পর, পারিস নগরে নিতান্ত দুরবস্থায়, ডুপ্লের মৃত্যু হয়।

তৃতীয় কার্ণাটিক যুদ্ধ, ১৭৫৬-১৭৬৩।—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে, ইউরোপে, ইংরেজ ও ফরাসীদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায়, ভারতেও পুনরায় উভয় পক্ষে বিবাদারম্ভ হয়। ফ্রান্স হইতে, যুদ্ধবীর লালী ফরাসীদিগের অধিনায়ক রূপে ভারতে আগমন করেন। ইহার অপরিণামদর্শিতাই, দক্ষিণাপথে ফরাসী প্রাধান্য বিলোপের মূলকারণ। লালী, পঁদিচেরিতে উপস্থিত হইয়াই, সুবাদার সলাবৎজঙ্গের সভাহইতে, বুসীকে আহ্বান করেন। এযাবৎ বুসী, নিজাম সলাবৎ জঙ্গের সভায়, সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা স্বরূপ অবস্থিতি করিয়া, ফরাসী ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিতেছিলেন। লালীর আহ্বানে, অগত্যা তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়, এবং তৎসঙ্গেসঙ্গেই ফরাসীদিগের দক্ষিণাপথের প্রাধান্য বিলয় পায়। কাউন্ট লালী প্রথমে, ফোর্ট্ সেণ্ট্ ডেবিড দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া পরে মান্দ্রাজ অবরোধ করেন (১৭৫৮)। তথায় ইংরেজ সেনানী সেণ্ট্ লরেন্স্, বহু কষ্টে অত্মরক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে কর্ণাল্ আয়ার্ কুটের অধীনে, ১৭৫৯ অব্দে, ইংলণ্ড হইতে কয়েক খান যুদ্ধ জাহাজ উপস্থিত হইলে, লালী ভঙ্গদিয়া প্রস্থান করেন। পরে লালী, বুসীকে সঙ্গে লইয়া, বন্দীবাস আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। বিখ্যাত স্যর্ আয়ার্ কুট্, ইংরেজ সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া, বন্দীবাস উদ্ধারার্থ যাত্রা করেন। বন্দীবাস যুদ্ধে ফরাসীরা সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত, বুসী বন্দীকৃত ও লালী পঁদিচেরিতে পলায়ন করেন (১৭৬০)। অনন্তর কুট্, পঁদিচেরিতে আগমন পূর্ব্বক তত্রত্য দুর্গভূমিসাৎ ও জিঞ্জির পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার করায়, লালী গত্যন্তর বিহীন হইয়া পরাজয় স্বীকার করেন (১৭৬১)। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট, লালীকে

ভারতে ফরাসী অধিকার ধ্বংসের মূল বিবেচনা করিয়া পারিস্ নগরে তাঁহার মস্তকচ্ছেদনের বিধান করেন। অতঃপর ১৭৬৩ অব্দে যে সন্ধি হয় তাহাতে, পঁদিচেরি প্রভৃতি স্থান ফরাসীরা ফিরিয়া পান। ১৭৬৯ অব্দে, ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, অন্তর্হিত এবং ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা চিরদিনের জন্য নির্ম্মূল হয়।

সিপাহী।—দক্ষিণাপথে কার্ণাটিকযুদ্ধের সময়েই, সিপাহী সৈন্যের উৎপত্তি হয়। রাজপুত, মুসলমান প্রভৃতি জাতিরা, ইংরেজ সেনাপতির নিকট, ইউরোপীয় মতে, যুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা করিয়া, ইংরেজ সৈন্য দলে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। ইহারাই সিপাহী সৈন্যনামে পরিচিত। ইহাদের অবিচলিত ও অসীমসাহসীকতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। যখন ইংরেজ সৈন্য, আর্কাডুতে অবরুদ্ধ হয়, তখন তণ্ডুলের অনটন হওয়ায়, সিপাহীরা কেবলমাত্র অন্ন মণ্ড ভক্ষণ করত সমুদায় অন্ন গোরা-দিগকে খাইতেদিয়া, প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গলা-বিজয় ও ভারতে ইংরেজাধিপত্যের সূত্রপাত।

সম্রাট আকবর, মোগল সাম্রাজ্য পঞ্চদশ সুবা'য় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে বাঙ্গলা সর্ব্ব প্রধান। দিল্লীর সম্রাট নির্ব্বা-

চিত, একজন সুবাদার (রাজপ্রতিনিধি) ইহার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইহারা নবাব নামে পরিচিত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে, ১৭০১ অব্দে মুরসীদ কুলিখাঁ বাঙ্গলার নবাব হন। ইনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। হাজি সুফিয়া নামে একজন পারস্য দেশীয় বণিক ইহাকে ক্রয় করিয়া, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। মুরসীদকুলিখাঁ নবাব হইয়া, ঢাকা হইতে রাজধানী, ভাগীরথী তীরে মুকসদাবাদে স্থানান্তরিত করত স্বীয় নামানুসারে ইহার নাম মুরসীদাবাদ রাখেন। ইহার সময়ে কলিকাতায় ইংরেজ, চন্দননগরে ফরাসী, ও চুঁচড়ায় ওলন্দাজ দিগের প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। ১৭২৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় জামাতা সুজাউদ্দিন, বাঙ্গলার নবাবী পদ প্রাপ্ত হন।

আলিবর্দ্দী খাঁ, ১৭৪০-১৭৫৬।—সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর, আলিবর্দ্দী তদীয় পুত্র সরফরাজ খাঁকে হত্যা করিয়া বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি সুনিয়মে বাঙ্গলা শাসন করিয়া সম্রাট মহম্মদ শাহের সময়ে, স্বাধীন হইয়া উঠেন। ইহার সময়ে, প্রসিদ্ধ বর্গীর হাঙ্গামায়, সমুদায় বাঙ্গলা ব্যতিব্যস্ত হয়। আলিবর্দ্দীর পুত্র সন্তান ছিলনা; কেবল মাত্র তিনটি কন্যা ছিল। জামাতৃত্রয়মধ্যে, জ্যেষ্ঠ নিবাইস্ মহম্মদকে ঢাকার, মধ্যম সৈয়দ আহম্মদকে উড়িষ্যার ও কনিষ্ঠ জৈনউদ্দিনকে, বেহারের শাসন ভার প্রদত্ত হয়। তিনি, কনিষ্ঠা কন্যার গর্ভজাত পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে দত্তক-পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। আলিবর্দ্দী, স্বাধিকারস্থ ইংরেজ বণিক দিগের নিকট নিয়মিত অর্থ লইয়া, উহাদিগের ধনপ্রাণ রক্ষা

ও বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করিতেন। সুতরাং ইঁহার সময়ে ইংরেজদিগের সহিত কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলোকান্তে, দুর্বৃত্ত, নৃশংস ও লম্পট সিরাজউদ্দৌলা, বাঙ্গলার সিংহাসনাধিরোহণ করেন।

সিরাজউদ্দৌলা, ১৭৫৬-১৭৫৭।—সিরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, সতীর সতীত্বরত্নাপহরণ, জলে জন-পূর্ণ পোত নিমজ্জন, গর্ভিনীর গর্ভ বিদারণ পূর্ব্বক সন্তান দর্শন, ধনবান প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, ও নিরপরাধ ভদ্র সন্তানকে অপমান প্রভৃতি, বিবিধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তিনি শীঘ্রই প্রজাদের অপ্রিয় ভাজন হইয়া উঠেন, এবং ইংরেজ বণিকদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়।

ইংরেজদিগের সহিত নবাবের বিবাদের কারণ।—নবাব ঢাকার শাসনকর্ত্তা রাজবল্লভের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করণের চেষ্টা করেন। ইহাতে তদীয় পুত্র কৃষ্ণদাস সঞ্চিত ধনরাশি লইয়া, সপরিবারে কলিকাতায় ইংরেজ কোম্পানীর আশ্রয় লন। নবাব কৃষ্ণদাসকে প্রত্যর্পণ করিতে বলেন, কিন্তু ইংরেজ গবর্ণর ড্রেক্ সাহেব, আশ্রিত নির্দ্দোষী কৃষ্ণদাসকে, দুর্বৃত্ত নবাবের হস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হন। ইংরেজেরা ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনায় নবাবের বিনানুমতিতে, কলিকাতার জীর্ণ দুর্গ সংস্কার করিতে আরম্ভ করেন। তজ্জন্য সিরাজউদ্দৌলা দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলার আদেশ করিলেও ইংরেজেরা হুকুম অমান্য করেন। এই উভয় কারণে, নবাব, সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, কাসীমবাজারস্থ কোম্পানীর কুঠী হস্তগত করিয়া, তত্রত্য ইংরেজদিগকে বন্দী

করেন। অতঃপর কলিকাতা উপনীত হইয়া, ইংরেজদিগকে আক্রমণ করেন। ইংরেজাধ্যক্ষ ড্রেক্ সাহেব, বালক বালিকা ও স্ত্রীগণ সহ, জাহাজারোহণে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। অবশিষ্ট ইংরেজরা হাল্‌ওয়েল্ সাহেবকে আপনাদের অধ্যক্ষ করিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক, আত্মরক্ষার্থে দুই দিবস পর্য্যন্ত অজস্র গোলা বর্ষণ করে। কিন্তু পরিশেষে নিরুপায় হইয়া, আত্মসমর্পণ করায়, ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীভাবে নবাব সমীপে আনীত হয়।

অন্ধকূপহত্যা, ১৭৫৬। ২৩এ জুন।—নবাব, হাল্‌ওয়েল্‌কে তৎসমক্ষে আনয়নের আদেশ করেন। পরে তাহাকে বিদ্রোহ ও ইংরেজ কুঠীর সম্পত্তি গোপন করণাপরাধে, অপরাধী স্থির করিয়াও তিনি "তোমাদের কোন অনিষ্ট হইবে না" বলিয়া, অভয় প্রদান করত স্বীয় শিবিরে প্রস্থান করেন। সেই রজনীতে, বন্দী রক্ষকেরা, ১৪৬ জন ইংরেজকে ১৮ বর্গ ফিট পরিমিত, ও একমাত্র গবাক্ষ বিশিষ্ট, অন্ধকূপ * নামক সঙ্কীর্ণ গৃহে, আবদ্ধ করিয়া রাখে।

প্রচণ্ড গ্রীষ্ম রজনীতে, দুর্ভাগ্য ইংরেজ বন্দীদিগকে, বাক্‌পথাতীত যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। পরদিন প্রত্যূষে, কারাগৃহের দ্বার মুক্ত হইলে, ১৪৬ জন ইংরেজের ২৩ জন মাত্র মুমূর্ষু অবস্থায়, শবরাশি মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ডে নবাবকে সম্পূর্ণ দোষী করা যায় না। বন্দী রক্ষকদিগের অনবধানতাই, এই হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ। নবাব

* এই জঘন্য কারাগার, ইংরেজেরা, এক এক জন মাত্র দুর্বৃত্ত সৈনিক পুরুষকে, আবদ্ধ রাখিয়া দণ্ড দিবার জন্য প্রস্তুত করেন।

কলিকাতা অধিকার পূর্ব্বক, সেনাপতি মানিকচাঁদের হস্তে কলিকাতা রক্ষার ভারার্পণ করিয়া যান। পরে তিনি ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক, চুঁচড়ার ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে, সাড়েতিন-লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লন। ইহার পর নবাব পূর্ণিয়ার শাসন কর্ত্তা, তদীয় ভ্রাতা সকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে গমন করেন এবং নবাবগঞ্জের যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করণান্তর মহা সমারোহে রাজধানী মুরসীদাবাদে প্রত্যাগত হন।

অন্ধকূপ হত্যার নিদারুণ সংবাদ মান্দ্রাজে পোঁছিলে, কর্ণেল ক্লাইব ও আড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন্, এই নৃশংস হত্যা কাণ্ডের প্রতিহিংসার্থে সসৈন্যে, জাহাজারোহণে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন। ভাগীরথীর মোহানায় অবতীর্ণ হইয়া ইঁহারা ক্রমে বজবজিয়া, কলিকাতা ও হুগলী অনায়াসে পুনরধিকার করিয়া লন। নবাব, সৈন্য সমেত তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে গমন করিয়া, হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় ভীত হইয়া ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইল যে, ইংরেজেরা এদেশে পূর্ব্বের মত বিনা করে বাণিজ্য করিতে এবং কলিকাতায় দুর্গ ও টাকশাল রাখিতে পারিবেন; আর যুদ্ধে তাঁহাদের যে ক্ষতি হইয়াছিল নবাব তাহার পূরণ করিয়া দিবেন, (১৭৫৭। ৯ই ফেব্রুয়ারি)।

ইহার কিয়ৎকাল পরে, ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে পুনঃ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই সংবাদে নবাবের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ক্লাইব ও ওয়াটসন্, ফরাসীদিগের অধিকৃত চন্দন নগর আক্রমণ পূর্ব্বক, অধিকার করিয়া লইলেন (১৭৫৭ মে০)।

পলাশীর যুদ্ধের কারণ।—নবাব সিরাজউদ্দৌলার অমানুষিক কুৎসিত অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, কোষাধ্যক্ষ রাজা রায়দুর্লভ ধনীশ্রেষ্ঠ জগৎ শেঠ, সেনাপতি মীরজাফর, পাটনার শাসনকর্ত্তা রামনারায়ণ, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়,* নাটোরের সুপ্রসিদ্ধ রাণী ভবানী † এবং রাজ্যের অন্যান্য প্রধান ব্যক্তি বর্গ, দুর্ব্বৃত্ত নবাবকে রাজ্যচ্যুত করার মানসে, গোপনে ইংরেজদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হন, (১৭৫৭)। এই ষড়যন্ত্রে স্থির হয় যে, মীরজাফর নবাব হইবেন, এবং ক্ষতিপূরণ ও পারিতোষিক স্বরূপ ইংরেজদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিবেন। মুরসীদাবাদের দরবারে, ধনী শ্রেষ্ঠ জগৎ শেঠের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। সিরাজ তাহাকে বণিক দিগের নিকট হইতে ৩ কোটী টাকা তুলিয়া দিতে আদেশ করেন। কিন্তু জগৎ শেঠ ইহা ঘোর অত্যাচার বিবেচনা

* সম্রাট জাহাঁগীরের শাসন কালে, বাঙ্গলার নবাব মানসিংহের যোগে ভবানন্দ রায় মজুমদার, নদীয়া জেলার অন্তর্গত বাগুয়ান পরগণার রাজাই প্রাপ্ত হন। এই রাজবংশীয় রাজা রঘুরামের ঔরসে, ১৭০৫ অব্দে, নবাব মুরশীদ কুলিখাঁর আমলে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জন্ম গ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ নবদ্বীপ ইহাঁর রাজধানী। ইনি দেশহিতৈষী, বিদ্বান, রসজ্ঞ ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ও রসরাজ গোপাল ভাঁড় ইহাঁর পারিষদ এবং কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ইহাঁর সভা-পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বাঙ্গলায় দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী পূজা প্রথম প্রচার করেন এবং কঙ্কণা নদী পরিবেষ্টিত শিব নিবাসী নগরী ইহাঁ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

† রাণীভবানী রাজা রামকান্ত রায়ের সহধর্ম্মিণী। ইনি দান ও ধর্ম্মশীলতার জন্য সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন

করিয়া, নবাবকে নিবৃত্ত হইতে বলেন। তজ্জন্য সিরাজ রুষ্ট হইয়া, জগৎ শেঠকে অপমান করেন। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে, উমীচাঁদ নামক এক ব্যক্তি, উল্লিখিত সন্ধিপত্রে তাঁহাকে ৩০ লক্ষ টাকা দিবার কথা, নির্দ্দেশ না থাকিলে তিনি নবাবের নিকট রহস্যোদ্ভেদ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। ইহাতে সুচতুর ক্লাইব প্রকৃত ও অপ্রকৃত শ্বেত ও লোহিত বর্ণের দুই খণ্ড প্রতিজ্ঞা পত্র প্রস্তুত করেন। ক্লাইব শঠতাপূর্ব্বক শ্বেত খণ্ডে উমীচাঁদের দাওয়ার উল্লেখ মাত্রও না করিয়া, লোহিত খণ্ডে সমস্ত দাবির বর্ণন করত, উমীচাঁদকে দেখান। সাধু ওয়াট্‌সন, মিথ্যা সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হওয়ায়, ক্লাইব তাঁহার নাম জাল করেন। এটী ক্লাইবের চরিত্রের বিষম কলঙ্ক স্বরূপ।

পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭। ২৩শে জুন।—উল্লিখিতরূপে সমুদায় স্থিরীকৃত হইলে, ক্লাইব, নবাবের যাবতীয় অত্যাচারক্ষতিপূরণের দাবি করিয়া, রুক্ষ বাক্যে নবাবকে এক খণ্ড পত্র লিখিলেন এবং স্বয়ং প্রায় ৮৫০ গোরা, ২১০০ সিপাহী ও ১০টী মাত্র কামান লইয়া, অকুতোভয়ে, মুরসীদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে সিরাজউদ্দৌলা ৩৫,০০০ পদাতি ও ১৫,০০০ অশ্বারোহী এবং বহুসংখ্যক কামান লইয়া, যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। মুরসীদাবাদের প্রায় ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে পলাশী ক্ষেত্রে উভয় সৈন্য দল পরস্পর সম্মুখীন হয় (২২শে জুন ১৭৫৭)।

পর দিন প্রত্যূষে যুদ্ধারম্ভ হইল। বেলা দুপ্রহরের সময়, নবাবের সেনাপতি মীরমদন হত হইলে, যখন মোহনলাল ঘোর-

ন্তর যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন মীরজাফর শঠতাপূর্ব্বক সহসা রণস্থল পরিত্যাগ করায় নবাবের সৈন্যগণ ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িল। এইরূপে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইব যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। যুদ্ধের অবসানে, ক্লাইব মীরজাফরকে বাঙ্গলা বেহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন। সিরাজ উদ্দৌলা রাজধানী গমন করত, সেখানেও নিস্তার নাই দেখিয়া, অবশেষে সস্ত্রীক ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন। পরে ভগবান গোলার নিকট একজন ফকীর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ইনি মুরীসদাবাদে, নূতন নবাব সমীপে আনীত হন। সিরাজ পূর্ব্বে এই ব্যক্তির কর্ণচ্ছেদন করিয়াছিলেন। মীরজাফরের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তদীয়পুত্র মীরণ, সিরাজ উদ্দৌলার প্রাণ সংহার করে (১৭৫৭)।

মীরজাফর ১ম বার, ১৭৫৭—১৭৬০।—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন, মীরজাফর নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ধনাগারে অধিক টাকা না থাকায় তিনি, ক্লাইব, ওয়াট সন, ড্রেক্ প্রভৃতি ইংরেজগণকে প্রতিশ্রুত টাকার অর্দ্ধাংশ প্রদান করেন। কেবল উমীচাঁদ ক্লাইবের ছলনায় প্রতারিত হন, যেহেতু আসল সন্ধি পত্রে তাঁহার দাবির উল্লেখমাত্রও ছিল না। অতঃপর মীরজাফর, ইংরেজদিগকে, কলিকাতার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ৮৮২ বর্গমাইল পরিমিত ভূভাগের জমীদারী প্রদান করেন (১৭৫৭)। অধুনা ইহাই চব্বিশপরগণা নামে খ্যাত।

ক্লাইব ১ম বার বাঙ্গালার গবর্ণর, ১৭৫৭—১৭৬০।—এই হইতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া বণিক কোম্পানী অধিরাজ কোম্পানীরূপে পরিণত হইলেন। ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা

ক্লাইবকেই, বাঙ্গলার শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন (১৭৫৭)। মীরজাফর নিতান্ত অলস, অকর্ম্মণ্য ও বিলাসী ছিলেন। ক্লাইব ইঁহাকে সাক্ষীগোপাল স্বরূপ সিংহাসনে রাখিয়া, স্বয়ং বাঙ্গলা শাসন করিতেন। ১৭৫৯ অব্দে, আলিগোহার (পশ্চাৎ সম্রাট ২য় শাহ আলম) সুবাদারীপদ প্রাপ্তির আশায়, মীরজাফরের বিরুদ্ধে আসিয়া, বেহার আক্রমণ পূর্ব্বক তত্রত্য শাসনকর্ত্তা রাম-নারায়ণকে পরাস্ত ও পাটনা অবরোধ করেন। ইহাতে ক্লাইব, কর্ণেল কালিয়ডের অধীনে একদল সৈন্য তদ্বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কালিনড্ পটনার প্রথম যুদ্ধে, তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া, তৎসহযোগী অযোধ্যার নবাব উজীর সহ, বেহার হইতে দূরী-ভূত করিয়া দেন, (১৭৬০)। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ, মীরজা-ফর ক্লাইবকে কোম্পানীর জমীদারী জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। এই সময় চুঁচড়ায় ওলন্দাজেরা প্রবল হইয়া মীরজা-ফরের সহিত ইংরেজ বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল; ক্লাইব স্বয়ং তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া, জলে ও স্থলে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। এই বৎসরই ক্লাইব, কর্ণেল ফোর্ডের অধীনে কতক-গুলি সৈন্য প্রেরণ করিয়া, মছলীপত্তন অধিকার করেন। ইহাতে উত্তরসরকার পর্য্যন্ত কোম্পানীর প্রাধান্য স্থাপিত হয়। এইরূপে তিন বৎসর কাল বাঙ্গলা শাসন করিয়া, ক্লাইব, ১৭৬০ অব্দে স্বদেশে যাত্রা করেন এবং তথায় সাদরে গৃহীত হইয়া লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন।

ভান্সিটার্ট, ১৭৬০—১৭৬৫।—ক্লাইবের ৫ বৎসর ইংলণ্ডে অবস্থান কালে, ভান্সিটার্ট সাহেব বাঙ্গলার গবর্ণরী পদে নিযুক্ত থাকেন। সকৌন্সেল গবর্ণর, মীরজাফরকে অপ-

ব্যয়ী ও ইংরেজ ঋণ পরিশোধে অসমর্থ দেখিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, তদীয় জামাতা মীরকাসিমকে নবাবী পদ প্রদান করেন (১৭৬০)।

মীর কাসিম, ১৭৬০—১৭৬৩।—মীর কাসিম বাঙ্গলার সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া, বর্দ্ধমান মেদিনীপুর, চট্ট-গ্রাম প্রদেশত্রয় ইংরেজদিগকে প্রদান করেন (১৭৬০)। এই সুদক্ষ ও তেজীয়ান নবাব রাজ্যের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় লাঘব করিয়া, ইংরেজদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হন। পরে ইনি ইংরেজক্ষমতার বহির্ভূত হইবার মানসে, রাজধানী, মুর-সীদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে উঠাইয়া লন। তথায় তিনি, কতক গুলি সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক, গর্গীন খাঁ নামক একজন আর্মানীর শিক্ষাধীনে, ইউরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়ান। এই সময়ে মোগল সম্রাট ২য় শাহ্ আলম পুনরায় বেহার অধিকারের চেষ্টা পান; কিন্তু ইংরেজ সেনানী কর্ণেল কার্ণাক্ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় পাটনাযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, ইংরেজ দিগের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপনার্থ, কার্ণাক্ সহ পাটনায় গমন করেন (১৭৬১) এখানে মীর কাসিম, যথোচিত রাজভক্তি প্রদর্শন ও অধীনতা স্বীকার করায়, সম্রাট তাঁহাকে বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী প্রদান করেন।

মীরকাসিমের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ।—মীরকাসিম ও ইংরেজ কৌন্সেল মধ্যে অন্তর্ব্বাণিজ্যে শুল্ক লইয়া প্রকাশ্য বিবাদ উপস্থিত হয়। ইতিপূর্ব্বে কেবল কোম্পানীই, বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণ কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাও কোম্পানীর নিশান উঠাইয়া, বিনাশুল্কে

বাণিজ্য করিতে আবস্ত করে। ইহাতে রাজ্যেব-আয়ের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় মীরকাসিম, ভান্সিটার্টের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থিব কবেন যে, কোম্পানীব কর্ম্মচারীরা, স্বস্ব পণ্য দ্রব্যের উপর শত করা নয় টাকা শুল্ক দিবেন। কিন্তু মন্ত্রী সভা কেবল লবণ ব্যবসায়ে, শত করা আড়াই টাকা দিতে স্বীকৃত হন। ইহাতে কাসিম বিবক্ত হইযা কি দেশীয কি বিদেশীয, বণিক মাত্রেরই বাণিজ্য শুল্ক উঠাইযা দেন। কিন্তু ইংরেজেবা, দেশীয় শুল্ক রহিত হওবা, অনিষ্ট জনক বিবেচনা কবিযা, কাসিমের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন (১৭৬৩)। পাটনাব কুঠীব এলিস্ সাহেব, সর্ব্বাগ্রে নবাবেব বিরুদ্ধে অস্ত্রধাবণ কবিয়া, পাটনা অধিকাব কবেন। কাসিমেব সেনাপতি সসৈন্যে গমন পূর্ব্বক, পাটনা পুনবধিকাব ও এলিস্ প্রভৃতি ইংবেজদিগকে বন্দীকরে। এই সংবাদে ইংবেজ কর্ত্তৃপক্ষীযেবা মীবজাফবকে পুনর্ব্বাব নবাব কবিযা, কাসিমেব বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেবণ কবেন।

মীরজাফর ২য় বার, ১৭৬৩-১৭৬৫।—মীবকাসিম, গড়িযা ও উদযনালাব যুদ্ধে, মেজব এডাম্ কর্ত্তৃক পবাস্ত হওয়াব, বাগোন্মত্ত হইবা, পাটনাব এলিস্ প্রভৃতি ১৪৮ জন ইংবেজ ও বহুসংখ্যক সিপাহী সৈন্যেব প্রাণবধেব আজ্ঞা দেন (১৭৬৩)। জগৎ শেঠ, মহাবাজা স্বরূপচাঁদ, বাজা বাম নারায়ণ ও বাজা বাজবল্লভ, ইংবেজদিগেব সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়া, এই সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপব পাটনা ইংবেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, মীরকাসিম, অযোধ্যায় পলায়ন পূর্ব্বক, নবাব সুজা উদ্দৌলা, ও সম্রাট শাহ আলমের আশ্রয় লন। ইহাবা উভয়ে, কাসিমের সাহায্যার্থে

কৃত সঙ্কল্প হইয়া সসৈন্যে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করেন; এবং বাক্সার নামক স্থানে ইংরেজ সেনানী মেজর মন্‌রো কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হন (১৭৬৪)। এই যুদ্ধে পরাক্রান্ত অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার দর্প খর্ব্ব হয়, ও তিনি সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদিগের পদানত হন; এবং ইংরেজ কোম্পানী প্রায় সমস্ত গাঙ্গ্য প্রদেশের প্রভুত্ব লাভ করেন। সম্রাট স্বয়ং ইংরেজ শিবিরে আগমন করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে দিল্লীর সাম্রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে, মীর জাফরের মৃত্যু হওয়ায় কলিকাতার কৌন্সেলের মেম্বরেরা, প্রচুর অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক, তদীয় না বালক পুত্র নিজামউদ্দৌলাকে * মণি বেগমের তত্ত্বাবধানে, নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ক্লাইব ২য় বার বাঙ্গলার গবর্ণর, ১৭৬৫-১৭৬৭।— কলিকাতার মন্ত্রী সভার সদস্যেরা রাজ্যের হিত সাধন অপেক্ষা, বিবিধ কুৎসিৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত থাকায়, বাঙ্গলায় নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এতন্নিবন্ধন ডিরেক্টরেরা সমস্ত অসদ্ব্যবহার, ও দুর্নীতি সংশোধনার্থ ক্লাইবকে দ্বিতীয় বার বাঙ্গলার গবর্ণর করিয়া পাঠান। ক্লাইব ভারতে ৩য় বার আসিয়াই কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণকে, কোন রূপ উপঢৌকন বা উৎকোচ গ্রহণ না করিবার মর্ম্মে এক খানি

* নিজামউদ্দৌলা তৃতীয় নবাব নাজিম। ইহাঁর পর ক্রমান্বয়ে সাকেউদ্দৌলা, মোবারেক উদ্দৌলা, নিজামউল্‌মুল্ক, হুমৌজা ও মুনসেরআলী নবাব-নাজিমী পদে নিযুক্ত হন। অষ্টম বা শেষ নবাব নাজিম মুনসেরআলী ১৮৮৩ অব্দে ৫ই নবেম্বর বিসূচিকা রোগে দেহ ত্যাগ করেন। এই হইতে নবাব নাজিমের নাম চিরদিনের জন্য উঠিয়া গেল।

নিয়ম পত্র স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু লবণের একচেটিয়া ব্যবসায়েব অনুষ্ঠান করিয়া, তিনি উহার লাভের কিয়দংশ কর্ম্মচাবীদিগের মধ্যে বিভাগ কবিয়া দিবাব নিয়ম কবেন।

অনন্তর ক্লাইব, মুবসীদাবাদে গমনপূর্ব্বক, নূতন নবাব নিজামউদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া এই বন্দোবস্ত করেন যে—১। রাজ্য বক্ষা ও সৈন্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় ভাব ইংরেজ গবর্ণমেণ্টেব হস্তে, আব বিচাব ও দণ্ড বিধান প্রভৃতিব ভাব, পূর্ব্বেব ন্যায, নবাবেব হস্তেই থাকিবে, অপিচ এক জন দেশীয় কর্ম্মচাবী ইহাব কার্য্য নির্ব্বাহ কবিবেন; ২। নবাব, স্বীয ব্যয নির্ব্বাহার্থে ৫৩ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি পাইবেন; ৩। পূর্ব্ববর্ত্তী দেওয়ান নন্দকুমাবেব পবিবর্ত্তে মহম্মদ বেজা খাঁ, নাযেব দেওযানী পদে নিযুক্ত হইবেন।

বাদশাহের নিকট হইতে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ১৭৬৫। ১২ই আগস্ট।—অতঃপব ক্লাইব প্রযাগে গমন কবিয়া, ইংবেজ শিবিবে সম্রাট শাহ আলম ও অযোধ্যাব নবাব সুজাউদ্দৌলাব সাক্ষাৎ পান। এখানে অযোধ্যাব নবাব এলাহাবাদ ও কোবা নামক প্রদেশদ্বয এবং ৫০ লক্ষ টাকা যুদ্ধেব ব্যয় স্বরূপ, ইংবেজ কোম্পানীকে প্রদান কবিয়া, অযোধ্যাব নবাবী পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। পবে ক্লাইব সম্রাটকে উল্লিখিত প্রদেশদ্বয় ও বার্ষিক ২৬ ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দিবাব নিয়মে, বাঙ্গলা, বেহার, ও উড়িষ্যাব দেওয়ানী পদ লাভ করিয়া মহাসমাবোহে কলিকাতায আগমন কবেন।

ডবল ভাতা।—ইংরেজ সৈন্যেরা যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত, তখন নিয়মিত বেতনাপেক্ষা যে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত

পাইত, তাহাকেই ভাতা কহে। মীরজাফরের সময়ে, দিগুণিত হওয়ায় ইহার ডবল ভাতা নাম হয়। ইংরেজ সৈনিকদিগকে কি বিগ্রহ কি সন্ধি সকল অবস্থাতেই উহা আদায় করিতে দেখিয়া, ক্লাইব ডবল ভাতা রহিত করেন। ইহাতে সমস্ত গোরা সৈন্যেরা ক্ষেপিয়া উঠে এবং এক যোগে কার্য্য পরিত্যাগের পরামর্শ করে। ক্লাইব ইহাতে ভীত না হইয়া, মান্দ্রাজ হইতে সৈন্য আনয়নের আদেশ করায়, সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। এইরূপে ক্লাইব বাঙ্গলার যাবতীয় কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদন পূর্ব্বক পীড়িত হইয়া স্বদেশ যাত্রা করেন, (১৭৬৭)। তথায় ডিরেক্টর সভা কর্তৃক নানা কারণে তাঁহার কার্য্যে দোষারোপিত হয়। ইহাতে ক্লাইব, নিতান্ত ভগ্নচিত্তে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করত অবশেষে আত্মহত্যায় প্রাণত্যাগ করেন (১৭৭৪)।

চরিত্র।—যদিও ক্লাইবের তেজস্বিতা, অসম সাহসিকতা, ও উদ্যমশীলতা, সমধিক প্রশংসনীয়, তথাচ ধর্ম্ম-জ্ঞান ততদূর প্রবল না থাকায় তিনি স্বার্থ সাধন জন্য বিবিধ কুৎসিত কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া লোক সমাজে ঘৃণনীয় হইয়াছেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বেরেলষ্ট্ ও কার্টিয়ার্।

(১৭৬৭—১৭৭২।)

ক্লাইবের এদেশ হইতে গমনের পর, বেরেলষ্ট্ দুই বৎসর ও তৎপর কার্টিয়ার্ সাহেব তিন বৎসর বাঙ্গলার শাসন কার্য্য

নির্ব্বাহ করেন। কার্টিয়ারের শাসন কালে, ১৭৭০ অব্দে অনাবৃষ্টি হেতু, শস্য না জন্মায় বিষম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ইহাতে বাঙ্গলা প্রপীড়িত ও প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক কালকবলে পতিত হয়। ১১৭৬ সালে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় বলিয়া ইহাকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলে।

হায়দার আলী।—যখন বেরেলষ্ট্ ও কার্টিয়ার্ সাহেব বাঙ্গলার গবর্ণর, তখন দক্ষিণাপথে, মহীশূর রাজ্যে, হায়দর আলী প্রবল পরাক্রান্ত হওয়ায়, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত ইহার বিবাদ সঙ্ঘটন হয়। ১৭০২ অব্দে, হায়দারের জন্ম হয়। ইনি ফতে মামুদ নামে একজন পঞ্জাবী বরকন্দাজের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর বহুকাল, হায়দার, মোগল সৈন্য মধ্যে সামান্য চাকুরী করিয়া, কষ্ট শ্রষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। অতঃপর তিনি, দিল্লী সাম্রাজ্যের হীনপ্রতাপ সময়ে, মহীশূর রাজ্যের সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। ১৫৬৫ অব্দে, তালিকট যুদ্ধে বিজয়পুর রাজ্য ধ্বংসের পর, তদন্তর্গত মহীশূরের রাজমন্ত্রী নন্দরাজ রাজ্যের সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন, (১৭৫০)। দেবনালী অবরোধ কালীন হায়দারের বয়স ৪৭ বৎসর। এই উপলক্ষে, নন্দরাজ হায়দারের সাহস ও বীরত্বে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে ২০০ পদাতিক ও ৫০০শত অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্বে নিযুক্ত করেন, এবং দিন্দীগল দুর্গ তদীয় হস্তে সমর্পিত হয়। দিন্দীগলের কর্ত্তা হইয়াই হায়দারের মনে বড় হইবার ইচ্ছা জন্মে। তদবধি তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। অনন্তর ১৭৬১ অব্দে, ১০ সহস্র সৈন্য সমেত হায়দার আলী শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হইয়া, রাজাকে সিংহাসন-

চ্যুত করত মহীশূর রাজ্য হস্তগত করেন। পরে ক্রমশঃ স্বীয় বাহুবলে, কৃষ্ণানদী হইতে, কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, যাবতীয় ভূভাগে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ১৭৬৫ অব্দে, ৪র্থ পেসবা মধুরাওয়ের অধীনে, মারহাট্টারা হায়দারের রাজ্য আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে পরাস্ত করে। ইহাতে হায়দার, তদধিকৃত উত্তর সীমাস্থ প্রদেশ গুলি প্রত্যর্পণ ও ৩২ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হন। পর বৎসর, হায়দার মলবার অধিকার করিয়া, প্রত্যর্পিত রাজ্যের কিয়দংশ পুনঃ হস্তগত করেন (১৭৬৬)। এই উপলক্ষে ক[illegible]িকটপতি জামোরিন আত্ম সমর্পণ করিলেও হায়দার, তন্নগর লুণ্ঠন আরম্ভ করায়,রাজা লাঞ্ছনা ভয়ে নিজ বাটীতে অগ্নি দিয়া পুড়ি[illegible]া মরেন।

প্রথম মহীশূর যুদ্ধ ১৭৬৬-১৭৬৯।—হায়দারের পরাক্রম দর্শনে, নিজাম ও মারহাট্টারা শঙ্কিত হইয়া, তাহার দমনের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। পূর্ব্ব সন্ধি * অনুসারে নিজামের সাহায্যার্থে, ইংরেজদিগকে এই যুদ্ধে যোগ দিতে হয়। এতন্নিবন্ধন হায়দারের সহিত ইংরেজদিগের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় (১৭৬৬)। নিজাম, মারহাট্টা ও ইংরেজ, এই পক্ষত্রয় একত্র যোগে, যুদ্ধ করিলে হায়দার নিশ্চয়ই পরাস্ত হইতেন, কিন্তু তাহা হয় নাই। নিজাম অগ্রেই তদীয় রাজ্য আক্রমণ করেন। ইহাতে হায়দর চতুরতা পূর্ব্বক অর্থ দ্বারা, তাঁহাকে ও মারহাট্টা দিগকে

* ১৭৬৫ অব্দে নিজাম উল্‌মুলকের কনিষ্ঠ পুত্র নিজাম আলীর সহিত ইংরেজদিগের এই মর্ম্মে সন্ধি হয় যে, ইংরেজেরা নিজামের নিকট হইতে উত্তর সরকার প্রদেশ গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা কর দিবেন এবং আবশ্যক মত সৈন্য দিয়া সহায়তা করিবেন।

বাধ্য করিয়া লন। পরিশেষে নিজাম হায়দারের সহিত মিলিত হন। ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল স্মীথ, প্রথমে হায়দার, ও নিজামের মিলিত সৈন্য কর্তৃক পরাস্ত হন বটে, কিন্তু পরিশেষে, চাঙ্গামা, ও ত্রিনমলীর যুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন, (১৭৬৭)। দুই বৎসরের অধিকাল, এইরূপ জয় পরাজয়ের পর, শেষে চতুর হায়দার, বিয়দংশ সৈন্য স্মীথের সম্মুখে রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া হঠাৎ মান্দ্রাজের সম্মুখে উপনীত হন। ইহাতে মান্দ্রাজ-কৌন্সিল, তাহাদের সমস্ত সৈন্য স্মীথের সঙ্গে যাওয়ায়, ত্রাসিত হইয়া, হায়দারের সহিত তৎক্ষণাৎ সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এতদ্দ্বারা, উভয়ে পরস্পর অধিকৃত স্থান গুলি প্রত্যর্পণ এবং উভয়ে একের বিপদে অন্যের সহায়তা করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। এইরূপে প্রথম মহীশূর যুদ্ধের অবসান হয় (১৭৬৯)।

অতঃপর ১৭৭০অব্দে, হায়দারে পুনঃ মারহাট্টা রাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়া, পেসরা মধুরাও কর্তৃক পরাস্ত হন, এবং রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে মারহাট্টাদিগের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, হায়দার সন্ধির নিয়ম অনুসারে ইংরেজ দিগের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠান, কিন্তু মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দানে অস্বীকৃত হন। ইহাতে হায়দার নগদ ৬৩ লক্ষ টাকা ও তদধিকৃত রাজ্যের উত্তরাংশ হইতে, ১৪ লক্ষ টাকার ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়া, মারহাট্টাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান (১৭৭২)। ইংরেজদিগের এই বিশ্বাসঘাতকতা, হায়দারের অন্তঃকরণে চিরকাল জাগরূক থাকে। এ নিমিত্ত তিনি ইংরেজদিগকে এদেশ হইতে তড়াইতে কৃত সঙ্কল্প হন। পরবর্ত্তী ৬বৎসর

কাল মধ্যে, পেসবা মধুবাওযেব মৃত্যু ও মাবহাট্টাদিগেব আত্ম-বিগ্রহ উপস্থিত হওযায, হাযদাব তাহাদের নিকট হইতে তদ্রাজ্যেব পূর্ব্ব প্রদত্ত সমুদায় অংশ পুনবধিকাব কবিয়া লন(১৭৭৮)।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্।

১৭৭২—১৭৮৫।

বেবেলষ্ট্ ও কার্টিযাবেব শাসন সময়ে, বাজ্যেব বিবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওযায, ১৭৭২অব্দে, ডিবেক্টবেবা ওযাবেণ্ হেষ্টিংস্কে, কোম্পানীব দেওযানীপদেব সমস্ত ক্ষমতা দিযা, বাঙ্গলার গবর্ণবীপদে নিযুক্ত কবেন। ১৭৩২ অব্দে, ওযাবেণ্ হেষ্টিংসেব জন্ম হয। ইনি বাল্যকালে ক্লাইবেব মত দুবন্ত ছিলেন না,প্রত্যুত বীতি মত বিদ্যাভ্যাস কবিযা, বিশেষ পাবদর্শীতা লাভ কবেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে, ইনি প্রথমে, ইষ্ট্ইণ্ডিযা কোম্পানীব কেবাণী হইযা ভাবতে পদার্পণ কবেন, পবে নবাব মীবজাফবের সময়ে মুবসীদাবাদে কোম্পানীব এজেণ্ট হন। ১৭৬১ অব্দে হেষ্টিংস্ কলিকাতা কৌন্সিলেব মেম্ববীপদে নিযুক্ত হইযা, ৩ বৎসব পর, স্বদেশে গমন কবেন। পুনবায ১৭৬৯ অব্দে, মান্দ্রাজ কৌন্সিলেব মেম্বর হইয়া, ইনি এদেশে আইসেন। অতঃপর ওযাবেণ্ হেষ্টিংস্ ১৭৭২ অব্দে বাঙ্গলার গবর্ণবী পদে অধিষ্ঠিত হন।

দ্বিবিধ শাসন প্রণালী রহিত করণ, ১৭৭২।— ইতি পূর্ব্বে ক্লাইব, কেবল বাজ্য বক্ষাব ভাব কোম্পানীব হস্তে বাখিযা, রাজস্ব আদায় ও বিচার ভাব, নবাবেব পক্ষীয নাযেব দেওযান বাঙ্গলায মহম্মদ বেজা খাঁ ও বেহাবে সেতাব বাযেব হস্তে অর্পণ করেন। এই দ্বিবিধ শাসন প্রণালীতে কর্ম্মচাবী-দের বিচারে পক্ষপাতিতা, উৎকোচ গ্রহণ ও আত্মীয় স্বজনকে নিষ্কব ভূমি দান জন্য, দেশে বিষম অবাজকতা উপস্থিত হয; এবং চোব ডাকাইতেব প্রাদুর্ভাবে বাজ্যেব বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে থাকে। হেষ্টিংস্ জবাবদিহি জন্য, মহম্মদ বেজা খাঁ ও সেতাব বাযকে তলব দিযা কলিকাতায আনযন কবত বন্দীভাবে বাখিতে আজ্ঞা দেন; এবং নাযেব দেওযানী পদ উঠাইয়া নন্দকুমাবেব পুত্র বাজা গুকদাসকে নবাবেব দেওযান ও মণি বেগমকে রক্ষযিত্রীরূপে নিযুক্ত কবেন। অনন্তব হেষ্টিংস্ দ্বিবিধ শাসন প্রণালী বহিত কবিযা, তৎপবিবর্ত্তে বাজস্ব আদায ও বিচাবেব সুবিধাব জন্য, নিম্নলিখিত নিযম গুলি প্রবর্ত্তিত কবেন (১৭৭২):—

১। মুবসীদাবাদ হইতে রাজকোষ ও অন্যান্য কার্য্যালয়, কলিকাতায় স্থানান্তবিত কবা হয।

২। বাঙ্গলা ও বেহাব অষ্টাদশ জেলায় * বিভক্ত করিয়া, প্রতি জেলায়, রাজস্ব সংগ্রাহক (কালেক্টব) নামে এক এক জন ইংবেজ কর্ম্মচাবী নিযুক্ত কবেন, এবং প্রতি জেলায দেওযানী

* অষ্টাদশ জেলা যথা—বাঙ্গলায ২৪ পবগণা, মুরসীদাবাদ, নদীয়া, যশোহব, বর্দ্ধমান, বীবভূম মেদিনীপুব, বাজসাহী, ঢাকা, চাটিগাঁ, দিনাজপুর, রঙ্গপুব, শ্রীহট্ট, ও পূর্ণিযা, এবং বেহাবে, রামগড, সাহাবাদ, শাবণ ও ত্রিহুত।

ও ফৌজদারী বিচারালয় সংস্থাপন করিয়া, কালেক্টরদিগের হস্তে দেওয়ানী এবং মুসলমান কাজি ও মুফ্তিদের হস্তে ফৌজদারী বিচারের ভার অর্পণ করেন।

৩। আপীল শুনিবার জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামৎ নামে দুইটী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকৌন্সিল গবর্ণর ইহার অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করেন।

৪। জমীদারদিগের সহিত প্রতি পাঁচ বৎসরের জন্য খাজানা আদায়ের বন্দোবস্ত হয়।

৫। শান্তিরক্ষার জন্য প্রতি জেলায় এক এক জন ফৌজদার নিযুক্ত হন।

১৭৭৫ অব্দে সদর নিজামৎ আদালত কলিকাতা হইতে মুরসীদাবাদে উঠিয়া যায়, মহম্মদ রেজা খাঁ নির্দ্দোষিতা নিবন্ধন কারামুক্ত হইয়া, নায়েব নাজিম উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক, উহার প্রধান বিচারপতি হন।

রোহিলা যুদ্ধ, ১৭৭৩—১৭৭৫।—হেষ্টিংস্, যখন বাঙ্গলার গবর্ণর, তখন রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধই প্রধান ঘটনা। অযোধ্যার উত্তর পশ্চিমাংশে রোহিলখণ্ড প্রদেশ। ইহার অধিবাসীরা সুশ্রী, সাহসী ও বলিষ্ঠ এবং রোহিলা নামে খ্যাত। ১৭৬১ অব্দে যখন মারহাট্টারা রোহিলখণ্ড আক্রমণ করে, তখন রোহিলারা আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার জন্য, অযোধ্যার নবাবকে ৪০ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়। পরে মারহাট্টারা চলিয়া গেলে, নবাব রোহিলাদিগের নিকট প্রতিশ্রুত টাকার দাবী করেন। কিন্তু তাহারা প্রতিশ্রুত নহে বলিয়া টাকা দিতে অস্বীকৃত হয়। যাহা

হউক নবাব, রোহিলখণ্ড আত্মসাৎ করণাভিলাষে, হেষ্টিংসের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করেন। তদনুসারে একদল ইংরেজ সৈন্য রোহিলখণ্ডে প্রেরিত হয়। প্রায় ৪০ সহস্র রোহিলা, অধ্যক্ষ হাফেজ রহমতের অধীনে, অসম সাহসে যুদ্ধ করিয়া, পরিণামে ইংরেজ সেনা কর্তৃক পরাস্ত হয় হাফেজ রহমৎ দুই সহস্রের অধিক রোহিলাসহ সমরশায়ী হন। অবশিষ্ট রোহিলারা, উৎপীড়িত হইয়া জঙ্গলে পলায়ন করে। এইরূপে নির্দ্দোষী রোহিলাদিগের উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক, হেষ্টিংস্, রোহিলখণ্ড প্রদেশ, নবাব সুজা উদ্দৌলাকে প্রদান করিয়া, প্রতিশ্রুত ৪০ লক্ষ টাকা এবং যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় তন্নিকট হইতে আদায় করিয়া লন।

এতদ্ব্যতীত হেষ্টিংস্, কোম্পানীর আয় বৃদ্ধির জন্য আরও কতিপয় অন্যায় উপায় অবলম্বন করেন। মারহাট্টাদিগের সহিত সম্রাট শাহআলমের মিল হওয়ায়, হেষ্টিংস কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশদ্বয়, তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া, অযোধ্যার নবাবের নিকট, ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করেন এবং সম্রাটের বার্ষিক বৃত্তি ২৬ লক্ষ টাকা উঠাইয়া দেন। অপিচ অতিরিক্ত বিবেচনায় তিনি মুরসীদাবাদের নবাবের বৃত্তি ৫৩ লক্ষ হইতে ৩২ লক্ষে কমাইয়া ফেলেন।

নর্থস্ রেগুলেটিং এক্ট্ বা ইংলণ্ড হইতে প্রথম নিয়ম পত্র, ১৭৭৩।—উত্তরোত্তর কোম্পানীর রাজ্যবৃদ্ধি ও শাসন-বিশৃঙ্খলা দেখিয়া, ইংলণ্ডীয় মহাসভা,

* পরে ১৬ লক্ষ এবং অবশেষে নবাব মনসুর আলীর সময়ে এই বৃত্তি দেড় লক্ষে কমিয়া যায়।

(পার্লিয়ামেণ্ট) কিয়ৎ পরিমাণে শাসন-ক্ষমতা আপনাদের হস্তে রাখিবার অভিপ্রায়ে, ১৭৭৩ অব্দে একটী নিয়ম পত্র প্রচার করেন। ১৭৭৪অব্দে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। এই নিয়ম পত্রে স্থির হয় যে—

১। বাঙ্গলার গবর্ণর বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা বেতনে ভারতের গবর্ণর্ জেনেরল্ নামে অভিহিত হইয়া বাঙ্গলা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ইংরাজাধিকৃত স্থান সমূহ শাসন করিবেন। গবর্ণর জেনেরল পার্লিয়ামেণ্ট্ কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

২। গবর্ণর জেনেরল, শাসন বিষয়ে, সুশৃঙ্খলা বিধানজন্য, মন্ত্রী সভার পরামর্শানুসারে আইন প্রস্তুত করিবেন। এই মন্ত্রী সভায় (কৌন্সিলে) ৪ জন সভ্য থাকিবেন।

৩। কলিকাতা নগরীতে, সুপ্রীম্‌কোর্ট্ নামে একটী উচ্চতম বিচারালয় সংস্থাপিত হইবে। তাহাতে এক জন চিফ্‌জষ্টিস্ (প্রধান বিচারপতি) ও তিন জন পিউনি জজ (অধস্তন বিচারক) নিযুক্ত হইবেন। ইঁহারা মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট্ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া, ইংলণ্ডের ব্যবস্থানুসারে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

৪। কোম্পানীর রাজ্যের সমস্ত বিবরণ ইংলণ্ডীয় রাজ-মন্ত্রীর গোচর করিতে হইবে। তাহাদের কর্ম্মচারীরা কোন রূপ উপঢৌকন বা উৎকোচ গ্রহণ অথবা বাণিজ্য করিতে পারিবেন না।

উল্লিখিত নিয়মানুসারে হেষ্টিংস্, গবর্ণর জেনেরল, বারো-এল্, মনসন্, ফ্রান্সিস্ ও ক্লেবারিং কৌন্সিলের মেম্বর; এবং

স্তর ইলাইজা ইম্পে, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রূপে নিযুক্ত হইলেন।

হেষ্টিংসের সহিত কৌন্সিলের মেম্বরদিগের বিবাদ, ১৭৭৪—১৭৭৫।—কৌন্সিলে, গবর্ণর জেনেরল ও মেম্বরদিগের প্রত্যেকেরই এক একটী "ভোট" (সম্মতি প্রকাশ ক্ষমতা) থাকায, মেম্বরেরা প্রত্যেকেই প্রায় হেষ্টিংসের সমকক্ষ হইয়া উঠেন। ৪ জন মেম্বরের মধ্যে বারোএল্ সাহেব পূর্ব্বাবধি এদেশে থাকায, হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। সুতরাং তিনিই কেবল হেষ্টিংসের মত সমর্থন করিতেন। অবশিষ্ট তিন জন নবাগত; ইঁহাদের সহিত হেষ্টিংসের ততদূর সদ্ভাব না থাকায় প্রায়শঃই গবর্ণর জেনের-লের মত, কার্য্যে পরিণত হইত না। পরস্পর এইরূপ মতের, অনৈক্য হেতু তাঁহাদের মধ্যে বিষম বিবাদ বাধিয়া উঠে। তজ্জন্য ফ্রান্সিস্ প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যত্রয় হেষ্টিংসের দোষানু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণে হেষ্টিংসকে পদে পদে অপদস্থ হইতে হয।

নন্দকুমারের ফাঁসি, ১৭৭৫।—দেওযান মহারাজ নন্দকুমার রায এক জন বিখ্যাত প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন, এমন কি, ডিরেক্টরেরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে জানিতেন। ১৭৫৭ অব্দে ইনি নবাব সরকারে ফৌজদারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ উন্নত পদ লাভ করেন এবং পরিশেষে মীরজা-ফরের সময়ে সর্ব্বে সর্ব্বা কর্ত্তা হইয়া উঠেন। গবর্ণর ভান্সি-টার্টের অযথা দোষারোপে, ইনি ক্লাইব কর্ত্তৃক কর্ম্মচ্যুত হন। ফ্রান্সিস্ প্রভৃতি কৌন্সিলের মেম্বরদিগের প্রবর্ত্তনায় নন্দকুমার,

তদীয় পুত্র রাজা গুরুদাসের নবাব সরকারে দেওয়ানী পদে নিয়োগ কালে হেষ্টিংসের অতিরিক্ত উৎকোচ গ্রহণ বিষয়ক এক খণ্ড অভিযোগ উপস্থিত করেন। ইহাতে হেষ্টিংস্ মহা বিপদে পড়েন এবং নন্দকুমারের বিনাশ সাধনে কৃত সঙ্কল্প হন। মোহনপ্রসাদ নামে জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হেষ্টিং-সের প্রিয়পাত্র হইবার মানসে নন্দকুমারের নামে জাল করণা-পরাধে সুপ্রীম্ কোর্টে নালিস উপস্থিত করে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর ইলাইজা ইম্পে হেষ্টিংসের সহাধ্যায়ী ও একান্ত বন্ধু ছিলেন। এজন্য তিনি ও ইংরেজ জুরিরা নন্দ-কুমারকে অপরাধী স্থির করিয়া (সামান্য জাল অপরাধে প্রাণ দণ্ডের নিয়ম কখনও এদেশে না থাকা সত্ত্বেও) অন্যায় পূর্ব্বক তাঁহার ফাঁসির হুকুম দেন। ইহাতে দেশস্থ যাবতীয় লোক শঙ্কিত, দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া উঠেন।

সুপ্রীম্ কোর্টের হাঙ্গামা।—নন্দকুমারের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞাই যে ইম্পের একমাত্র অবিচার এমত নহে। এতদ্ব্য-তীত, অন্যায় সফিনা জারী ও অবৈধ কারাদণ্ডবিধান প্রভৃতি অত্যাচারে দেশীয় সমস্ত লোক অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। ইম্পে আপনাকে ইংরেজ ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি, দেশের তাবৎ লোক তাঁহার পদানত এবং কোম্পানীর গবর্ণ-মেণ্টও তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন বিবেচনায় অত্যন্ত অভিমানী হইয়া উঠেন। এমন কি, কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। যদিও হেষ্টিংস্, তাঁহার পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; তথাপি এক্ষণ আপন ক্ষমতা লইয়া টানাটানি উপস্থিত এবং প্রজাগণের দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া ইম্পেকে নিরস্ত করিবার মানস করেন।

পরিশেষে তিনি তাঁহাকে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করিয়া, আপনার অধীনে আনয়ন করেন। এইরূপে ইম্পের প্রাধান্য-লোপ ও সুপ্রীম কোর্টের হাঙ্গামার হ্রাস হয়, (১৭৭৫)। ঠিক এই সময়েই দক্ষিণাপথে মারহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

মহারাষ্ট্রীয় প্রথম যুদ্ধ, ১৭৭৫—১৭৮২।— ১৭৮২ অব্দে সালবাইয়ের সন্ধিতে এই যুদ্ধের অবসান হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৭৮০—১৭৮৪।— ১৭৭২ অব্দে, হায়দার প্রতিশ্রুত সাহায্য না পাওয়ায় ইংরেজদিগের উপর জাতক্রোধ হইয়া, সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকেন। এক্ষণ ইংরেজদিগকে মারহাট্টা যুদ্ধে ব্যাপৃত দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয় পেসবা, সেন্ধিয়া, ও হুলকারের সহিত মিলিত হন এবং প্রায় ৯০ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ইংরেজদিগের কর্ণাট প্রদেশীয় অধিকার আক্রমণ পূর্ব্বক, ইংরেজ সেনানী কর্ণেল বেলীকে পরাস্ত ও বন্দী করেন (১৭৮০)। প্রধান সেনাপতি স্যর্ হেক্টর্ মন্‌রো, মান্দ্রাজে পলাইয়া অব্যাহতি পান এবং গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ্ হেষ্টিংসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠান। তদনুসারে হেষ্টিংস্, কলিকাতা হইতে স্যর-আয়ার কূটকে, সসৈন্য সমুদ্রপথে মান্দ্রাজে প্রেরণ করেন। কূট, মান্দ্রাজে উপনীত হইয়া সমরে অবতীর্ণ হন; এবং এক বৎসর মধ্যে, ক্রমে পোর্টনভ, পলিলর্ ও সলিম্‌গড়ের যুদ্ধে হায়দারকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন (১৭৮১)। পর

বৎসর, অশীতিবর্ষ বয়সে হায়দারের আকস্মিক মৃত্যু হয় (১৭৮২)। হায়দার নিরক্ষর হইয়াও, কেবল নিজ বাহুবলে ও কৌশলে যৎসামান্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নত হন; এবং পরিশেষে এক বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া উঠেন।* তদীয় পুত্র টিপু সুলতান্ বিলক্ষণ শিক্ষিত ও যুদ্ধ-কৌশলে পিতার সমকক্ষ ছিলেন। টিপু, পিতার মৃত্যুর পর, মহীশূরের সুলতান হইয়া, এক লক্ষ শিক্ষিত সৈন্য লইয়া ইংরেজদিগের মঙ্গলূরের দুর্গ আক্রমণ করেন, এবং প্রায় দুই সহস্র সৈন্যের সহিত সেনাপতি কর্ণেল ক্যাম্বেলকে, বৎসরাধিকাল দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। পরে আহারীয় দ্রব্যের অভাবে ক্যাম্বেলকে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। এ দিকে কর্ণেল ফুলার্টন্, এক দল ইংরেজ সৈন্য লইয়া, কোয়ম্বাটুর প্রভৃতি স্থান অধিকার করত টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। ইহাতে টিপু সন্ধির প্রস্তাব করেন। মান্দ্রাজ কৌন্সিলের প্রেসিডেণ্ট লর্ড মেকার্টনে, নির্ব্বুদ্ধিতা সহকারে, গবর্ণর জেনেরলের অনভিমতে মঙ্গলূরে, টিপুর সহিত সন্ধি করেন (১৭৮৪)। ইহাতে উভয় পক্ষের পরস্পর অধিকৃত স্থান গুলি, উভয়কে প্রত্যর্পিত হয়।

এই সময়ে, কৌন্সিলের মেম্বর ক্লেবারিং সাহেবের মৃত্যু হয়; এবং ফ্রান্সিস্ হেষ্টিংস্ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া স্বদেশে গমন করেন। সুতরাং কৌন্সিলের আত্মকলহ মিটিয়া যায়, এবং হেষ্টিংস্ স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে

---

* হায়দার মৃত্যুকালে রাজকোষে নগদ তিন কোটী টাকা ও রাজ্যমধ্যে এক লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য রাখিয়া যান।

থাকেন। তিনি এক্ষণ নিশ্চিন্ত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ সমূহের ব্যয়কুলান ও রাজকোষ পরিপূরণার্থে, ন্যায় অন্যায় বিচার-পরিশূন্য হইয়া, অর্থাগমের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে হেষ্টিংস্, কাশীরাজ চেৎসিংহ ও অযোধ্যার বেগম-দিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার প্রদর্শন করিয়া, স্বীয় চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া তুলেন।

কাশীরাজ চেৎসিংহের প্রতি অত্যাচার ১৭৮০।— বারাণসী, পূর্ব্বে অযোধ্যার নবাবের অধীন ছিল। ১৭৭৫ অব্দে, কৌন্সিলের প্রতিদ্বন্দ্বী দল, হেষ্টিংসের অনভিমতে ইহা নবাবের নিকট হইতে কাড়িয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত করিয়া লন; এবং বার্ষিক সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা কর আদা-য়ের পণে, হিন্দুবংশীয় রাজা চেৎসিংহকে, তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন। চেৎসিংহ বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ও নিরীহ নরপতি ছিলেন, সুতরাং অর্থলোলুপ হেষ্টিংসের চক্ষে, তিনিই সর্ব্বাগ্রে পতিত হন। এতন্নিবন্ধন হেষ্টিংস্, কাশীরাজের নিকট বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর চাহিয়া পাঠান। রাজা, তিন বৎসরকাল এই অতিরিক্ত কর রীতিমত আদায় করিয়া, পরে অপারগতা সত্ত্বে আর বর্দ্ধিতহারে অতিরিক্ত কর দিতে না পারিবার প্রার্থনা করেন। ইহাতে হেষ্টিংস্ স্বয়ং বারাণসী যাত্রা করিয়া, প্রথমে মহারাজ চেৎসিংহকে আটক করেন বটে; কিন্তু পরে রাজার দুর্দ্দশা শ্রবণে সমস্ত বারাণসীর লোক সমাগত হওয়ায় রাজা মুক্তিলাভ করেন। হেষ্টিংস্ স্বয়ং কষ্ট-শ্রষ্টে চুনারের দুর্গে আশ্রয় লন। অতঃপর হেষ্টিংস, এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়া, চেৎসিংহের আশ্রয় স্থান বীজগড় অধি-

কার ও সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করেন। রাজা গোয়ালিয়রে পলায়িত হন। ইহার পর গবর্ণর জেনেরল, রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ৫০ লক্ষ টাকা বার্ষিক কর আদায়ের পণে, কাশীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন (১৭৮০)।

অযোধ্যার বেগমদিগের সর্ব্বস্বান্ত, ১৭৮১।— অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে, তদীয় বিধবা পত্নী ও মাতা, উইল্ সূত্রে, প্রচুর ধনরাশির উত্তরাধিকারিণী হন। কৌন্সিলের প্রতিদ্বন্দ্বীদল, হেষ্টিংসের অনভিপ্রায়ে নূতন নবাব সুজাউদ্দৌলার পুত্র আসফউদ্দৌলাকে, বেগমদিগের সমস্ত সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। কিন্তু আসফ, তদ্রাজ্যে অবস্থিত ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহে কোম্পানীর নিকট ঋণগ্রস্ত হন, এবং বেগমদিগের টাকা ব্যতীত ঐ ঋণ পরিশোধে অসমর্থ বলিয়া প্রকাশ করেন। তদনুসারে হেষ্টিংস্ বেগমদিগের পুরী অবরোধ পূর্ব্বক অত্যাচারের একশেষ করিয়া ৭২ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লন।

নিরপরাধে, রোহিলাদিগের উচ্ছেদ সাধন, অযোধ্যার বেগমদিগের সর্ব্বস্বান্ত, নিরীহ চেৎসিংহের প্রতি অত্যাচার এবং মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড প্রভৃতি, হেষ্টিংসের চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক, সন্দেহ নাই। এতাবৎ কারণে, হেষ্টিংস্ ডিরেক্টর সভা কর্ত্তৃক বিশেষরূপ ভৎর্সিত হওয়ায়, ১৭৮৫ অব্দে, কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করেন। ইংলণ্ডে পৌঁছিলে তিনি পূর্ব্বোক্ত দুষ্কার্য্য সমূহের জন্য, বিচারে আনীত হন (১৭৮৮)। ক্রমাগত ৭ বৎসরকাল বিচা-

রের পর ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পরিশেষে অতি কষ্টে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

চরিত্র।—হেষ্টিংস্ বিচক্ষণ, কার্য্যদক্ষ ও সাহসী ছিলেন। ইনি, প্রথমে ক্লাইবের ন্যায় এক জন কেরাণী হইয়া এ দেশে আইসেন, এবং স্বীয় পারদর্শীতায় অবশেষে গবর্ণর জেনেরল হন। ক্লাইব ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল পত্তন করিয়া যান, হেষ্টিংস্, ইহা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করেন। কিন্তু অন্যায়রূপে অর্থ শোষণ করায় তাঁহার চরিত্র কলুষিত হয়।

হেষ্টিংসের সময়ে প্রসিদ্ধ কয়েকটী দেশহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়ঃ—

১। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, জমীদারদিগের সহিত বর্দ্ধিতহারে ৫ বৎসরের জন্য রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত হয়। তাহাতে অনেক জমীদারই রীতিমত খাজানা আদায়ে অসমর্থ হওয়ায়, রাজস্বের বিস্তর ক্ষতি হইতে থাকে। এজন্য ১৭৭৭ অব্দ হইতে বৎসরের অবস্থানুসারে জমীদারদিগের সহিত বার্ষিক বন্দোবস্তের নিয়ম হয়।

২। রাজস্বের সুশৃঙ্খলা সম্পাদনার্থ, বোর্ড্ অব্ রেবেনিউ নামে একটী কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে ৪ জন কর্ম্মচারী কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন, এরূপ স্থির হয় (১৭৮১)।

৩। হিন্দু প্রজাদের হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ও মুসলমান প্রজাদের মুসলমান শাস্ত্রানুসারে বিচারের নিয়ম হয়। হালহেড্ সাহেব প্রথমে হিন্দু ও মুসলমান ব্যবস্থাশাস্ত্র ইংরাজিতে অনুবাদ এবং বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। এই ব্যাকরণ উইলকিন্স্ সাহেবের খোদিত বাঙ্গলা অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত হয়।

৪। ১৭৮০ অব্দে মুসলমানদের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় মাদ্রাসা কলেজ স্থাপিত হয় এবং ১৭৮৪ অব্দে স্যর উইলিয়ম্ জোন্স্, "এসিয়াটিকসোসাইটী অব্ বেঙ্গল" নামক সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্ব্যতীত ১৭৮১ অব্দে হিক্স্ গেজেট্ নামক ইংরেজী সংবাদপত্র প্রথম প্রচারিত হয়।

পিটের ইণ্ডিয়া বিল, ১৭৮৪।—ইহা, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী পিট্ সাহেব কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়া মহাসভায় অনুমোদিত হয়। এতদ্দ্বারা কয়েক নিয়ম অবধারিত হয়; যথা—

১। ইংলণ্ডীয় রাজসভার ৬ জন মন্ত্রী লইয়া বোর্ড্ অব্ কণ্ট্রোল্ নামে স্বতন্ত্র একটী সভা সংস্থাপিত হয়। কোম্পানীর রাজ্য-শাসন সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় এই সভার মতানুসারে নির্ব্বাহিত হইবে, কেবল বাণিজ্য সংক্রান্ত তাবৎ বিষয় পূর্ব্ববৎ ডিরেক্টর সভার হস্তে থাকিবে।

২। বোর্ড্ অব্ কণ্ট্রোল্ ভারতের জন্য গবর্ণর জেনেরল নিয়োগ করিবেন; এবং ডিরেক্টর ও কোম্পানীর পরস্পর প্রেরিত চিটিপত্র এই সভার সভ্যদিগকে দেখাইতে হইবে।

৩। গোপনীয় কোন কার্য্য সম্পাদনার্থে, ডিরেক্টর সভার তিন জন সদস্য লইয়া গুপ্ত কমিটী নামে একটী সভা হইবে।

পূর্ব্ব বৎসর রাজমন্ত্রী ফক্স্ প্রকাশ্যরূপে, কোম্পানীর হস্ত হইতে সমস্ত ক্ষমতা ছাড়াইয়া লওয়ার প্রস্তাবে বিফল মনোরথ হন; কিন্তু সুচতুর পিট্ সাহেব, কোম্পানীর হস্তে রাজ্য রাখিয়া কেমন সুকৌশলে কার্য্যতঃ রাজ্যশাসনভার, ইংলণ্ডীয় রাজসভার অধীনে আনয়ন করিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্যর্ জন্ মেক্ফার্সন্ ও লর্ড্ করণ্ওয়ালিস্।

স্যর জন্ মেকফার্সন্।

১৭৮৫—১৭৮৬।

ওয়ারেণ্ হেষ্টিংসের প্রস্থানের পর, অন্য গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত হইয়া আইসা পর্য্যন্ত, কৌন্সিলের উচ্চতম সভ্য, স্যর জন্ মেকফার্সন্ সাহেব, ১৭৮৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি হইতে, ১৭৮৬ অব্দের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ২০ মাসের জন্য গবর্ণর জেনেরলের কার্য্যনির্ব্বাহ করেন। ইহার সময়ে, উল্লেখ যোগ্য কোন ঘটনা নাই।

লর্ড করণ্ওয়ালিস।

১৭৮৬—১৭৯৩।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে, লর্ড করণ্ওয়ালিস্, গবর্ণর জেনেরল হইয়া এদেশে আগমন করেন। পূর্ব্বে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা অল্প বেতন পাওয়াতে উৎকোচ গ্রহণ, গুপ্ত ব্যবসায় ও অন্যান্য অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিত। করণ্ওয়ালিস্, এদেশে আসিয়াই, ডিরেক্টর সভার মত লইয়া, প্রত্যেক রাজ কর্ম্ম-চারীকে উপযুক্ত বেতন পাওয়ার ও গুপ্ত ব্যবসায় রহিত করার, আদেশ প্রচার করেন, এবং উৎকোচগ্রাহী ও অন্যান্য অস-দুপায়াবলম্বী অর্থোপার্জ্জক কর্ম্মচারী দিগকে দৃঢ়তার সহিত দণ্ড-বিধান করিয়া রাজ্যের বিশেষ উপকার সাধন করেন।

মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধ, ১৭৯০—১৭৯২।— ১৭৮৪ অব্দে মঙ্গলূরে যে সন্ধি হয়, তাহার পরবর্ত্তী ছয় বৎসরের মধ্যে, টিপু সুলতান্ বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠেন। ইনি নিজাম ও মারহাট্টাদিগের প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া, তাহাদের হস্ত হইতে স্বরাজ্য রক্ষা করেন, এবং কানাড়া, কূর্গ্ ও মলবার অধিকার পূর্ব্বক, দেবমন্দির ধ্বংস ও হিন্দু দিগকে মুসলমান ধর্ম্মে আনয়ন প্রভৃতি ভূরি ভূরি নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদন করেন। অনন্তর টিপু অধিকার মানসে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করেন; কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর রাজ, ইংরেজদিগের মিত্র বলিয়া, লর্ড্ করণ্ওয়ালিস, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির অন্তরায় হইয়া উঠেন। এইরূপে, তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। নিজাম ও পেসবা-মন্ত্রী সুদক্ষ নানাফার্ণিবীজ, জিত প্রদেশের কিয়দংশ পাইবার পণে, টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদিগের সহিত যোগদান করেন। যুদ্ধার্থ করণ্ওয়ালিস্ স্বয়ং মান্দ্রাজে উপনীত হন এবং বাঙ্গালোর অধিকার করিয়া আরিকারার যুদ্ধে, টিপুকে পরাস্ত করেন, (১৭৯১)। তদনন্তর করণ্ওয়ালিস্, টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করেন; কিন্তু মারহাট্টা সেনানী হরিপান্থ, কেবল লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত থাকিয়া, তাঁহার সহিত যোগ দানে বিলম্ব করায়, লর্ড করণ্ওয়ালিস্‌কে অগত্যা মান্দ্রাজে প্রতি নিবৃত্ত হইতে হয়। পরবৎসর গবর্ণর জেনেরেল, পুনরায় সমগ্র আয়োজনের সহিত, টিপুর রাজ্যে অবতীর্ণ হইয়া, তদীয় রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করেন। টিপু, বিলক্ষণ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু দুর্গের বহির্ভাগ, বিপক্ষ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, টিপু অগত্যা করণওয়ালিসের মতানুযায়ী

সন্ধিতে স্বীকৃত হন, (১৭৯২)। এই সন্ধির নিয়ম অনুসারে, টিপু ইংরেজদিগকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ও তিন কোটী টাকা, এবং মারহাট্টা দিগকে ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ভবিষ্যতে বিরুদ্ধাচরণ না করেন এজন্য, তাঁহার দুইটী পুত্র প্রতিভূস্বরূপ, ইংরেজদিগের হস্তে সমর্পিত হয়। করণ্ওয়ালিস্ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে, নিজাম ও মারহাট্টাদিগকে বিজিত প্রদেশের কিয়দংশ প্রদান করেন। ইংরেজেরা এই যুদ্ধে, বড় মহল, দিন্দিগল ও মলবার প্রদেশ প্রাপ্ত হন, এবং কূর্গরাজ্য তদীয় রাজাকে প্রত্যর্পিত হয়। এই রূপে শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধিতে তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধের অবসান হয়, (১৭৯২)।

রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৯৩।—ভূমিই রাজস্বের প্রধান মূল। মোগল রাজত্বকালে চাষী রাইয়তদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, রাজস্বের বন্দোবস্ত হইত। প্রত্যেক বিভাগে রাজস্ব সংগ্রহার্থ, এক এক ব্যক্তি নিযুক্ত থাকিত; এবং বেতনের পরিবর্ত্তে আদায়ের উপর, শতকরা ১০ টাকা পাইত। এতদ্ব্যতীত, ইহাদের উপর, আপন আপন তহসিলী এলাকার বিচার ও শান্তিরক্ষার ভার অর্পিত ছিল। স্থূল, এই তহসিলদারেরাই ভূমির সর্ব্বে সর্ব্বা কর্ত্তা ছিলেন। ইহারাই কালে জমীদার নামে খ্যাত। অনেক বড় বড় জমীদার, তদবধি রাজা বলিয়া গণ্য হন এবং অদ্যাপি তদ্বংশধর দিগের রাজা উপাধি চলিয়া আসিতেছে। ১৭৭৭ অব্দে প্রবর্ত্তিত বার্ষিক কর আদায়ের বন্দোবস্তে, জমীদারদিগের, ভূমির উৎকর্ষ সাধনে যত্ন ও প্রজার প্রতি মায়া না থাকায়, বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। এ কারণ, লর্ড্ করণ্ওয়ালিস্, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃ-

পক্ষের আদেশানুসারে, বাঙ্গলার রাজস্ব সম্বন্ধে, দীর্ঘকালের জন্য কোন বন্দোবস্ত করার ভার, রেবেনিউ বোর্ডের সুদক্ষ সভ্য সোর সাহেবের হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে, করণ্ওয়ালিস্ রাজস্ব সম্বন্ধে এই নিয়ম পত্র প্রচারের আদেশ দেন—

১। জমীদারেরা প্রকৃত ভূস্বামী রূপে গণ্য হইয়া, পুরুষানুক্রমে নিরূপিত কর আদায় করত দখলি ভূমি ভোগ করিবেন। যাবৎ ইংরেজ রাজত্ব থাকিবে, তাবৎ তাঁহাদের দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে না।

২। জমীদারেরা, দেয় রাজস্ব কিস্তি মত আদায় করিতে না পারিলে, তাহাদের জমীদারী নিলাম হইবে।

৩। প্রজারা জমীদারদিগের নিকট হইতে রীতিমত পাট্টা পাইবে। জমীদারেরা, পাট্টার লিখিত খাজানা ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু লইতে পারিবেন না।

এই বন্দোবস্ত আপাততঃ ১০ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় বলিয়, "দশশালা" বন্দোবস্ত নামে অভিহিত। পরে বোর্ডের অনুজ্ঞা ক্রমে, ইহাই "চিরস্থায়ী" হইয়া প্রথমে, বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যায়, ও তৎপরে উত্তর সরকারে প্রবর্ত্তিত হয়। এতদ্দ্বারা জমীদারেরা ভূমির উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হন বটে, কিন্তু তাঁহাদের একান্ত অধীন হওয়ায় প্রজাদের বিশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছে। যেহেতু জমীদারেরা ইচ্ছানুসারে, কর বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদিগকে জ্বালাতন করিতে পারেন।

বিচারালয় সংস্কার ১৭৯৩।—হেষ্টিংস্, প্রতি জেলায়, এক এক জন কলেক্টরের উপর, রাজস্ব আদায়, দেও-

য়ানী মোকদ্দমার বিচার এবং পুলিসের তত্ত্বাবধানের ভার, সমর্পণ করেন। এক ব্যক্তি দ্বারা, এত গুলি কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া সুকঠিন বিবেচনায, লর্ড্ কর্ণওয়ালিস্, নিম্ন লিখিত নিয়ম স্থির করেন—

১। দেওযানী মোকদ্দমার বিচার জন্য, প্রতি জেলায় এক একটী স্বতন্ত্র বিচারালয সংস্থাপন এবং, এক এক জন জজ ও তৎসহকারিতা জন্য এক এক জন রেজিষ্ট্রার ও কতিপয় মুন্সেফ নিয়োগের নিযম হয।

২। ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারভার, এযাবৎ মুসলমান কাজি ও মুফ্তির হস্তে সমর্পিত ছিল। এখন হইতে, জজদিগকে মেজেষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিযা, উহা তাঁহাদের হস্তে প্রদত্ত হইল।

৩। দেওযানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল শুনিবার জন্য, কলিকাতা, ঢাকা, মুরসীদাবাদ ও পাটনা, এই চারি স্থানে, চারিটী "প্রবিন্সিযাল্ কোর্ট্" স্থাপিত হইল; এবং প্রত্যেক কোর্টে তিন তিন জন জজ নিযুক্ত হইলেন।

৪। প্রবিন্সিযাল্ কোর্টের দেওযানী ও ফৌজদারী আপীল, যথাক্রমে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামৎ আদালতে পুনর্ব্বিচারিত হইবে।

৫। মুরসীদাবাদ হইতে, নিজামৎ আদালত, কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিযা, সকৌন্সিল্ গবর্ণরজেনেরলের কর্তৃত্বাধীনে আনীত হয়।

৬। জমীদারদিগের হস্ত হইতে, পুলীসের কার্য্য উঠাইয়া, প্রতি জেলায দারোগার অধীনে, কতিপয় থানা স্থাপিত হইল।

এই দারোগারা, মেজেষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত জজের অধীনে কার্য্য করিত।

পুলীসের হস্তে প্রজাপীড়নের ক্ষমতা দেওয়া ও দেশীয়দিগকে, বিচার কার্য্যের ভার হইতে অপসৃত করা, প্রবর্ত্তিত প্রণালীর প্রধান দোষ।

এতদ্ব্যতীত, ধনী ব্যক্তিদের, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানগণের বিষয় রক্ষণাবেক্ষণার্থ, কোর্ট্ অব্ ওয়ার্ড্‌স্ স্থাপিত হয়; এবং স্যর জর্জ বার্লো, আইন সঙ্কলনের ভার প্রাপ্ত হন। ১৭৯৩ অব্দে উহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। পরে ফরেষ্টর সাহেব উহা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করেন।

এইরূপে কোম্পানীর রাজ্য সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, ১৭৯৩ অব্দে করণ্ ওয়ালিস্, স্বদেশে গমন করেন। এই বৎসরই, কোম্পানীর ১৭৭৩ অব্দের সনন্দের মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায়, তাঁহারা পুনরায় ২০ বৎসরের জন্য সনন্দ লাভ করেন।

একত্রিংশপরিচ্ছেদ।

স্যরজন্ সোর্ ও লর্ড্ ওয়েলেস্‌লী।

স্যরজন্ সোর।

১৭৯৩—১৭৯৮

লর্ড করণওয়ালিসের পর, স্যরজন্ সোর, ৫ বৎসরকাল, গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত থাকেন। ইনি ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ

হইতে দেশীয় রাজাদিগের সহিত, যুদ্ধাদিতে হস্তক্ষেপণ না করিবার আদেশ, প্রাপ্ত হইয়া, তৎপ্রতিপালনে বাধ্য হন। এনিমিত্ত মহীশূরাধিপ টিপু ও মারহাট্টারা নিতান্ত প্রশ্রয় পাইয়া উঠে, এবং নিজাম, মারহাট্টাদিগ কর্ত্তৃক কুর্দ্দলার যুদ্ধে পরাস্ত হন, (১৭৯৫)। ১৭৯২ অব্দের সন্ধিতে, টিপুর পুত্রদ্বয় যে প্রতিভূ স্বরূপ, ইংরেজ হস্তে ছিল; সোর্ সাহেব, অনবধানতা প্রযুক্ত, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। ১৭৯৫ অব্দে, ইনি বারাণসী প্রদেশের শাসনভার, স্বহস্তে আনিয়া, তথায় বাঙ্গলার ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত করেন। অতঃপর স্যরজন্ সোর্ "লর্ড্ টীন মাউথ" উপাধি পাইয়া, ১৭৯৮ অব্দে স্বদেশে গমন করেন।

লর্ড্ মর্ণীংটন্, পরে, মার্কুস্ অব্ ওয়েলেস্লী।

১৭৯৮—১৮০৫।

সোর্ সাহেবের পর, প্রসিদ্ধ লর্ড ওয়েলেসলি গবর্ণর জেনেরল হন। ওয়েলেস্লী, এদেশে পদার্পণ করিয়াই দেখেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণরজেনেরল দ্বয়ের নিরপেক্ষ রাজনীতিতে, মহীশূরাধিপ টিপু, নিজাম, ও সেন্ধিয়া প্রভৃতি দেশীয় রাজাগণ, প্রশ্রয় পাইয়া উঠিয়াছেন, এবং ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীদের সাহায্যে, ভারতীয় ইংরেজ সাম্রাজ্য-উচ্ছেদ সঙ্কল্পে, একত্রে ষড়যন্ত্রে মিলিত হইয়াছেন। অপিচ, প্রসিদ্ধ আহম্মদ সাহ আব্দালীর প্রপৌত্র, কাবুলরাজ জমান সাহ, টিপুর পক্ষ হইতে আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণের ভয় প্রদর্শন করিতেছেন; ওয়েলেস্লী অসাধারণ তেজস্বীতা ও দক্ষতা সহকারে, এবং অধীনস্থ কর্ম্ম-

চারীদিগের সামরিক কৌশলে ও সাহসিকতায়, পরিশেষে আসন্ন বিপদ দূরীকরণে সমর্থ হন।

মহীশূরের চতুর্থ বা শেষ যুদ্ধ, ১৭৯৯।—মহীশূররাজ টিপুর, ইংরেজদিগের প্রতি, আজীবন আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল। ১৭৯২ অব্দের সন্ধিতে, টিপুর পুত্রদ্বয়কে প্রতিভূ স্বরূপ ইংরেজ রাজ্যে রাখায়, টিপুর হস্তপদ বদ্ধ থাকে। সোর্‌সাহেব, অনবধানতা প্রযুক্ত, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া, টিপুর চিরাভীষ্ট ইংরেজ-প্রতিহিংসা সাধনের সুযোগ করিয়া দেন। সুতরাং টিপু, এক্ষণ প্রকাশ্যভাবে, সমর সজ্জায় প্রবৃত্ত হইয়া, আপনাকে ফরাসী সাধারণতন্ত্রভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন এবং মিসরে বীরবর নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নিকট ইংরেজদিগকে ভারত হইতে দূরীভূত করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠান। বোনাপার্টও, তাঁহাকে সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হন। এ দিকে লর্ড ওয়েলেস্‌লী, কৌশল পূর্ব্বক নিজামকে 'সহকারী সন্ধিতে' * আবদ্ধ করিয়া, মহীশূর যুদ্ধে সৈন্য দিয়া সহায়তা করিতে বাধ্য করেন (১৭৯৮)।

টিপুর রণ সজ্জার সংবাদে. ওয়েলেসলী, তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনার্থে, স্বয়ং মান্দ্রাজে গমন পূর্ব্বক, স্বীয় সহোদর

---

* সহকারী সন্ধি বা সব্‌সিডিয়েরী ট্রিটী।—এই প্রণালীতে কোন দেশীয় রাজা, ইংরেজদিগের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইলে, তাঁহাকে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য স্বীকার, ও নিজ ব্যয়ে একদল সৈন্য রাখিয়া আবশ্যক মতে ইংরেজদিগের সহায়তা করিতে হইত। তিনি গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধাদি করিতে পারিতেন না। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইতেন।

আর্থর্ ওয়েলেসলীকে, নিজাম দত্ত সৈন্যের; জেনেরল হারিস্কে মান্দ্রাজ সৈন্যদলের; এবং ষ্টুয়ার্টকে, বোম্বাই সৈন্য দলের অধ্যক্ষতা ভার দিয়া, এক সময়ে তিন দিক হইতে আক্রমণ জন্য তাঁহাদিগকে মহীশূব বাজ্যে প্রেবণ করিলেন।

টিপু, সিদাশীর যুদ্ধে, ষ্টুয়াটের্ব সৈন্যকর্ত্তৃক এবং মালবল্লীর যুদ্ধে, হারিসেব সৈন্য কর্ত্তৃক পরাস্ত হন। অবশেষে তিন দল সৈন্য একত্রিত সম্মিলিত হইয়া, টিপুব রাজধানী শ্রীবঙ্গপত্তন আক্রমণ করে। টিপু স্বদেশ রক্ষার্থ, প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে শত্রু কর্ত্তৃক পরাস্ত ও নিহত হইলেন(১৭৯৯)। ইংবেজ দলে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। এইরূপে, তাঁহাদের একজন প্রবল শত্রু বিনষ্ট ও সমগ্র মহীশূব বাজ্য, ইংবেজদিগেব হস্তগত হইল। ওয়েলেসলী, টিপুববাজ্যেব কিয়দংশ নিজামকে দিয়া, কানাড়া, কোইম্বাটুব প্রভৃতি প্রদেশ গুলি, কোম্পানীব বাজ্যভুক্ত করিলেন। অতঃপব তিনি মহীশূবেব পূর্ব্বতন হিন্দুবাজ বংশীয় জনৈক বালককে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কবেন। পবে তদীয় ভ্রাতা, জেনেবল ওযেলেসলীব * হস্তে মহীশূরের শাসনভার প্রদান কবিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন কবেন; এবং "মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেসলী" উপাধি প্রাপ্ত হন।

কোম্পানীর রাজ্যবৃদ্ধি ১৭৯৯-১৮০১।—লর্ড ওয়েলেসলী, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোবেব বাজাকে ও ১৮০০ অব্দে সুরাটের নবাবকে বৃত্তিভোগী কবিয়া, উক্তবাজ্য দ্বয়ের শাসন

* ইনি পবিশেষে স্বদেশে গিয়া, ডিউক অব্ ওয়েলিংটন্ উপাধি পান এবং ওয়াটার্লুর যুদ্ধে বিখ্যাত ফরাসী বীরবর নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে পরাস্ত করেন (১৮১৫)।

ভার, আপনাদেব হস্তে আনয়ন কষেন। ১৭৯৯ অব্দে নিজাম, মহীশূবের যে অংশ প্রাপ্ত হন, ১৮০০ অব্দে, তদীয় রাজ্য স্থিত ইংরেজ সৈন্যেব ব্যয নির্ব্বাহার্থ উক্ত অংশ কোম্পানীকে প্রদত্ত হয। ১৮০১ অব্দে ওযেলেসলী, তাঞ্জোবেব ন্যায়, কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলীব পুত্রকেও, বৃত্তিভোগী কবিযা, কর্ণাট রাজ্য ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করত মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সি, বর্ত্তমান আকারে সম্প্রসাবিত কবেন। অযোধ্যাব শান্তি বক্ষার্থ পূর্ব্ব হইতেই একদল ইংবেজ সৈন্য তথায় অবস্থিতি কবিত। এক্ষণ ওয়ে-লেস্‌লী, নবাব সাঁদৎ আলীকে সহকাবী সন্ধিতে আবদ্ধ কবিয়া, অতিবিক্ত আবও কতকগুলি সৈন্য বাখিতে বাধ্য কবিলেন। নবাব তদ্ব্যয নির্ব্বাহার্থ, দক্ষিণ দোযাব, বোহিলখণ্ড, ববেলী, গোবক্ষপুব, এলাহাবাদ প্রভৃতি সার্দ্ধ কোটী টাকা বাজস্বেব ভূসম্পত্তি ইংবেজ কোম্পানীকে প্রদান করেন। এইরূপে ওয়েলেস্‌লীব ভাবতীয় বাজ্য বিস্তাবেব সঙ্কল্প চবিতার্থ ও কোম্পানীব বাজ্য দ্বিগুণ বিস্তৃত হয।

মহারাষ্ট্রীয় দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৮০২—১৮০৩—এবং তৃতীয় যুদ্ধ, ১৮০৪।—লর্ড ওযেলেস্‌লীব সময়ে, মারহাট্টাদিগেব সহিত ইংবেজদিগেব প্রবল দুইটী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তৎ বিস্তৃত বিবরণ, ত্রযোবিংশ পবিচ্ছেদে ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এইযুদ্ধে পবিণামে মারহাট্টাবল, উৎসন্ন ও ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বদ্ধমূল হয়।

ওয়েলেস্‌লীর সদনুষ্ঠান।— ১। পূর্ব্বে হিন্দুরা মৃতবৎসা দোষ সংশোধনার্থ, গঙ্গাসাগরে জীবিত পুত্র কন্যা ভাসাইয়া দিত। ইহাতে প্রতি বৎসব বহুপ্রাণী

হত্যা হইত। লর্ড ওয়েলেস্‌লী, এই কুপ্রথা নিবারণ করেন (১৮০১)।

২। ইনি ইংরেজ সিবিল কর্ম্মচারীদিগকে, এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, কলিকাতায়, ফোর্ট্‌ উইলিয়ম্‌ কলেজ সংস্থাপন করেন (১৮০০)। এই সময়ে কেরি সাহেবের বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রচলিত হয়।

৩। লর্ড ওয়েলেস্‌লী, সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে, অপর তিন জন স্বতন্ত্র বিচারক নিযুক্ত হইবার নিয়ম করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইনি, কলিকাতার ন্যায়, মান্দ্রাজেও একটী "সুপ্রীম্ কোর্ট্" সংস্থাপন পূর্ব্বক, ইহাতে একজন বিচারক ও দুইজন সহকারী বিচারক নিযুক্ত করেন।

বাহুল্য ব্যয়ে, রাজ্য বৃদ্ধি করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত ছিল না বলিয়া, তাঁহারা ওয়েলেস্‌লীর প্রতি বিরক্ত হন, এবং তৎপরিবর্ত্তে পুনর্ব্বার, কর্ণওয়ালিসকে, গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত করত ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। এজন্য ওয়েলেস্‌লি ১৮০৫ অব্দে স্বদেশে গমন করিতে বাধ্য হন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড্ করণ্ওয়ালীস্ দ্বিতীয় বার, স্যর্ জর্জ্ বার্লো ও মিণ্টো।

স্যর্ জর্জ্ বার্লো।

১৮০৫—১৮০৭।

লর্ড্ করণ্ওয়ালীস্, কোম্পানির রাজ্যের শান্তিস্থাপনে আদিষ্ট হইয়া, এবার ভারতবর্ষে আগমন করেন; এবং এদেশে আসিয়া তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত শরীর ভগ্ন হওয়ায়, আড়াই মাস পরেই, গাজীপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর স্যর্ জর্জ্ বার্লো গবর্ণর জেনেরল হন। ইঁহার সময়ে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, বাঙ্গলার ন্যায়, চারিটী প্রবিন্সিয়াল্ কোর্টে ও কতিপয় জেলায় বিভক্ত এবং তথায় একটী সদর দেওয়ানী ও একটী ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয় (১৮০৬)।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর সরকার প্রদেশে, পূর্ব্বেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থাপিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত আর আর সর্ব্বত্রই এক্ষণ রাইয়তোয়ারী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইল। রাইয়তোয়ারী মতে, গবর্ণমেণ্ট ভূস্বামী; এবং রাইয়তদিগের সহিত প্রতিবৎসর রাজস্ব বন্দোবস্তের নিয়ম হয়। ইতি-পূর্ব্বে ১৭৮৬ অব্দে মান্দ্রাজে "রেবেনিউ বোর্ড" সংস্থাপিত হয়।

বিলোড় সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮০৬।—মান্দ্রাজের গবর্ণর বেণ্টিঙ্ক, বিলোড়ের সিপাহী দিগকে প্যারেড্ (যুদ্ধপ্রণালী) শিক্ষার সময়ে, গোরাদিগের সমবেশী ও সমদৃশ্য করণাভিলাষে, তিলককুণ্ডল পরিত্যাগ, হনুদেশস্থ শ্মশ্রু কামান এবং পাগড়ীর পরিবর্ত্তে গো বা শূকর চর্ম্মনির্ম্মিত টুপি ব্যবহারের আদেশ প্রদান করেন। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা, ধর্ম্ম ভ্রংশের আশঙ্কায়, বিদ্রোহী হইয়া উঠে; এবং একদা রজনীযোগে, বিলোড় দুর্গের কতকগুলি গোরা সৈন্যের প্রাণ বধ করে। বিলোড়ে, টিপুর বংশীয়েরা আবদ্ধ ছিল। ইহারাই বিদ্রোহীদিগকে উত্তেজনা করিয়াছে এই বিশ্বাসে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। পরে আর্কাড় হইতে ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল জিলেশ্পি আসিয়া সিপাহীদিগকে দমন করেন। ১৮০৭ অব্দে, এই বিদ্রোহ জন্য, মান্দ্রাজের গবর্ণর, বেণ্টিঙ্ক্ পদচ্যুত, এবং বার্লো সাহেব মান্দ্রাজের গবর্ণরী পদে অবনত হন।

লর্ড মিণ্টো।

১৮০৭—১৮১৩।

১৮০৭ অব্দে, লর্ড্ মিণ্টো গবর্ণর জেনেরল হইয়া ভারতে আগমন করেন। এই সময়ে, ইউরোপে, ইংরেজ ফরাসী যুদ্ধ সমধিক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। ইংরেজ কোম্পানী, ফরাসীদের সমস্ত ভারতীয় উপনিবেশ ও ওলন্দাজদিগের যাবা দ্বীপ অধিকার করিয়া লন *। রুষ ও ফরাসীরা, পঞ্জাব, সিন্ধু,

* নেপোলিয়াম্ বোনাপার্ট, হলণ্ড অধিকার করায়, যাবাদ্বীপ ফরাসীদের হস্তগত হয়। লর্ডমিণ্টো স্বয়ং যাত্রা করিয়া উহা অধিকার করেন (১৮১১)।

কাবুল এবং পারস্য রাজগণকে ইংরেজ বিরুদ্ধে, ষড়যন্ত্রে উত্তেজনা করিয়া, ভারতে ইংরেজ রাজত্বের বিশৃঙ্খলা উৎপাদনের প্রয়াস পাইতেছিল। এই সূচনায় ভবিষ্য বিপদাশঙ্কা করিয়া, লর্ড মিণ্টো, পঞ্জাবে মেট্‌কাফ্‌কে, কাবুলে এলফিন্‌ষ্টোন্‌কে এবং পারস্যে মালকম্‌কে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিয়া, তত্রত্য রাজগণকে ইংরেজ বন্ধু হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু পঞ্জাবরাজ ব্যতীত অন্য কেহ এই অনুরোধের বাধ্য হন নাই।

রণজিৎ সিংহ ও পঞ্জাবে শিখ বলের পুনরভ্যুত্থান।—আদিতে শিখেরা নিরীহ ধর্ম্ম সম্প্রদায় ছিল। পরে মুসলমান সম্রাটগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া গুরুগোবিন্দের প্রবর্ত্তনায়, অস্ত্রধারণ করিতে শিক্ষা করে। শিখ রাজ্য, পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিসিলে (খণ্ড) বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক মিসিলে একজন সরদার থাকিত। মহাসিংহ, কোন একটী মিসিলের সরদার ছিলেন। ১৭৮০ অব্দে, গুজরাম্বালায়, মহাসিংহের, রণজিৎ নামে একটী পুত্র জন্মে। শৈশবকালে বসন্তরোগে রণজিতের একটী চক্ষু নষ্ট হয়। ইনি, ৮ বৎসর বয়সে পিতৃ মাতৃ হীন হন। ১৭৯৯অব্দে জমান সাহ দোর্‌রাণীর ভারতাক্রমণ কালে, তাঁহার কয়েকটী কামান বিতস্তানদীতে পড়িয়া যায়। রণজিৎ উহা উত্তোলনে সাহায্য করায়, জমান তাঁহাকে, লাহোরের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। অতঃপর ১০ বৎসর মধ্যে রণজিৎ, স্বীয় চতুরতা, সাহস ও পরাক্রমে শতদ্রু পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। এখন রণজিৎ, ঝিন্দ ও পাতিয়ালার ইংরেজানুগত রাজদ্বয়কে আক্রমণ করায়, লর্ড মিণ্টো, মেটকাফকে সন্ধি স্থাপন জন্য লাহোরে প্রেরণ করেন। মেটকাফের কৌশলে,

রণজিতের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি হয় যে রণজিৎ, শতদ্রু পার হইয়া, ইংরেজাধিকৃত বা আশ্রিত রাজ্য আক্রমণ করিতে পারিবেন না এবং ইংরেজেরাও, তাঁহার রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না—অর্থাৎ শতদ্রু নদী উভয়রাজ্যের সীমানারূপে নির্দ্দিষ্ট হইল (১৮০৯)। ইহার পর রণজিৎ, স্বীয় বাহুবলে তদীয় রাজ্য, উত্তরে কাশ্মীর, দক্ষিণে মুলতান, ও পশ্চিমে পেসবার পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। * তিনি ইচ্ছা করিলে ইংরেজদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু সত্য ভঙ্গ ভয়ে, আজীবন ইংরেজদিগের সহিত মিত্রতা আচরণ করেন। রণজিৎ, নিরক্ষর হইয়াও বিদ্যা ও ধর্ম্মের উৎসাহ দিতেন।

নূতন সনন্দ, ১৮১৩।—১৭৯৩ অব্দে, কোম্পানী যে সনন্দ প্রাপ্ত হন, ১৮১৩ অব্দে তাহার মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পুনরায়, ২০ বৎসরের জন্য এই মর্ম্মে নূতন সনন্দ পান—

১। ভারতবর্ষে তাঁহাদের একচেটিয়া বাণিজ্য রহিত হইয়া কেবল চীন দেশে একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষমতা রহিল;

২। এদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইল।

৩। মিশনরিরা, এদেশে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর লর্ড মিণ্টো ১৮১৩ অব্দে স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

---

* কথিত আছে, রণজিতের মৃত্যু সময়ে, কোষাগারে ১২ বার কোটি টাকা সঞ্চিত ছিল।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড ময়রা ও লর্ড আম্‌হর্ষ্ট্‌।

লর্ড ময়রা পরে মার্কুইস্‌ অব্‌ হেষ্টিংস্‌।

১৮১৩—১৮২৩।

লর্ড মিণ্টোর প্রস্থানের পর, লর্ড ময়রা ১৮১৩ অব্দে, ৫৯ বৎসর বয়সে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে দীর্ঘকাল কায করিয়া, রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

নেপালীয় গোরক্ষদের সহিত যুদ্ধ, ১৮১৪—১৮১৫।—গোরক্ষেরা রাজপুত বংশীয় ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা নেপালে আসিয়া প্রথমে উপনিবেশ স্থাপন করে। পরে ১৭৬৭ অব্দে, নেপালে প্রাধান্য স্থাপন পূর্ব্বক, স্বাধিকার বিস্তার মানসে, সন্নিহিত ইংরেজ রাজ্য আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। নেপালরাজ, ভূতোয়াল আক্রমণ করিয়া, তত্রত্য জমীদারকে বন্দী এবং ১৮ জন ইংরেজ পুলিস কর্ম্মচারীকে নিহত করেন। লর্ড ময়রা, ইহার প্রতিবিধানার্থ, যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হন, এবং সেনাপতি অক্টার্লোনি, জিলেস্পি উড্‌ ও মার্লের অধীনে চারি দল সৈন্য এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে, গোরক্ষদিগকে আক্রমণ জন্য প্রেরণ করেন। ১৮১৪ অব্দে, সেনাপতিগণ, সসৈন্যে নেপাল রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন। জিলেস্পি, গোরক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ বলভদ্র সিংহকে কলঙ্গের পার্ব্বতীয় দুর্গে অনুসরণ করিতে গিয়া নিহত

হন। উড্ ও মার্লে বিফল প্রযত্ন হইয়া ফিরিয়া আইসেন। কেবল অক্টার্লোনি, অসম সাহসে যুদ্ধ করিয়া, গোরক্ষদিগের প্রধান সেনাপতি অমর সিংহকে, রামগড় দুর্গ হইতে দূরীকরণ এবং মালাউন দুর্গে অবরুদ্ধ করিতে পারগ হন (১৮১৫)। অবশেষে গোরক্ষেরা, সেনাপতির দুরবস্থা দর্শনে, অগত্যা সিগলী নামক স্থানে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়,(১৮১৬)। এতদ্দ্বারা কমাউন, দেরাধুন ও তরাই প্রদেশ ইংরেজাধিকারভুক্ত এবং রাজধানী কাঠমণ্ডপে এক জন ইংরেজ রেসিডেণ্ট্ থাকিবার নিয়ম হয়। প্রসিদ্ধ শিমলা, মুশৌরী ও নৈনিতাল প্রভৃতি নগর উল্লিখিত প্রদেশান্তর্গত। এই যুদ্ধের পর লর্ড ময়রা, "মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্" ও অক্টার্লোনি, "স্যর" উপাধি প্রাপ্ত হন। শেষোক্তের স্মরণার্থে কলিকাতায় প্রসিদ্ধ "অক্টার্লোনি মনুমেণ্ট" নির্ম্মিত হয়

পিণ্ডারী যুদ্ধ, ১৮১৪—১৮১৭।—পিণ্ডারী দস্যু দল, আফগান ও জাঠ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি সম্মিলিত। ১৮০৪ অব্দ হইতে, ইহারা লুণ্ঠনবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক, একাদিক্রমে ১২ বৎসর কাল, মধ্যে ভারতের নানা স্থানে, বিবিধ অত্যাচার করিয়া বেড়াইত। এইরূপে, আমির খাঁ, করিম খাঁ ও চেতুর অধীনে প্রায় ৬০ হাজার পিণ্ডারী দস্যু একত্রে দলবদ্ধ হয়। মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস্, এই দস্যু দলকে দমন করিবার জন্য, চারি দল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহারা চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া, পিণ্ডারীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় (১৮১৭)। প্রধান অধিনায়ক আমীর খাঁ, টঙ্কের আধিপত্য পাইয়া শান্তভাব অবলম্বন করে। টঙ্কের বর্ত্তমান

নবাবেরা ইহারই বংশধর। চেতু, জঙ্গলে পলায়ন করিয়া, অবশেষে আসির গড়ের নিকট, ব্যাঘ্র কর্তৃক বিনষ্ট হয়। অতঃপর হতাবশিষ্ট পিণ্ডারীরা দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, শান্তভাবে কৃষিকার্য্য করিতে থাকে।

মহারাষ্ট্রীয় চতুর্থ বা শেষ যুদ্ধ, ১৮১৭—১৮১৮।— এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় এই শেষযুদ্ধে, সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশ, ইংরেজ করকবলিত হয়। পেসবার রাজ্য লইয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি সম্প্রসারিত এবং কতিপয় জেলায় বিভক্ত হয়। এলফিন্‌ষ্টোন, বোম্বাইয়ের গবর্ণর হন। সেতারা, গোবালিয়র, নাগপুর ও ইন্দোরের ভূপতিগণ ইংরেজাশ্রিত হইয়া পড়েন।

মার্কুইস্‌ অব্‌ হেষ্টিংসের সময়ে, হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত ও সংস্কৃত কলেজের সূত্রপাত হয়। সমাচার দর্পণ নামে বাঙ্গলা সংবাদপত্র প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় (১৮১৮)। লর্ড হেষ্টিংস্‌ বিলক্ষণ শ্রমশীল ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তাঁহার সময়ে কোম্পানীর আয় ৬ কোটী টাকা বৃদ্ধি হয়।

লর্ড আম্‌হর্ষ্ট্‌।

১৮২৩—১৮২৮।

লর্ড হেষ্টিংসের প্রস্থানের পর, আড্যাম্‌ নামক জনেক সিবিল কর্ম্মচারী, কয়েক মাস গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পরে লর্ড আম্‌হর্ষ্ট্‌, গবর্ণর জেনেরল হইয়া, ভারতবর্ষে উপনীত হন।

ব্রহ্মদেশীয় প্রথম যুদ্ধ, ১৮২৪—১৮২৬।—আলমপুরা রাজবংশের অধীনে ব্রহ্মদেশীয়েরা আসাম, কাছাড়, মণিপুর প্রভৃতি ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তর্গত প্রদেশ নিচয় অধিকার পূর্ব্বক, মহা গর্ব্বিত হইয়া উঠে। পরে ইংরেজদিগকে অক্ষম মনে করিয়া, সাহাপুর দ্বীপ অধিকার করিয়া লয়; এবং তত্রত্য সমস্ত ইংরেজ সিপাহী ও কতিপয় গোরাকে নিহত করিয়া, ইংরেজ মিত্র আরাকানরাজকে আক্রমণ করে। এজন্য লর্ড-আম্‌হর্ষ্ট্, ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তদনুসারে ইংরেজ সেনানী ক্যাম্বল্, সসৈন্যে ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। ইনি দানাবু-যুদ্ধে, ব্রহ্মদেশীয় সেনাপতি বন্দুলাকে নিহত করেন (১৮২৫)। পর বৎসর, ক্যাম্বল্, পাঘানের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়া, রাজধানী আভা অভিমুখে অগ্রসর হন। ব্রহ্মরাজ ভয় পাইয়া রাজধানীর অনতিদূরবর্ত্তী য্যান্দাবু নামক স্থানে, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধিতে আসাম, আরাকান ও টিনাসেরিম প্রদেশত্রয়, এবং যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ এক কোটী টাকা ইংরেজেরা প্রাপ্ত হন (১৮২৬)।

বারাকপুর সিপাহী বিদ্রোহ ১৮২৬।—ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধের সময়ে, যৎপরোনাস্তি কষ্টে ও ধর্ম্ম বিগর্হিত আচরণে, বারাকপুরস্থ সিপাহীরা, বিদ্রোহী হইয়া উঠে। অবশেষে সেনাপতি প্যাজেট, অবাধ্য সৈনিকদিগকে কামানে উড়াইয়া দিবার ভয়প্রদর্শন করায়, ইহারা বশ্যতা স্বীকার করে (১৮২৬)।

ভরতপুরের দুর্গজয়, ১৮২৬।—ভরতপুরের রাজা বলদেব সিংহ, বলবন্ত সিংহ নামক একটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র

রাখিয়া লোকান্তরিত হওয়ায়, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্জ্জনশাল, এই শিশুকে পদচ্যুত করিয়া রাজা হন। ইংরেজেরা বলবন্ত সিংহের প্রধান সহায় ছিলেন। এজন্য ইংরেজ সেনানী লর্ড কম্বর্মিয়ার, সসৈন্যে গমন করিয়া, দুর্ভেদ্য ভরতপুর দুর্গ অধিকার এবং নাবালক বলবন্তকে পুনঃ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি।—লর্ড আমহর্ষ্টের সময়ে সংস্কৃত অধ্যাপক উইলসনের প্রযত্নে কলিকাতায় একটী সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপিত হয় (১৮২৪)। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রভাকর পত্রিকা প্রচারিত ও রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত উদ্ভাবিত হয়। ১৮২৮ অব্দে লর্ড আমহর্ষ্ট স্বদেশ যাত্রা করেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও মেটকাফ।

লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক্।

১৮২৮—১৮৩৫।

লর্ড আম্‌হর্ষ্টের পর মান্দ্রাজের পূর্ব্বতন গবর্ণর লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিক্, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। ইঁহার সময়ে বিশেষ কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। কেবল বারাসতে, তিতুমীর নামক বুজরুক্ মুসলমানধর্ম্ম প্রবল করণাশয়ে, হিন্দুদিগের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করে, এবং ছোট-

নাগপুরের কোলেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। লর্ড বেণ্টিঙ্ক পরিণামে উভয়কেই দমন করেন (১৮৩১)। এই সময়ে কাছাড় প্রদেশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়।

কূর্গ অধিকার, ১৮৩৩।—কূর্গের অধিপতি চিক্কবীর রাজ, সমধিক দুরন্ত ও প্রজাপীড়ক হইয়া উঠেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রাজার চরিত্র সংশোধনার্থে অনুরোধ করিয়া পাঠান। পত্র অগ্রাহ্য করায়, এক দল ইংরেজ সৈন্য কূর্গে প্রেরিত হয়। রাজা পরাজিত হইয়া, বারাণসী-বাসে আদিষ্ট হন; এবং কূর্গ প্রদেশ ইংরেজাধিকার ভুক্ত হয়।

মহীশূরের শাসনভার গ্রহণ, ১৮৩২।—১৭৯৯ অব্দে, মহীশূর রাজ্যের একাংশ, হিন্দু বংশীয় কৃষ্ণরাজের হস্তে অর্পিত হয়। রাজা অতিশয় বিলাসপ্রিয় ও অপব্যয়ী হওয়ায়, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, সমস্ত রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৮১ অব্দে ইহার শাসনভার পুনরায় পূর্ব্বতন হিন্দুবংশীয়ের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে।

রাজ্যসম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কার।—ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধে ১৪ কোটী টাকা ব্যয় হওয়ায়, কোম্পানীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বেণ্টিঙ্ক, বার্ষিক দেড় কোটী টাকা ব্যয় সংক্ষেপ, অন্যায়রূপে নাখেরাজ ভূমি হইতে কর গ্রহণ এবং মালব-প্রদেশে অহিফেনের শুল্ক অবধারণ করিয়া, রাজস্বের সমধিক উৎকর্ষ সাধন করেন।

সহমরণ প্রথা রহিত করণ, ১৮২৮। ৪ ঠা ডিসেম্বর।—পূর্ব্বকালে, ভারতের হিন্দুসমাজের বিধবা মহিলারা, একান্ত পতিভক্তি ও সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক

পরকালে স্বর্গলাভাশায়, মৃত পতিসহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করিত। কালক্রমে, অধিকাংশ স্থলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ঐ কার্য্য বলপূর্ব্বক নিষ্পন্ন হইত। সদাশয় বেণ্টিঙ্ক্, মহাত্মা রামমোহন রায় * ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের † সতীদাহ

---

* রাজা রামমোহন রায়।—১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে, সুপ্রসিদ্ধ রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। ইনি, স্বীয় অধ্যবসায় গুণে, সংস্কৃত, আরবী, ইংরেজী, লাটিন, হিব্রু, গ্রীক প্রভৃতি ৮টী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। রামমোহন রায়, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, একেশ্বরবাদ সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের মত উদ্ভাবন, এবং তৎসম্বন্ধে কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা হইতেই প্রথমে, বাঙ্গলাভাষায়, গদ্য রচনা আরম্ভ হয়। রামমোহন রায়, বিবিধ ধর্ম্মের সার মর্ম্ম পরিজ্ঞানার্থে নানা দেশ পর্য্যটন করেন। অবশেষে ইংলণ্ডে গমন করিয়া, ব্রিষ্টল নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন এবং তন্নগরস্থ সমাধি মন্দিরে সমাহিত হন (১৮৩৩)। বঙ্গবাসীর মধ্যে, ইনিই, প্রথম ইংলণ্ডে গমন করেন (১৮৩০)। ১৮২৮ অব্দে, কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজ ইঁহাদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশেই ইঁহার অধিক সম্মান ছিল। রামমোহন রায়ের অসাধারণ উদারতা ও প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা গুণে, ইউরোপের অনেক খৃষ্টান তাঁহাকে মহাপুরুষ ঈশার তুল্য ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত।

† দ্বারকানাথ ঠাকুর।—ইনি, কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সাহায্যে, পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রযত্নে, রামমোহন রায়ের আদি ব্রাহ্মসমাজ কোনরূপে চলিতে থাকে। পরে ১৮৩৮ অব্দে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহাতে যোগ দেওয়ায়, ইহার সমধিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর ল্যাণ্ড্ হোল্ডার্স্, (বর্ত্তমান বৃটিস ইণ্ডিয়ান) এসোসিয়েসন্ প্রভৃতি দেশহিতকর সভা স্থাপন করিয়া, ১৮৪২ ও ১৮৪৫ অব্দে, ক্রমান্বয়ে, দুইবার বিলাত গমন করেন। তথায় বেলফাষ্ট নগরে ১৮৪৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয বচনাদিব সাহায্যে, হিন্দুদিগেব বিবিধ আপত্তি সত্ত্বেও ঐ নৃশংস প্রথা বহিত কবেন। এতদ্ব্যতীত, উডিষ্যার পার্ব্বত্য খন্দ জাতিব মধ্যে, ভূমিব উৎকর্ষ সাধন জন্য,নববলীব; এবং বাজপুতদিগেব কন্যাবিবাহে, বহু অর্থ ব্যয ও উপযুক্ত পাত্রা-ভাব বলিয়া শিশু বালিকাদিগকে অনশনে বা অহিফেন সেবনে প্রাণবধেব কুপ্রথা উন্মূলনার্থ বেণ্টিঙ্ক বিশেষ যত্নবান হন।

ঠগী নিবারণ, ১৮২৯।—মুসলমান বাজত্বেব ভগ্নদশা হইতে,ঠগী নামক নবহত্যাকাবী দস্যুবা,ভাবতেব সর্ব্বত্রে,পথিক-দিগেব সর্ব্বস্বাপহবণ মানসে গলায ফাঁস দিযা প্রাণবধ কবিত। লড বেণ্টিঙ্ক, ঠগী দমনার্থ কাপ্তেন শ্লিমানেব অধীনে ঠগী ডিপার্টমেণ্ট, নামে একটী কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত কবিয়া তাহা-দিগেব উপদ্রব বহিত কবেন।

১৮৩৫ অব্দে বেণ্টিঙ্ক, কোম্পানীব প্রদত্ত লক্ষ টাকা ইংবেজী বিদ্যাশিক্ষার্থে ব্যয কবাব আদেশ এবং ইউবোপীয চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার্থে, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত কবেন। তিনি এতদ্দেশীযদিগকে, উচ্চপদ দিবাব জন্য, ডেপুটি কালেক্‌টব ও সদরালা পদেব সৃষ্টি, প্রবিন্সিযাল কোর্ট বহিত, কলেক্টব-দিগেব হস্তে পুনবায ফৌজদাবী এবং জজদিগেব প্রতি দাযবার বিচাবভাব অর্পণ কবেন। কতিপয জেলা লইযা এক একটী বিভাগ ও প্রতি বিভাগে এক একজন কমিস্তনব নিয়োগেব নিয়ম হয। অতঃপব বেণ্টিঙ্ক, এলাহাবাদে একটী রেবেনিউ বোর্ড ও সদব আদালত সংস্থাপন পূর্ব্বক, কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন মানসে, উত্তব পশ্চিম প্রদেশীয় প্রজাদের সহিত ৩০ বৎসরের মিয়াদে বাইযতোযারী বন্দোবস্ত কবেন।

নূতন সনন্দ, ১৮৩৩।—১৮১৩ অব্দে প্রাপ্ত সনন্দের মিয়াদ অতীত হওয়ায়, ইংরেজ কোম্পানী পুনরায় ২০ বৎসরের জন্য সনন্দ প্রাপ্ত হন। এতদ্দ্বারা, ১। কোম্পানীর চীন দেশীয় এক চেটিয়া ব্যবসায় রহিত হয়। ২। সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরল, সমস্ত ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ৩। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, একজন লেফ্‌ট্‌নেণ্ট গবর্ণর নিয়োগের আদেশ হয়। ৪। সেনাপতি ব্যতীত ৪ জন, কৌন্সিলের সদস্য হইবেন, তন্মধ্যে তিন জন, এতদ্দেশীয় সিবিল বা মিলিটারি ডিপার্টমেণ্ট হইতে, ডিরেক্টর কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন এবং চতুর্থ সদস্য (ব্যবস্থা সচিব) ইংলণ্ড হইতে, রাজ সম্মতিক্রমে নিযুক্ত হইয়া আসিবেন। ৫। ইউরোপীয় অন্যান্য জাতিরা, এদেশে আসিয়া, কোম্পানীর অধিকার মধ্যে, ভূমিক্রয় কিম্বা পাট্টা করিয়া লইয়া, বাস করিতে পারিবে। ৬। ব্যবস্থাপক সভার সহকারিতা জন্য "ল কমিসন" নামে সভা স্থাপিত হয় এবং ব্যবস্থাপক সমাজের চতুর্থ মেম্বর মেকলে সাহেব ইহার সভাপতি হন। মেকলে প্রণীত "পিনালকোড" এক্ষণ ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত। ৭। বর্ণ, জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, ভারতবাসীরা সমস্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

চরিত্র। বেণ্টিঙ্ক সাতিশয় সদাশয় ও প্রজাহিতৈষী গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। তিনি উল্লিখিত সমস্ত দেশ-হিতকর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ১৮৩৫ অব্দের মে মাসে, স্বদেশ যাত্রা করেন।

স্যর্ চার্ল্‌স্ মেট্‌কাফ্।

১৮৩৫—১৮৩৬।

চার্ল্‌স্ থিযো ফাইলাস্ মেট্‌কাফ্, ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানীব জনৈক ডিবেক্টবেব পুত্র। ইনি ১৭৯৯ অব্দে, ১৫ বৎসব বয়সে, কেবাণী হইয়া এদেশে আইসেন, এবং কার্য্যতৎপবতা জন্য অচিবে উন্নতি লাভ কবেন। ১৮০৭ অব্দে, মেট্‌কাফ্, ২৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, লর্ড মিণ্টো কর্ত্তৃক দূত স্বরূপ, বণজিৎ সিংহেব সভায প্রেবিত হন। ইঁহাবই কৌশলে প্রবল পবাক্রান্ত বণজিৎ, ইংবেজদিগেব সহিত সন্ধি কবেন। পবে ইনি, ১৮২০অব্দে নিজাম বাজ্যে, বৃটিস্ বেসিডেণ্টরূপে নিযুক্ত হন। ইহাব পব মেটকাফ্ ব্যবস্থাপক সভাব সভ্যপদ লাভ কবেন। অনন্তব ১৮৩৫ অব্দে, বেণ্টিঙ্কের প্রস্থানেব পব, লর্ড অক্‌লাণ্ডেব আগমন পর্য্যন্ত, প্রায় এক বৎসব কাল, ইনি গবর্ণব জেনেবলেব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। মুদ্রাযন্ত্রেব স্বাধীনতাই মেট্‌কাফ্ সাহেবেব শাসন কালেব প্রধান ঘটনা।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ১৮৩৫। ১৫ই সেপ্টেম্বর।—এযাবৎ স্বাধীনরূপে শাসনকার্য্যেব দোষগুণ সমালোচনা কবা, সংবাদপত্রেব অধিকাব ছিল না। কবিলে দণ্ডার্হ হইতে হইত। উদাবচেতা বেণ্টিঙ্ক ইহাব সুব্যবস্থা কবণেব ইচ্ছুক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সহসা এদেশ হইতে গমন করায়, মেট্‌কাফ্ কর্ত্তা হইযা, মন্ত্রী সভাব সভ্য মেকলেব অনুমোদনে, "মুদ্রণ-স্বাধীনতা" আইন লিপি বদ্ধ ও কার্য্যে পরিণত করেন। ইহাতে দেশেব মহান্ উপকাব, সাধিত হয়। কলিকাতা বাসীবা ইহাব স্মবণার্থ চাঁদা সংগ্রহ দ্বারা, মেট্-

কাফ্ হল নামে একটী প্রশস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, তথায় তদীয় প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি এবং সর্ব্ব সাধারণের পাঠার্থ একটী পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

মুদ্রণ স্বাধীনতা প্রদানে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিরক্ত হওয়ায়, মেট্‌কাফ্ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ গমন করেন। ইহার পর ১৮৩৯ অব্দে, ইনি জামেকার গবর্ণর, এবং ১৮৪২ অব্দে, কানাডার গবর্ণর জেনেরল হন। অতঃপর, ১৮৪৫ অব্দে, মেট্‌কাফ্ ইংলণ্ডে গিয়া লর্ড উপাধি লাভ করেন।
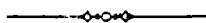
পঞ্চ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড অক্‌লাণ্ড্ ও এলেনবরা।

লর্ড অক্‌লাণ্ড।

১৮৩৬—১৮৪২।

১৮৩৬ অব্দের মার্চ্চ মাসে, লর্ড অক্‌লাণ্ড, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। ইহার শাসন কাল, কেবল মাত্র আফগান যুদ্ধেই পর্য্যবসিত হয়।

প্রথম আফগান যুদ্ধ, ১৮৩৯—১৮৪২।— ১৭৪৭ অব্দে, আহম্মদ সাহ দোররাণী আফগানিস্থানে আধিপত্য সংস্থাপন করেন। ১৮২৩ অব্দ পর্য্যন্ত, দোররাণী বংশীয়েরা, তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। আফগানিস্থান ভারতের

পশ্চিম সীমায় অবস্থিত। ইহা অত্যুচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী ব্যবধানে সন্নিহিত পঞ্জাব হইতে পৃথক্। পর্ব্বতের মধ্য দিয়া গমনাগমন জন্য খাইবার, বোলান প্রভৃতি দুর্গম ও ভীষণ গিরিসঙ্কট বিদ্যমান আছে। মামুদগজনী প্রভৃতি বিদেশীয় আক্রমণকারীরা এই সমস্ত পথ দিয়া ভারতে আগমন করিতেন। এজন্য আফগান শাসনকর্ত্তা দিগের সহিত মিত্রতা বন্ধনে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের চিরদিন অভিলাষ থাকে; যেন আফগানস্থানই বিদেশীয় শত্রুর ভারতাক্রমণের অন্তরায় হইয়া উঠে। লর্ড আমহর্ষ্টের সময়ে, আহম্মদ সাহের পৌত্র সাহসুজা কাবুলের অধিপতি ছিলেন। ইনি, স্বীয় সহোদর মামুদ কর্ত্তৃক, রাজ্যভ্রষ্ট হন। অতঃপর বরাকজি জাতিরা মামুদকে নিহত করে। বর্ত্তমান সময়ে বরাকজি জাতীয় দোস্তমহম্মদ কাবুলের আমীর ছিলেন এবং রাজ্যচ্যুত সাহসুজা ইংরেজ আশ্রয়ে লুধিয়ানায় বাস করিতে ছিলেন, ওদিকে রুসিয়ানেরা প্রচণ্ডবেগে মধ্য আশিয়ায় অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের সাহায্যে পারসীকেরা হিরাত আক্রমণ করে। রুসীয়েরা কাবুলের মধ্য দিয়া, ভারতে প্রবেশ করিতে না পারে এই মর্ম্মে লর্ড অক্লাণ্ড দোস্ত মহম্মদ সহ সদ্ভাব সংস্থাপনার্থ, আলেকজণ্ডর বার্ণেসকে দূত স্বরূপ কাবুলে প্রেরণ করেন। কিন্তু দোস্তমহম্মদ ইহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, লর্ড অক্লাণ্ড, রাজ্যভ্রষ্ট সাহসুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত করিতে কৃত সঙ্কল্প হন। এইজন্য আফগান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৮৩৯ অব্দে, স্যরজন কিয়ান্, শেল্, এবং সেনাপতি এলফিন্‌ষ্টোন্ মেক্‌নাটন্ সাহেব সহ, ৩১ সহস্র সৈন্য লইয়া, বোলান গিরি সঙ্কট দিয়া

আফগান স্থান অভিমুখে যাত্রা করেন। পরে গিজনী-দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক, রাজধানী কাবুলে প্রবেশ করত তথায় সাহ সুজাকে মহাসমারোহে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৩৯)। দোস্তমহম্মদ রাজ্যের উত্তর সীমাস্থ জঙ্গলে পলায়িত হন। অতঃপর কাবুলের সুশাসনজন্য, অক্লাণ্ড, সাহসুজার অধীনে অল্পসংখ্যক সৈন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্য ভারতে প্রত্যানয়ন করেন। পরবৎসর দোস্তমহম্মদ, স্যর উইলিয়ম মেক্‌নাটন্ সমীপে আত্মসমর্পণ করায়, বন্দীভাবে কলিকাতায় প্রেরিত হন (১৮৪০)।

ইহার পর প্রায় একবৎসর কাল, আফগান স্থান শান্তভাবে ছিল। পরিশেষে সাহসী ও স্বাধীনতা প্রিয় আফগানেরা, দোস্তমহম্মদের পুত্র আকবরখাঁর অধীনে, ইংরেজ বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া বিষম উৎপাত আরম্ভ করে, (১৮৪১ ডিসেম্বর)। পোলিটিকেল এজেণ্ট স্যর আলেক্‌জণ্ডর্ বার্নেস্ ও পোলিটিকেল আফিসর্ স্যর উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ নিহত হন। সেনাপতি এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ পীড়িত হইয়া পড়েন। কতিপয় ইংরেজ কর্ম্ম-চারী ও স্ত্রীলোক আকবর কর্তৃক বন্দী হয়। অবশেষে প্রায় চারি সহস্র ইংরেজ সৈন্য প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিতে আরম্ভ করে। কিন্তু বরফাবৃত কুর্দ্দ্‌কাবুল ও জগদলক্ গিরিবর্ত্ম অতিক্রমকালে, দুরন্ত শীতে এবং পার্ব্বতীয় কাবুলীদিগের অস্ত্রাঘাতে, ডাক্তার ব্রাইডন ব্যতীত সমুদায়ই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ব্রাইডন্, জেলালা-বাদে উপনীত হইয়া, ইংরেজদিগের দুর্গতিবার্ত্তা বর্ণন করেন। প্রথম আফগান যুদ্ধের এই শোচনীয় ঘটনার এক মাস পরেই

লর্ড অক্‌লাণ্ড্‌ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করেন (১৮৪২)।

লর্ড এলেন্‌বরা।

১৮৪২—১৮৪৪।

প্রথম আফগান যুদ্ধের শেষ, ১৮৪২।—এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে, লর্ড এলেনবরা ভারতবর্ষে আগমন করেন। এযাবৎ সেনাপতি শেল, জেলালাবাদে, ও নটসাহেব কান্দাহারে আত্মরক্ষা করিতে ছিলেন। লর্ডএলেন্‌বরা আসিয়াই, জেনেরল পলক্‌কে সসৈন্যে তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। পলক্‌, জেলালাবাদে শেলকে শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া,তৎসমভিব্যাহারে কাবুল অভিমুখে যাত্রা করেন। এদিকে নট গজনী উৎসন্ন করিয়া, তাহাদের সহিত সম্মিলিত হন। সেনানীত্রয়ের আগমন বার্ত্তাতেই, আকবর সাহসুজার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক, ইংরেজ বন্দীদিগকে বামিন নামক স্থানে একজন কাবুলীয় সামন্তের অধীনে রাখিয়া, রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করেন। সম্মিলিত ইংরেজ সৈন্য, বন্দীগণকে উদ্ধার পূর্ব্বক, কাবুলের প্রকাণ্ড বাজার ছারখার ও দুর্গাদি ভূমিসাৎ করিয়া মহোল্লাসে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর দোস্ত মহম্মদ, বিমুক্ত হইয়া কাবুলে ফিরিয়া গেলে, সমস্ত গোলযোগের অবসান হয়। এইযুদ্ধে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রচুর অর্থব্যয়, বহুল সৈন্যক্ষয় এবং গৌরবের ন্যূনতা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় নাই।

সিন্ধু দেশাধিকার, ১৮৪৩।—১৮৩৯ অব্দের সন্ধির নিয়মানুসারে, সিন্ধুরাজ্যে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট থাকিবার এবং বার্ষিক তিনলক্ষ টাকা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে দিবার কথা হয়। বর্ত্তমান সময়ে মেজর আউটরাম (পরে স্যর্ জেম্স্ আউটরাম নামে প্রসিদ্ধ) হাইদরাবাদের রেসিডেণ্ট ছিলেন। আফগান যুদ্ধের সময়ে, সিন্ধুদেশীয় আমীরেরা ইংরেজদিগের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছে এই সন্দেহে, লর্ড এলেনবরা সেনাপতি স্যরচার্ল্স্ নেপিয়ারকে, তদনুসন্ধানার্থে প্রেরণ করেন। আমীর্ প্রধান বৃদ্ধ মীর রস্তমের প্রতিদ্বন্দ্বী, তদীয় ভ্রাতা আলী মোরাদের কুচক্রে, স্যরচার্ল্স্ নেপিয়ার, তদ্বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হন। হায়দরাবাদ ও তৎসন্নিহিত মিয়ানিতে সিন্ধুঅধিবাসী বেলুচি সেনাদিগের সহিত যে দুই যুদ্ধ হয়, তাহাতে আমীরেরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও সিন্ধুদেশ ইংরেজ কর কবলিত হয়। এইরূপে লর্ড এলেনবরা অন্যায় পূর্ব্বক সিন্ধুদেশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করিয়া, স্যর চার্ল্স্ নেপিয়ারকে তৎশাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন।

গোয়ালিয়রের গোলযোগ, ১৮৪৩।—১৮২৭ অব্দে, দৌলৎরাও সেন্ধিয়া পরলোক গমন করেন। অতঃপর পোষ্যপুত্র জনকজী সেন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে, তাঁহার বিধবা মহিষী তারাবাই, জৈযাজী নামক একটী বালককে পোষ্যপুত্র রাখেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উভয়কে তরুণ বয়স্ক দেখিয়া জনকজীর মাতুল মামা সাহেবকে তাঁহাদিগের অভিভাবকরূপে নিযুক্ত করেন। কিন্তু রাজ্ঞী কুচক্র করিয়া, দাদা খাস্‌জী নামক এক ব্যক্তিকে অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে

গোবালিযরে ভযানক গোলযোগ উপস্থিত হয। এই গোল-যোগ নিবাবণ জন্য সেনাপতি স্তব হিউ গফ্ গোবালিযরে প্রেবিত হন। মহাবাজপুব ও পনিযবে বাণীবপক্ষেব মাবহাট্টা-দেব সহিত ক্রমে যে দুইটী যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংবেজপক্ষ জয-লাভ কবেন। এই হইতে গোবালিযব বাজ্য ইংবেজ আশ্রিত হয়। অতঃপব লর্ড এলেন্‌ববা গোবালিযবে পৌঁছিযা, নিম্ন লিখিত নিযমে সন্ধিস্থাপন কবেন—যুববাজ জৈবাজী যাবৎ বযঃপ্রাপ্ত না হইবেন, ততদিন ৬ জন প্রধান সবদাব এক যোগে বাজ্য শাসন কবিবেন, এবং সকল বিষযেই ইংবেজ বেসিডেণ্টেব পবামর্শ লইতে হইবে। অপিচ একদল ইংবেজ সৈন্য গোবালিযবেব বাজধানীতে থাকিবে, আব সেন্ধিয়াব বাজ্যে ৯ সহস্রেব অধিক দেশীয সৈন্য থাকিতে পাবিবে না।

ডিবেক্টব্ সভাব অমতে এই সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত হওযায, লর্ড এলেন্‌ববা হঠাৎ পদচ্যুত হন এবং তৎপদে হার্ডিঞ্জ্ নিযুক্ত হইযা আইসেন (১৮৪৪)। লর্ড এলেনববাব সমযে, দেশীযদিগেব জন্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পদেব সৃষ্টি ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রচাবিত হয।

ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড হার্ডিঞ্জ্।

১৮৪৪—১৮৪৮।

স্তর হেন্‌রি (পরে বাইকাউণ্ট) হার্ডিঞ্জ্‌, একজন রণ কুশল ও সাহসী বীর ছিলেন। ইনি, যখন ইউরোপে ডিউক অব ওয়েলিংটনের অধীনে পেনিনস্থুলার যুদ্ধে নিযুক্ত থাকেন, তখন ওয়াটার্লুর সমরক্ষেত্রে, ইঁহার বাম হস্ত গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায়, অস্ত্রচিকিৎসকদ্বারা কাটাইতে হয়। তজ্জন্য সাধারণ্যে ইনি "হাতকাটা গবর্ণর" বলিয়া পরিচিত। হার্ডিঞ্জ রণপণ্ডিত হইয়াও অকারণ যুদ্ধ বাঁধাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না, প্রত্যুত শান্তি স্থাপনেরই যত্ন পাইতেন। কিন্তু এ দেশে আগমনের অব্যবহিত পরেই, তাঁহাকে রণজিৎসিংহের খালসা সৈন্যসহ অগত্যা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

প্রথম শিখযুদ্ধ, ১৮৪৫।—পঞ্জাবাধিপতি প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা রণজিৎ সিংহ তিনটী পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র খড্গা সিংহ পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া, ধ্যানসিংহ নামক জনৈক ব্যক্তিকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করেন। খড্গার মৃত্যুর পর, মধ্যম পুত্র সেরসিংহ রাজা হন। ইনি নিহত হইলে, কনিষ্ঠপুত্র পঞ্চম বর্ষীয় বালক দলীপ সিংহাসনে অধিরূঢ় এবং ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহ মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত হন। হীরা সিংহের নিধনের পর, দলীপের

মাতা মহারাণী ঝিন্দুনা ও তৎপ্রণয়াস্পদ লালসিংহের হস্তে সমগ্র রাজ্যভার পতিত হয়। লালসিংহ ঘোর বিলাস পরতন্ত্র হইয়া উঠেন। উপর্য্যুপরি রাজ পরিবর্ত্তনে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান রাজা নাবালক ও মহারাণী ঝিন্দুনা রাজ্য শাসনে অপারগ হন। এতাবৎ কারণে প্রবল খালসা সৈন্যেরা অবাধ্য হইয়া উঠে এবং রাজ্য মধ্যে বিবিধ অত্যাচার আরম্ভ করে; এজন্য রাণী ঝিন্দুনা মন্ত্রী লালসিংহ ও সেনাপতি তেজসিংহের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক, ইহাদিগকে রাজ্যান্তরে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিয়া স্বরাজ্যের শান্তি স্থাপন অভিপ্রায় করেন; এবং শতদ্রু পার হইয়া ইংরেজ রাজ্য আক্রমণ করিতে অনুমতি দেন। তদনুসারে ৬০ হাজার খালসা সৈন্য সেনাপতি লালসিংহ ও তেজসিংহের অধীনে, ১৫০ কামান লইয়া, ইংরেজ রাজ্যে অবতীর্ণ হয়। ইতিপূর্ব্বেই, গবর্ণর জেনেরল, শিখদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, লুধিয়ানা, ফিরোজপুর ও অম্বালায়, ৪০ সহস্র সৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক আপনাদিগের রাজ্যের সীমানা রক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন এবং প্রধান সেনাপতি স্যর হিউ গফের সহিত স্বয়ং অম্বালায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। ১৮৪৫ অব্দে, মুদ্‌কী ও ফিরোজসহরে এবং ১৮৪৬ অব্দে, আলিওয়াল ও সোব্রাওঁয়ে ক্রমান্বয়ে চারিটী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল, স্যর হিউ গফ, লিট্‌নার, ও স্যর হারি স্মীথ ইংরেজ সেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। মুদ্‌কীতে ও সোব্রাওঁয়ে স্যর হিউ গফ, ফিরোজ সহরে স্বয়ং হার্ডিঞ্জ, লিট্‌নার ও গফ এবং আলিওয়ালে স্যর হারি স্মীথের অধীনে ইংরেজ সৈন্য

বহু কষ্টে জয লাভ করে। এই চারিটী যুদ্ধেই শিখেরা বিলক্ষণ শৌর্য্য প্রকাশ ও অসম সাহসীকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু পরিণামে ইংরেজদিগেরসহিত তেজসিংহ ও লালসিংহের গোপন ষড়যন্ত্রে ইহাদিগকে পরাজিত হইতে হয়। ১৮৪৬ অব্দের ৯ই মার্চ্চ তারিখে, মিয়ানমীর নামক স্থানে, কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা গোলাপ সিংহের মধ্যস্থতায, শিখ ও ইংরেজদিগের যে সন্ধি হয, তাহাতে বৃটিস্ গবর্ণমেণ্ট শতদ্রু ও বিপাসার মধ্যবর্ত্তী জলন্দর দোয়াব, এবং যুদ্ধের ব্যয স্বরূপ অর্দ্ধ কোটী টাকা ও কাশ্মীর প্রদেশ প্রাপ্ত হন; দলীপ সিংহকেই পঞ্জাবের অধিপতি বলিযা স্বীকার করিয়া, হেন্‌রি লরেন্সকে ইংরেজ রেসিডেণ্টরূপে নিযুক্ত করেন, আর শিখ সেনাদিগকে রাজ্য হইতে অপসারিত করিয়া সমস্ত কামান আপনারা লইলেন এবং একদল ইংরেজ সৈন্য পঞ্জাবে থাকিবার নিয়ম করিলেন। রণজিতের জীবদ্দশায় গোলাপ সিংহ কাশ্মীরের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণ গোলাপ ইংরেজদিগের নিকট হইতে, এক কোটী টাকায, কাশ্মীর প্রদেশ ক্রয করিয়া, স্বাধীন রাজা বলিযা গণ্য হইলেন। ইহার পর লাল সিংহ বিরুদ্ধাচরণ করায, রাজ্য হইতে নিষ্কাসিত হন। দলীপের সঙ্গে, ১২ই ডিসেম্বর পুনরায় আর একটি সন্ধি হয়—ইহাতে দলীপ নাবালক থাকা পর্য্যন্ত, ৮ জন শিখসরদার এক যোগে হেনরি লরেন্সের পরামর্শানুসারে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এই নিয়ম হয। এই যুদ্ধের পর হার্ডিঞ্জ্ ও গফ্ উভয়েই "লর্ড" উপাধি প্রাপ্ত হন।

হিতকর কার্য্য।—ইঁহার সময়ে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষার

জন্যে ১০১টী হাডিঞ্জ্ স্কুল সংস্থাপিত হয়। ঠগী উপদ্রব, শিশু সন্তান বধ, সতীদাহ ও নবহত্যা প্রভৃতি দুষ্কার্য্যেব যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, লর্ড হার্ডিঞ্জ্ তাহা সম্পূর্ণরূপে নিবাবণ কবেন; বড বড় নগবে খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য জিনিষেব সমাগম কালীন "অক্ত্রয" নামে যে শুল্ক দিবাব নিযম ছিল হার্ডিঞ্জ তাহা বহিত কবিযা স্বাধীন বাণিজ্যেব উন্নতি সাধন কবেন, (১৮৪৭)। উত্তব পশ্চিম প্রদেশস্থ লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণব টমসন্ সাহেব, কডকিতে একটী ইঞ্জিনিযাবিং কলেজেব সূত্রপাত কবেন, লর্ড হার্ডিঞ্জ্ এই কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দেন। অনন্তব ১৮৪৮ অব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ্ স্বদেশ যাত্রা কবেন। ইনি একজন প্রজাবৎসল, বণ-কুশল ও সুদক্ষ বাজনীতিজ্ঞ গবর্ণব বলিযা প্রসিদ্ধ।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড ডাল্‌হৌসী।

১৮৪৮—১৮৫৬।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, লর্ড ডাল্‌হৌসী, ৩৬বৎসব বয়ঃক্রম কালে, এ দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া আইসেন।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ, ১৮৪৮—১৮৪৯।—মুলতানের শাসনকর্ত্তা মুলবাজ সহ, লাহোর দববাবেব অনৈক্য হওয়ায়,

ইনি কর্ম্মচ্যুত হন। লাহোর দরবার হইতে আগ্নিউ ও আণ্ডার্সন্ নামক দুইজন ইংরেজ কর্ম্মচারী, খাঁসিংহকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করণ জন্য, সসৈন্যে মুলতান যাত্রা করেন। তথায় মুলরাজের চক্রে, অধিবাসীগণ কর্তৃক উভয়েই নিহত হন। এই সংবাদে লেফ্‌টেনেণ্ট এডওয়ার্ড্‌স্ ও কর্ণেল কর্টলাণ্ড্, মুলতানে উপনীত হন। বিদ্রোহী মুলরাজ পরাস্ত হইয়া, মুলতানের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেনানীদ্বয়কে, সৈন্য বল অল্প থাকায়, দুর্গ অবরোধে বিরত থাকিতে হয়। অতঃপর লাহোর হইতে জেনেরল্ হুইস্ কতকগুলি সৈন্য লইয়া তাহাদের সহযোগী হইলে, দুর্গ আক্রমণ করা হয়। পরে সেরসিংহ নামক জনৈক প্রধান সরদার, আর কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে, তাঁহাদের সহায়তার জন্য প্রেরিত হন। কিন্তু সের মুলতানে পৌঁছিয়া, মুলরাজের সহিত সম্মিলিত হওয়ায়, ইংরেজ সেনানীরা দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর বোম্বাই হইতে আর একদল সৈন্য উপস্থিত হইল, মুলরাজ পাঁচ মাস কাল আত্মরক্ষা করিয়া, অবশেষে ইংরেজদিগকর্তৃক বন্দী হন, (১৮৪৯)।

এই সময়ে লাহোরের মহারাণী ঝিন্দুনা, গোপনে কাবুল ও কাশ্মীরপতি প্রভৃতি সহ, ইংরেজ বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন এই সন্দেহে তিনি, ইংরেজ রেসিডেণ্ট্ কর্তৃক বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হন। ইহাতে শিখ সৈন্যেরা পুনরুত্তেজিত হইয়া উঠে। হাজরার শাসনকর্ত্তা বর্ষীয়ান ছত্রসিংহের কন্যাসহ দলীপের বিবাহ সম্বন্ধ সুস্থির হয়। ইংরেজ রেসিডেণ্ট্ এই বিবাহ যোগে যাগে ক্ষান্ত রাখিতে চেষ্টা পান।

ইহাতে ছত্রসিংহ ও তৎপুত্র সেরসিংহ বিরক্ত হওয়ায়, ছত্রসিংহ পদচ্যুত হন ও তাঁহার জায়গীর বাজেআপ্ত হয়। বীর সের-সিংহ, বৃদ্ধ পিতার অপমানে অধীর হইয়া, ইংরেজ বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; উত্তেজিত শিখ সৈন্যেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয়। সুতরাং সেনাপতি লর্ড্ গফ সেরসিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। রামনগরে, উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরেজেরা পরাস্ত প্রায় হন (১৮৪৮)। অতঃপর লর্ডগফ্ ও সেরসিংহে, চিলিয়ানওয়ালায় যে ঘোরতর যুদ্ধ হয় তাহাতে সের, ইংরেজ-দিগকে সম্যকরূপে পরাভূত করেন (১৮৪৯)। পরিশেষে লর্ড গফ্ চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা মধ্যবর্ত্তী গুজরাট নগরের যুদ্ধে শিখ সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজয় করিতে সক্ষম হন (১৮৪৯, ২১ ফেব্রুয়ারি)। জেনেরল্ গীলবার্ট্, কাবুলের আমীর দোস্ত-মহম্মদ প্রেরিত আফগান সৈন্যদিগকে, সিন্ধুনদ পার করিয়া, খাইবার গিরিবর্ত্ম পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যান। ছত্রসিংহ ও সেরসিংহ ইংরেজ হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন। ১৮৪৯ অব্দে ২৮ শে মার্চ্চ তারিখে, ডালহৌসী দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক দলীপ সিংহকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া পঞ্জাবের আধিপত্য পরিত্যাগ সর্ত্তে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লন। ইহার পর দলীপ, খৃষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ইংলণ্ডে অবস্থান করিতে থাকেন। এই হইতে পঞ্জাব প্রদেশ কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হয়। এই উপলক্ষে কোহিনুর নামে মহামূল্য মণি দলীপের নিকট হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। মুলরাজ নরহত্যা অপরাধে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত হন। অনন্তর অবাধ্য সৈনিকদিগকে নিরস্ত্র ও ভূমির সুবন্দোবস্ত করা হয়।

পঞ্জাবের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহার্থে পূর্ব্বে যে বোর্ড প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা উঠাইয়া এক্ষণ ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, তথায় একজন চিফ কমিশ্যনার নিযুক্ত করিলেন। হেন্‌রি লরেন্সের ভ্রাতা জন্ লরেন্স (পরে গবর্ণর জেনেরল) পঞ্জাবের প্রধান কমিশ্যনর পদে নিযুক্ত হইলেন। জন্ লরেন্সের শাসনগুণে পঞ্জাবে, কন্যাবধ, চুরি ডাকাইতি প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইনি রাস্তাদি নির্ম্মাণ ও খালাদি খনন করাইয়া রাজ্যের শোভা বৃদ্ধি করেন।

ব্রহ্ম দেশীয় দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৮৫২।—১৮৫১ অব্দে, ব্রহ্মরাজ কয়েক জন ইংরেজ বণিকের উপর অত্যাচার করেন। ইহাতে ডালহৌসি ব্রহ্মদেশে দূত প্রেরণ করিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত হন না। সুতরাং ব্রহ্মরাজের সহিত পুনবায় যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ১৮৫২অব্দে সেনাপতি গড্ উইনের অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য ব্রহ্মদেশে গমন করে এবং প্রথমে রেঙ্গুন, তৎপরে প্রোম ও পেগু অধিকার করিয়া লয়। এই বৎসর ২০শে ডিসেম্বর লর্ড ডাল হৌসি পেগু প্রদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মরাজ সহ সন্ধি করেন।

কোম্পানীর রাজ্য বৃদ্ধি।—আশ্রিত রাজ্য সম্বন্ধে ডালহৌসী এই নিয়ম করেন যে, কোন রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে, সর্ব্বোপরিতন শক্তি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে দত্তকপুত্র গ্রাহ্য হইবে না। গ্রাহ্য না হইলে তৎসম্পত্তি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইবে। অতঃপর ডালহৌসী জটিল কৌশল অবলম্বন করিয়া, কোম্পানীর রাজ্য বৃদ্ধি করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

সেতারা অধিকার।—সেতারার শেষরাজা শিবজী বংশীয় আপাসাহেব, দত্তকপুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন,

(১৮৪৮)। ডালহৌসী এই দত্তক পুত্র প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া অনুমোদন না করায়, সেতারা রাজ্য কোম্পানীর অধিকার ভুক্ত হয়, (১৮৪৯)।

পেসবার বৃত্তি উচ্ছেদ।—শেষ পেসবা বাজীরাও বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া, বিঠোরে বাস করিতে ছিলেন। ইহার লোকান্তর হইলে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, তদীয় পোষ্যপুত্র নানা সাহেবকে, ঐ বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া, নানাকে জন্মের মত ইংরেজ বিদ্বেষী করিয়া তুলেন, (১৮৫১)।

ঝাঁসি অধিকার।—ঝাঁসির রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর, বিধবা মহিষী, বীর্য্যবতী লক্ষীবাই, পোষ্যপুত্র রাখার চেষ্টাপান। ডালহৌসী এই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, ঝাঁসি কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করেন, (১৮৫৩)।

নাগপুর অধিকার।—নাগপুর-রাজ তৃতীয় রঘুজী ভোঁসলা, পুত্র না রাখিয়া পরলোক গমন করায়, তৎপিতামহী বাঁকাবাই পোষ্যপুত্র গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ডালহৌসী কর্ত্তৃক ইহা অনুমোদিত না হওয়ায়, নাগপুর কোম্পানীর অধিকার ভুক্ত হয়। ইহাতেও ডালহৌসী ক্ষান্ত না হইয়া, রাজপরিবারের বস্ত্রাভরণ প্রভৃতি বহুমূল্য সম্পত্তি কলিকাতায় আনয়ন করত প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করেন (৮৫৩)।

বিরার অধিকার।—সন্ধিসূত্রে নিজামের রাজ্যে যে ইংরেজ সৈন্য ছিল, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে নিজাম ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিস্তর ঋণী হইয়া পড়েন। ডালহৌসী এই ঋণ পরিশোধার্থ তদীয় রাজ্যান্তর্গত বিরার প্রদেশ কোম্পানীর জন্য গ্রহণ করেন, (১৮৫৩)।

অযোধ্যা অধিকার।—১৮০১ অব্দে, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে তিনি স্বীয় রাজ্য সুশাসিত ও সুশৃঙ্খল রাখিতে এবং রাজ্যস্থিত ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হন। এক্ষণ ডালহৌসী তদ্‌রাজ্যের যৎপরোনাস্তি* অরাজকতা ও অত্যাচারের বাহানা করিয়া, কৌন্সিল ও ডিরেক্টর সভার অনুমোদনে, বর্ত্তমান নবাব ওয়াজিদ আলীকে বার্ষিক ১৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক, কলিকাতায় আনয়ন ও অযোধ্যা কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করেন (১৮৫৬)। এইরূপে উত্তরে নেপাল ও দক্ষিণে এলাহাবাদের মধ্যে প্রায় ১৪ সহস্র বর্গমাইল পরিমিত ভূখণ্ড, অনায়াসে ইংরেজাধিকার ভুক্ত হইল।

ডালহৌসীর বিবিধ সৎকার্য্য।—ডালহৌসী, যেমন অন্যায় রূপে রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া, লোকের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন, তেমনি নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা, জনসমাজের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

১। নরবলি ও ডাকাইতি নিবারণ।—ডালহৌসীর প্রযত্নে নরবলির প্রথা অনেকাংশে তিরোহিত হয়। ডাকাইতি নিবারণ জন্য তিনি, ওয়াকোপ সাহেবকে ডাকাইতি কমিশনর নিযুক্ত করেন, (১৮৫২)। ওয়াকোপ সাহেব বহু যত্নে ও বহু কষ্টে ডাকাইত দল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রাজ্য অনেক পরিমাণে উপদ্রব শূন্য ও শান্তিময় করেন।

* এতদ্ব্যতীত সিকিমের রাজা, একজন ইংরেজ ডাক্তরের প্রতি অত্যাচার করায়, ডালহৌসী, তদ্‌রাজ্যান্তর্গত মোরঙ্গ প্রদেশ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া দার্জ্জিলিঙ্গের জন্য তাঁহাকে যে কর দেওয়া হইত তাহা বন্ধ করেন।

২। বাহুল্যরূপে বিদ্যাশিক্ষা।—ডালহৌসীর সময়ে দেশীয়দিগকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য, কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই এই তিন প্রেসিডেন্সিতে তিনটী বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় (১৮৫৭) পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত এবং কৌন্সিলের মেম্বর বেথুন সাহেবের প্রযত্নে বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত, বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ডালহৌসী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তহসিলি ও হলকাবন্দী স্কুল এবং বাঙ্গালায় মডেল স্কুল স্থাপনের আদেশ প্রচার করেন। তিনি সাধারণের বিদ্যা শিক্ষার সুবিধার্থ, বোর্ড্ অব্ কন্ট্রোলের অধ্যক্ষ স্যর চার্লস্ উডের অনুমতিলিপি অনুসারে, গ্রাণ্ট-ইন এইড, (অর্থ সাহায্য প্রণালী) প্রবর্ত্তিত করেন (১৮৫৪)। শিক্ষা কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ জন্য প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে, এক একজন ডিরেক্টর ও তদধীনে প্রত্যেক বিভাগে একজন ইন্স্পেক্টর ও কতিপয় ডেপুটী ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত হন।

৩। রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের সূত্রপাত।—ষ্টিফেন্সন্ সাহেবের যত্নে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী সংস্থাপিত, এবং ডালহৌসীর অনুজ্ঞা ক্রমে, ১৮৫১ অব্দে ভারতে প্রথম ইহার কার্য্যারম্ভ হয়। পরবৎসর ডাক্তার ওসানেসি সাহেবের প্রযত্নে, ইলেক্ট্রিক্ টেলিগ্রাফের কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

৪। ডাকের সুবন্দোবস্ত।—ডাকের জন্য একটী কার্য্যবিভাগ স্থাপিত হয়, এবং উহার তত্ত্বাবধান জন্য একজন ডিরেক্টর জেনেরল নিযুক্ত হন। ডালহৌসী পূর্ব্বের ন্যায়

দূরত্ব অনুসারে মাশুলের নিয়ম রহিত করিয়া, ওজন অনুসারে ভারতের সর্ব্বস্থানে এক নির্দ্দিষ্ট হার নির্দ্ধারিত করেন। তদ-বধি নগদ পয়সার পরিবর্ত্তে টিকিট দেওয়ার নিয়ম হয়। এই রূপ মাশুল কমিয়া যাওয়ায় সংবাদাদি প্রাপ্তির বিশেষ সুবিধা হয়। ইহাতে লোক সমাজের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছে।

৫। পূর্ত্তকার্য্য ও রথ্যানির্ম্মাণ।—ডালহৌসী ভারতের নানাস্থানে খাল খনন করান। তন্মধ্যে গঙ্গার খাল, এবং ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী বারি দোয়াবের খাল সম-ধিক প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত, ডালহৌসী স্থলপথে গমনাগমনের সুবিধার জন্য কয়েকটী রাস্তা নির্ম্মাণ করেন। কলিকাতা হইতে ঢাকা, ঢাকা হইতে আরাকান ও আকায়েব, এবং দিল্লী হইতে পেসবার পর্য্যন্ত রাস্তানিচয় সর্ব্ব প্রধান।

লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে, মহানুভাব শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রযত্নে ভারতে বিধবা বিবা-হের প্রথা বিধিবদ্ধ হয়, (১৮৫৬)।

১৮৫৩ অব্দের ইণ্ডিয়া বিল।—১৮৩৩অব্দের সনন্দের মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায়, ১৮৫৩ অব্দে কোম্পানী শেষ এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। এতদ্দ্বারা, ১। বাঙ্গালায় একজন স্বতন্ত্র লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ গবর্ণর নিযুক্ত হন। হ্যালিডে সাহেব প্রথম লেফটেনেণ্ট্‌ গবর্ণর। ২। ভারতবাসীরা, এদেশে বিদ্যাভ্যাস করিয়াই, ইংলণ্ডে গিয়া সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা দিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ৩। ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর সংখ্যা ১২ জন করাহয়। পূর্ব্বে গবর্ণর জেনেরল লইয়া ৬ জন মেম্বর ছিলেন, এক্ষণ আবার ৬ জন বৃদ্ধি করা হইল।

ডালহৌসীর চরিত্র ও রাজনীতি।—ডালহৌসী, ১৮৫৬ অব্দে ৪৪বৎসব বয়সে, ভাবতের গবর্ণর জেনেরলী পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করেন। ইনি বিলক্ষণ কার্য্য তৎপর, সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বাজ্যবিস্তার বাসনা ইহার প্রধান বোগ ছিল; তজ্জন্য তিনি এদেশে আসিযাই দেশীয় আশ্রিত রাজগণেব রাজ্য কোম্পানীব অধিকার ভুক্ত কবিতে সঙ্কল্পারূঢ় হন। এই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য, ন্যায় অন্যায় বিচার পরিশূন্য হইয়া অতি জঘন্য উপায় অবলম্বন করিতেও ইনি কুণ্ঠিত হইতেন না। ডালহৌসী, হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত পোষ্য পুত্র অগ্রাহ্য এবং দেশীয় বাজাদেব সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন কবিতেন। নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত রাজাদেব বাজ্য অধিকার ও অস্থাবব সম্পত্তি বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া ইনি, প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয়েব আদেশ কবিতেন। এই সমস্ত নির্দ্দয় ও ন্যায বিগর্হিত কার্য্যে দেশীয় রাজগণেব বাজভক্তিব অনেকাংশে হ্রাস হইযা আইসে।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড ক্যানিং।

১৮৫৬-১৮৬২।

ডালহৌসীব প্রস্থানেব পব, লর্ড ক্যানিংযের উপব ভারতেব রাজ্য শাসন ভাব সমর্পিত হওয়ায, ১৮৫৬ অব্দে, তিনি এদেশে আগমন কবেন। সিপাহী বিদ্রোহ ইহার শাসন সময়ের প্রধান ঘটনা।

সিপাহি বিদ্রোহের কারণ।—এইসময়ে কোম্পানীর সৈনিকদিগের মধ্যে, শূকর বা গোচর্ব্বী মাখা টোটা ব্যবহারের নিয়ম প্রথম প্রচলিত হয়। উহা দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে পূরিতে হইত। শূকর ও গোচর্ব্বী, হিন্দু ও মুসলমান দিগের অস্পৃশ্য; সুতরাং উভয় জাতীয় সিপাহীরাই ধর্ম্মলোপাশঙ্কায়, ইংরেজ বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। ইতি পূর্ব্বে ডালহৌসী, কতিপয় দেশীয় অধিরাজকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করায়, রাজ্য ভ্রষ্ট রাজগণের, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি, আন্তরিক বিদ্বেষ জন্মে। এক্ষণ উল্লিখিত রাজগণ, সিপাহীদিগের অন্তরে ধর্ম্ম লোপাশঙ্কার ভাব বদ্ধমূল করিয়া, উহাদিগকে কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করেন। বিদ্রোহী রাজাগণের মধ্যে, কানপুরের সন্নিহিত বিঠোর প্রবাসী নানাসাহেব, বৃদ্ধ দিল্লীরাজ, ঝাঁসির রাণী ও জগদীশপুরের কুমারসিংহ সমধিক প্রসিদ্ধ। এই সময়ে ভারতে ইংরেজদিগের দেড়লক্ষ সিপাহী ও আটত্রিশ সহস্র গোরা সৈন্য ছিল। সিপাহীরা, এযাবৎ প্রভুপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও, এক্ষণে কেবল ধর্ম্মনাশ ভয়ে ইংরেজ বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। এই ধর্ম্ম লোপাশঙ্কাতেই ইতিপূর্ব্বে, বিলোচে ও বারাকপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছিল।

সিপাহীযুদ্ধ, ১৮৫৭।—১৮৫৭ অব্দের ১০ই মে মীরাটের সিপাহীরা প্রথমে সমরে অবতীর্ণ হয়। রসাবৃত টোটা ব্যবহারে অস্বীকৃত হওয়ায়, মীরাটস্থ কয়েক জন সিপাহী কারারুদ্ধ হয়। ইহাদিগের উদ্ধারার্থ মীরাটের সমস্ত সিপাহীরা ইংরেজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং তত্রত্য যাবতীয়

ইংরেজ পুরুষ, স্ত্রী, বালক ও বালিকাগণকে সমন সদনে প্রেরণ করে। পর দিবস বিদ্রোহীরা দিল্লীতে গিয়া উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে মোগল সম্রাট ২য় শাহ আলমের পৌত্র বৃদ্ধ দিল্লী রাজ মহম্মদ বাহাদুর, রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির আশয়ে, উহাদিগকে উত্তেজিত করায়, সিপাহীরা তত্রত্য ইংরেজদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে। ইহাতে ইংরেজেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া, দিল্লীর বারুদাগার বিনষ্ট করে। বিদ্রোহী সিপাহী দল মোগল রাজধানী দিল্লী নগরী অধিকার করিয়াছে শুনিয়া, ক্রমে বাঙ্গলা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, ও মধ্য ভারতের সিপাহীরাও উৎসাহিত হইয়া, বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। কেবল পঞ্জাবের প্রবল শিখ সৈন্যেরা, স্যর জন্ লরেন্সের সুশাসন গুণে, শান্ত ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত থাকে।

নানা সাহেব ও কানপুরের হত্যাকাণ্ড।—বিঠোরের নানা সাহেব (ধন্দু পান্থ), এই সুযোগে আপনাকে মহারাষ্ট্রীয় পেসবা বলিয়া ঘোষণা করত কানপুরস্থ বিদ্রোহী সিপাহী দলের অধিনায়ক হন, এবং তত্রত্য ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করেন।

পরে আক্রান্ত ইউরোপীয়েরা, নিরাপদে এলাহাবাদে যাইবার আশ্বাস পাইয়া, নানা সাহেবের হস্তে আত্ম সমর্পণ করায়, ১২৫ জন ইংরেজ মহিলা ও বালক বালিকাগণ নৃশংসরূপে নিহত হয়, (২৭শে জুন)। অতঃপর ১৬ই জুলাই, জেনেরল হাবেলক্ সসৈন্যে কাণপুর উপনীত হইয়া বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে কানপুর উদ্ধার করেন। নানা সাহেব পলায়িত হন।

দিল্লী উদ্ধার।—৮ই জুন স্যর বার্ণার্ড্, এক দল

ইংরেজ সৈন্য সহ দিল্লী অবরোধ করেন। ৮ই আগষ্ট, সেনাপতি নিকল্‌সন্‌ তৎসাহায্যার্থে পঞ্জাব হইতে দিল্লী উপস্থিত হন। ১৪ই সেপ্টেম্বর রীতিমত যুদ্ধারম্ভ হয়। ৬ দিন ক্রমাগত যুদ্ধের পর ২০শে সেপ্টেম্বর দিল্লী পুনরধিকৃত হয়, কিন্তু নিকল্‌সন্‌ যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করেন। বাহাদুর ধৃত ও বন্দীভাবে রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত এবং তদীয় পুত্র পৌত্রগণ, গুলির আঘাতে নিহত হন।

লক্ষ্ণৌ।—অযোধ্যার প্রধান কমিশ্যনর স্যর্ হেন্‌রি লরেন্স,* লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্সিতে যে সমস্ত ইউরোপীয়েরা প্রাণ ভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগকে সুদক্ষতার সহিত রক্ষা করিতে ছিলেন। পরে সিপাহীরা রেসিডেন্সি অবরোধ করিলে, তাহাদের গোলার আঘাতে ইহার মৃত্যু হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর হাবেলক্ ও আউটরাম্ অবরুদ্ধ ইংরেজদিগের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইয়াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। পরিশেষে স্যর কোলিন্ ক্যাম্বল, (পরে লর্ড ক্লাইড্) অবরুদ্ধ ইংরেজদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন (১৬ই নবেম্বর)। অতঃপর ইহারই প্রযত্নে লক্ষ্ণৌ ইংরেজ হস্তগত এবং তথায় শান্তি স্থাপিত হয়।

---

* হেন্‌রি লরেন্স, ১৮২১ অব্দে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাধারণ সৈনিকের কার্য্যে এদেশে আইসেন। পরে ক্রমে স্বীয় বুদ্ধি ও দক্ষতাগুণে, সুখ্যাতি লাভ করিয়া, ১৮৪৩ অব্দে নেপালে, ও ১৮৪৬ অব্দে লাহোরে, ইংরেজ রেসিডেন্ট রূপে নিযুক্ত হন। অনন্তর তিনি ১৮৪৯ অব্দে, ডালহৌসী কর্ত্তৃক পঞ্জাব বোর্ডের অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হইয়া, রাজ্য সুশাসন জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ এবং উপস্থিত বিদ্রোহে লক্ষ্ণৌ রক্ষার্থে অসাধারণ শৌর্য্য প্রকাশ করেন। হেন্‌রি লরেন্স, ইউরোপীয় সৈনিকদিগের নিমিত্ত, লরেন্স অনাথ নিবাস প্রতিষ্ঠিত করেন।

কুমার সিংহ।—আরা জেলার অন্তর্গত জগদীশপুরের জমীদার বর্ষীয়ান কুমার সিংহের, বিদ্রোহী দলে যোগ আছে বলিয়া ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করেন। এ জন্য রাজভক্তকুমার সিংহ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া, দানাপুরের সিপাহীদিগের অধিনেতৃ রূপে আরায় যুদ্ধ চালাইতে থাকেন এবং তত্রত্য ইংরেজদিগকে যথেষ্ট কষ্ট প্রদান করেন। পরিণামে ইঁহারা পরাস্ত হন।

ঝাঁসি।—মধ্য ভারতে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী বাই, ডালহৌসী কর্তৃক হৃত রাজ্য হইয়া, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হন। এজন্য ইনি তাঁতিয়া তোপীসহ ইংরেজ বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই বীর্য্যবতী মহিলার বীরত্বে, সেনাপতি স্যর্ হিউ গফকেও পরাস্ত মানিতে হয়। পরিশেষে ১৮৫৮ অব্দের জুন মাসে যখন লক্ষ্মী বাই, গোয়ালিয়রের সমীপে অসাধারণ বলবীর্য্য সহকারে যুদ্ধ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন গলদেশে দোদুল্যমান বহু মূল্য রত্নহার লালসায়, জনৈক সৈনিক পুরুষ, খড়্গাঘাতে ইঁহার প্রাণ বধ করে। ইহার পর তাঁতীয়া তোপী ধৃত ও নিহত হইলে, সিপাহী বিদ্রোহের অবসান হয়। এই বিদ্রোহে, পরিণামে কোম্পানীর অধিকার লোপ ও রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ভারত সাম্রাজ্য শাসন ভার পরিগৃহীত হয়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত রাজ্য ভার-গ্রহণ, ১৮৫৮।—মহারাণী ভিক্টোরিয়া, স্বয়ং রাজ্য ভারগ্রহণ করিয়া গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিংকে ইংরেজ শাসনাধীনে ভারতবর্ষের প্রথম ভাইস্‌রয় (রাজ প্রতিনিধি) রূপে নিয়োগ এবং উহার ঘোষণা পত্র সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাপন জন্য

আদেশ করেন। তদনুসারে লর্ড ক্যানিং কর্ত্তৃক ১৮৫৮ অব্দের ১লা নভেম্বর, ভারতের সর্ব্বত্রে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়। তাহার স্থূল মর্ম্ম এইঃ—সকল শ্রেণীর লোকেই বর্ণ, জাতি, ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, উপযুক্ত হইলেই, রাজকীয় সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। কোন প্রজার ধর্ম্ম বা চিরাগত আচারের প্রতি হস্তক্ষেপ হইবে না। যে সমস্ত আশ্রিত মিত্র রাজগণ, বিদ্রোহ সময়ে, শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিলে, নিষ্কণ্টকে স্ব স্ব রাজ্য ভোগ করিতে এবং ঔরস পুত্রাভাবে অনায়াসে পোষ্য পুত্র রাখিতে পারিবেন। অপিচ এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট, ষ্টার্ অব ইণ্ডিয়া (ভারত নক্ষত্র) নামে অভিনব উপাধি সৃজন করিয়া মিত্র রাজগণকে প্রদান করেন।

মহারাণীর রাজ্যভার গ্রহণের পর মহা সভা পার্লিয়ামেণ্ট, ডিরেক্টর সভা ও বোর্ড অব কণ্ট্রোল উঠাইয়া, তৎপরিবর্ত্তে ১৫ জন সভ্য লইয়া, ইংলণ্ডে একটী স্বতন্ত্র সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাণীর এক জন প্রধান মন্ত্রী লর্ড ষ্ট্যান্‌লী "ভারতের জন্য সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট্‌স্" উপাধিগ্রহণ করিয়া ইহার অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হন। ভারতীয় রাজপ্রতিনিধিকে এই সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট্‌সের অধীন হইয়া, যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত কৌন্সিলে সরকারী কার্য্যকারক ভিন্ন অবৈতনিক ইউরোপীয় বা দেশীয় সভ্য নিয়োগের নিয়ম হয়।

লর্ড ক্যানিংয়ের শাসনকালে, ১৮৬০ অব্দে, মেকলে প্রণীত দণ্ডবিধির ৪৫ আইন প্রচলিত হয়। এতদ্ভিন্ন সিপাহী যুদ্ধে,

গবর্ণমেণ্টের প্রায় ৩ তিন কোটী টাকা ঋণ হওয়ায়, রাজস্ব সচিব উইল্‌সন্‌ সাহেব, ইন্‌কম্‌ ট্যাক্‌স (আয় কর) প্রবর্ত্তিত করেন (১৮৫৯)।

লর্ড ক্যানিংয়ের সময়ে আরাকান, টিনাসরিম ও পেগু এই প্রদেশত্রয় লইয়া বৃটীশ ব্রহ্ম সংগঠিত এবং একজন চিফ্‌ কমিশ্যনরের কর্ত্তৃত্বাধীনে ইহার শাসন ভার সমর্পিত হয় *।

চরিত্র—অনন্তর ১৮৬২ অব্দে লর্ডক্যানিং স্বদেশে প্রতিগমন করেন। ইনি সমধিক শান্ত প্রকৃতি ও অতীব দূরদর্শী গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। এজন্য বিদ্রোহ সময়ে উদ্ধত ইংরেজ কর্ম্মচারীরা দেশীয় নিরীহ প্রজাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াও, তাহাদের শোণিতে ভারত কলুষিত করিতে পারে নাই।

ঊন চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড ক্যানিংয়ের পরবর্ত্তী রাজপ্রতিনিধিগণ।

লর্ড এলগিন।

১৮৬২—১৮৬৪।

লর্ড ক্যানিংয়ের সময়ে, কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের সদর দেওয়ানী এবং সুপ্রীমকোর্ট উঠাইয়া এক একটী হাই-

---

* লর্ড ক্যানিংয়ের সময়ে, বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবের আনুকুল্যে, পাদরী লঙ্গ সাহেবের প্রযত্নে এবং হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কলমের তেজে, নীলকর ইংরেজদিগের অত্যাচার অনেকাংশে নিবারিত হয়।

কোর্ট স্থাপনের যে প্রস্তাব হয়, লর্ড এল্‌গিন্ তাহা কার্য্যে পরিণত করেন (১৮৬২ জুলাই)। এই হইতে হাইকোর্টে এতদ্দেশীয় বিচারপতি নিয়োগের নিয়ম হয়। রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র, রমাপ্রসাদ রায় প্রথম বিচারপতি পদের সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া, বিচারাসনে বসিবার পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হন। শম্ভুনাথ পণ্ডিত তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া বিচার কার্য্য করিতে থাকেন। সিন্ধুনদ তীরবর্ত্তী সিতানায় ওয়াহাবি মুসলমানেরা বিদ্রোহী হওয়ায়, তাহাদের সহিত একটী সামান্য যুদ্ধ ঘটে। দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই, লর্ড এল্‌গিন্ এদেশেই লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

স্যর জন্ লরেন্স্।

১৮৬৪—১৮৬৯।

লর্ড এলগিনের মৃত্যুর পর, মান্দ্রাজের গবর্ণর উইলিয়ম্ ডেনিসন্ কিছুকালের জন্য, রাজপ্রতিনিধির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পরে পঞ্জাবের প্রধান কমিশ্যনার স্যরজন্ লরেন্স্ ভারতের গবর্ণর জেনেরল ও রাজপ্রতিনিধির পদ প্রাপ্ত হন।

ভুটানের যুদ্ধ, ১৮৬৪।—ভুটিয়ারা, মধ্যে মধ্যে ইংরেজরাজ্যে অবতীর্ণ হইয়া অত্যাচার করিত এবং সুযোগ পাইলে ইংরেজ প্রজা ধরিয়া লইয়া যাইত। ইতিপূর্ব্বে, সদ্ভাব সংস্থাপন মানসে, ভুটানে একজন দূত প্রেরিত হয়। ভুটিয়ারা ইংরেজ দূতের অপমান করায়,ভুটান রাজসহ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে দুয়ার প্রদেশ ইংরেজদিগের অধিকারভুক্ত হয়।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, উড়িষ্যায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তদানীন্তন বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বীডন সাহেব, যথা সময়ে উপযুক্ত উপায় বিধান না করায়, প্রায় লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। অতঃপর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্যর জন্ লরেন্স্ স্বদেশে গমন করেন এবং তথায় লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন।

লর্ড মেয়ো।

১৮৬৯-১৮৭২।

লর্ডমেয়ো এদেশে আগমন করিলে, রুশীয়দিগের ভারত আক্রমণের জনরব উঠে। ইহাতে শঙ্কিত হইয়া, গবর্ণর জেনেরল স্বয়ং অম্বালার দরবারে উপস্থিত হন (১৮৬৯)। তথায় তদানীন্তন কাবুলের আমীর সের আলীর সহিত সদ্ভাব সংস্থাপনার্থ তিনি তাঁহাকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৮৭০ অব্দের প্রারম্ভে মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র, ডিউক অব এডিনবরা মাতৃরাজ্য পরিদর্শনার্থ ভারতে পদার্পণ করেন। লর্ড মেয়োর সময়ে ভারতে ষ্টেট রেলওয়ের সূত্রপাত, এবং কৃষি বিভাগ সংস্থাপিত হয়। ইনি উচ্চশিক্ষার নিতান্ত বিরোধী ছিলেন, কিন্তু বাঙ্গলার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেব ও দেশীয় লোকেরা ইহার বিপক্ষ হওয়ায়, মেয়ো সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই। এই সময়ে, পূর্ব্ব বাঙ্গলায়, পার্ব্বতীয় লুসাই জাতীয়েরা বিরুদ্ধাচারী হওয়ায় মেয়ো একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া, তাহাদিগকে দমন করেন (১৮৭২)। লর্ড মেয়ো নির্ব্বাসিত অপরাধীদিগকে পরিদর্শন মানসে, আণ্ডেমান

পুঞ্জের অন্তর্গত, পোর্ট ব্লেয়ার দ্বীপে গমন করেন। তথায় তিনি সের আলী নামক জনৈক নির্ব্বাসিত কাবুলীয় মুসলমান কর্ত্তৃক ছোরার আঘাতে নিহত হন, (১৮৭২। ৯ ফেব্রুয়ারি)। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে অপর একজন কাবুলীয় মুসলমান আসামী, কলিকাতার উচ্চতম আদালতের প্রধান বিচারপতি অনারেবল্ নর্ম্ম্যান্ সাহেবকে এইরূপে হত্যা করে।

লর্ড নর্থব্রুক।

১৮৭২-১৮৭৬।

লর্ড মেয়োর মৃত্যুর পর, প্রথমে কৌন্সিলের মেম্বর স্যর জন্ ষ্ট্র্যাচী ও তৎপরে মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড নেপিয়ার, কিয়ৎ-কালের জন্য গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অতঃ-পর লর্ড নর্থব্রুক্, রাজপ্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত হইয়া, ভারত-বর্ষে আগমন করেন।

১৮৭৪ অব্দে, বাঙ্গলা দেশে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, নর্থব্রুক্ ও তদানীন্তন লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বল সাহেব তাহা নিবা-রণার্থে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। নর্থব্রুক্ উচ্চশিক্ষার প্রতিপোষক ছিলেন। ক্যাম্বল, বাঙ্গলা ভাষা ও উচ্চ শিক্ষার বিপক্ষ হইয়া লোকের অপ্রিয় ভাজন হইয়া উঠেন। অতঃপর ১৮৭৫ অব্দে নর্থব্রুক্, বরদার বৃটীশ রেসিডেণ্টের বিষপ্রয়োগে প্রাণবধ করিবার চেষ্টা করণাপরাধে, মুলহার রাও গোইকোঁবারকে রাজ্যচ্যুত করেন। তৎপরিবর্ত্তে খন্দরাওয়ের বিধবা পত্নী যমুনা বাইয়ের দত্তক পুত্র শিবজী রাওকে বরদার সিংহাসন প্রদত্ত হয়। ১৮৭৫ অব্দে ভারত সাম্রাজ্য পরিদর্শনার্থ, যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্

এদেশে শুভাগমন করেন। নর্থব্রুকের শাসনকালে, আসাম প্রদেশ একজন চিফ কমিশ্যনারের শাসনাধীন হয় এবং ইন্‌কম্‌ ট্যাক্‌স্‌ উঠিয়া যায় (১৮৭৫)। এই সময়ে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত * লোকান্তরিত হন। ১৮৭৬ অব্দে নর্থব্রুক স্বদেশে প্রতিগমন করেন।

লর্ড্‌ লীটন।

১৮৭৬-১৮৮০।

লর্ড্‌ লীটন্‌, এদেশে আগমন পূর্ব্বক, দিল্লী নগরীতে প্রকাণ্ড দরবার করিয়া, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী বা ভারত সাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ বার্ত্তা, উপরাজ বর্গ সমক্ষে ঘোষণা করেন

---

* ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে, জেলা যশোহরের অন্তর্গত কপোতাক্ষ তীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ি গ্রামে, সদর দেওয়ানী আদালতের বিখ্যাত উকীল রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে, জাহ্নবী দাসীর গর্ভে কবিবর মধুসূদন দত্তের জন্ম হয়। ইনি প্রথমে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৭ বৎসর বয়সে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামে অভিহিত হন। মধুসূদন ক্রমে ইংরেজি, পারসী গ্রীক্‌ লাটীন ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া, ১৮৬২ অব্দে আইন শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন। অতঃপর ইনি বারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। মাইকেল, বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক। ইনি বঙ্গভাষায় বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রণীত গ্রন্থের মধ্যে মেঘনাদ বধ ও তিলোত্তমাসম্ভব প্রভৃতি কাব্য, শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, মায়াকানন প্রভৃতি নাটক, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী ও গদ্য হেক্‌টর বধ প্রভৃতি গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন দত্ত মানবলীলা সম্বরণ করেন।

(১৮৭৭। ১লা জানুয়ারি)। এই সময়ে দক্ষিণাপথে, ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ইহাতে উত্তরে মান্দ্রাজ হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূভাগে, অন্যূন ৫০ লক্ষ লোক, অনাহারে মৃত্যু মুখে পতিত হয় (১৮৭৭)। লর্ড লীটন উদার রাজনীতির বিরোধী ছিলেন; এ নিমিত্ত ১৮৭৮ অব্দে ৯ আইন বিধি বদ্ধ করিয়া, এতদ্দেশীয় ভাষার পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদির মুদ্রণ-স্বাধীনতা লোপ করেন।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ ১৮৭৮-১৮৮০।—কাবুলের আমীর সের আলী, ইংরেজ বিরুদ্ধে রুশীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হন এবং তদীয় দরবারে, রুশীয় দূতকে সাদরে গ্রহণ ও ইংরেজ দূতের অবমাননা করেন। এইজন্য ইংরেজ গবর্নমেণ্টকে কাবুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইংরেজ সৈন্য কাবুলে উপস্থিত হইলে সেরআলী, তুর্কীস্থানে পলায়ন করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র যাকুব খাঁ সহ গণ্ডামকে যে সন্ধি হয়, তাহাতে যাকুব কাবুলে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট রাখিতে স্বীকৃত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই, কাবুলীয়েরা, বৃটীশ রেসিডেণ্ট কবানরির প্রাণ সংহার করে। এজন্য পুনরায় কাবুলে যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

ইহাতে যাকুব খাঁ বন্দীভাবে ভারতে আনীত হন; এবং পরিণামে সেনাপতি স্যর ফ্রেডরিক্ রবার্ট কর্ত্তৃক কাবুল ও কান্দাহার ইংরেজ হস্তগত হয়। অতঃপর ইংলণ্ডের মন্ত্রী সভার পরিবর্ত্তন হইলে, লর্ড লীটন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশ গমন করেন; এবং মারকুইস্ অব্ রিপণ গবর্ণর জেনেরল ও রাজপ্রতিনিধি হইয়া আইসেন।

মার্কুইস্ অব্ রিপণ।

১৮৮০-১৮৮৪।

মার্কুইস্ অব রিপণের এদেশে আগমনের প্রাক্কালে, কাবুলে যাকুবের ভ্রাতা যাযুব খাঁ ইংরেজসৈন্য পরাজয় করে। রিপণ আসিয়া আবদুল রহমানকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করত কাবুল ও কান্দাহারের ইংরেজ সৈন্যদিগকে উঠাইয়া আনেন (১৮৮১)। উদার রাজনীতিজ্ঞ রিপণ, লীটনকৃত ৯ আইন রদ করিয়া, পুনরায় দেশীয় ভাষার মুদ্রণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। ইঁহার সময়ে, রাজস্ব সচিব স্যর ইবেলিন বেয়ারিং-যের প্রযত্নে, বিলাতী বস্ত্রাদির আমদানী শুল্ক রহিত হয়। রিপণ আত্মশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত এবং এডুকেশন কমিসন নিযুক্ত করেন। ১৮৮৪ অব্দের প্রারম্ভে, জুবার্ট সাহেবের প্রযত্নে, কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খোলা হয়। এই সময়ে বিচারাসনে জাতিগত পার্থক্য দূরীকরণ মানসে ইলবার্ট সাহেব এক পাণ্ডু লিপি প্রস্তুত করেন। উদারচেতা লর্ডরিপণ ইহার মত সমর্থন করা সত্বেও, ভারতীয় অধিকাংশ ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণে, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ, ইহা রূপান্তরিত আকারে পাস করিয়া, এই ভবিষ্য মঙ্গল উদ্দেশ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। এই সময়ে ভারতেশ্বরীর তৃতীয় পুত্র ডিউক অব্ কনট্ সেনাপতির পদগ্রহণ করিয়া সপরিবারে এদেশে আগমন করেন। এই বৎসর জানুয়ারিমাসে, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন* মানবলীলা সম্বরণ করেন। অপিচ

* কেশবচন্দ্র সেন, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা নগরীতে, প্যারীমোহন সেনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত রামকমল সেন ইঁহার পিতামহ।

লর্ড রিপণ লবণের শুল্ক ও সংবাদপত্রের ডাকমাশুল হ্রাস এবং তারে অল্প ব্যয়ে সংবাদ প্রেরণের আদেশ করেন, আর দেশীয়

কেশব, বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া, মাতার সহিত নিরামিষ ভোজন করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি আর কখনও আমিষ ভক্ষণ করেন নাই। ইনি হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যখন ইনি বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন ইঁহার ধর্ম্মতৃষ্ণা বলবতী হইয়া উঠে, এজন্য একাগ্রচিত্তে বাইবেল পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি আস্থা জন্মায়, কেশব, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের আদি ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন, এবং ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য একটী ব্রাহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৫৮)। অতঃপর তিনি একটী সঙ্গত সভা সংস্থাপন করিয়া জাতিভেদত্যাগ, অপৌত্তলিক সামাজিক অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন, বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন, ব্রাহ্মিকা সমাজ সংস্থাপন প্রভৃতি ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচার মানসে, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতের নানাস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক অবশেষে মত ভেদ নিবন্ধন, ১৮৬৬ অব্দে, আদি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন করেন। ইতিপূর্ব্বে ইনি "যিশুখৃষ্ট, ইউরোপ ও আশিয়া" এবং "মহাপুরুষ" নামক দুইটী বক্তৃতায় স্বীয় অসাধারণ বাগ্মীতার পরিচয় প্রদান করেন। ইহার পর লর্ড লরেন্সের যোগে ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি বদ্ধ হয়। ১৮৬৯ অব্দে, কেশবচন্দ্র, ভারত বর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তথায় ইনি, মহা সমাদরে গৃহীত হন এবং ইঁহার ইংরেজি বক্তৃতায় সকলেই বিমোহিত হয়। মহারাণী স্বয়ং ইঁহাকে একদিন দর্শন দেন। অনন্তর ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, এক পয়সা মূল্যের সুলভ সমাচার ও দৈনিক দিবার পত্রিকা বাহির করেন। কেশবচন্দ্র সেন আপন জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কুচবেহারের রাজার সহিত বিবাহ দেন। পরিশেষে তিনি যাবতীয় ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিয়া নববিধান প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮৮৪ অব্দের ৭ই জানুয়ারি, ইনি পরলোক প্রাপ্ত হন।

দ্রব্য ব্যবহারের জন্য উত্তেজনা, ভারতীয় শিল্পের উন্নতি ও সিবিল সর্ব্বিস্ পরীক্ষার্থীর বয়স বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অতঃপর সদাশয় রিপণ ভারতের দিক্‌দিগন্তর হইতে অভিনন্দন প্রাপ্ত হইয়া, ১৮৮৪ অব্দের ১৫ই ডিসেম্বর স্বদেশ যাত্রা করেন এবং লর্ড্ ডফারিণ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে আইসেন।

লর্ড্ ডফারিণ।

১৮৮৪ হইতে।

লর্ড্ ডফারিণ আয়র্‌লণ্ডের একটী উচ্চ বংশ হইতে সমুদ্ভূত। ১৮২৬ অব্দে ইনি, ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স্ নগরে গুণবতী হেলেনা সেরিডানের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর মাতা প্রসিদ্ধ রিচার্ড্ ব্রুন্সী সেরিডানের দৌহিত্রী। সেরিডানের বাগ্মীতা যে লর্ড্ ডফারিণে অনেকাংশে বর্ত্তিয়াছে তৎপ্রকাশিত বক্তৃতায় উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরলের সহৃদয়তা, আয়র্‌লণ্ডের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে অজানিত ভাবে ১০,০০০ টাকা দানে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। ভারতের বিষয়ে তিনি অজ্ঞ নহেন; ১৮৬৪ অব্দে ভারতবর্ষের সেক্রেটরী (Secretary) স্যর্ চাল্‌র্স্ উডের অধীনে ইনি আণ্ডার সেক্রেটরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ক্যানেডার গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য লর্ড্ ডফারিণের অতীত জীবনের প্রধান কীর্ত্তি। যাহাতে ক্যানেডায় আত্মশাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, অধিবাসীগণ নিজের কার্য্য স্বাধীন অপ্রতিহত ভাবে চালাইতে পারে; এবং যাহাতে

তাহাদেব নীতি পবিত্র হইয়া সুন্দব ও মহৎ বিষয়ে অনুরাগ জন্মে এজন্য তিনি বিশেষ প্রযাস পান এবং এতদ্দ্বাবা তিনি তদ্দেশীযদেব বাজভক্তি ও অনুবাগ দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত কবিতে সক্ষম হন। ইহাতে উপলব্ধি হইতেছে যে ইহাঁব অতীত জীবনেব ইতিহাস ভাবতেব পক্ষে সমধিক আশাপ্রদ। লর্ড্ ডফাবিণ্ আসিবাব কালীন বোম্বাই নগবে যে বক্তৃতা করেন উহাব স্থূল মর্ম্ম এই:—তিনি প্রজাবঞ্জন বিষযে পূর্ব্ববর্ত্তী শাসন কর্ত্তাগণেব সমকক্ষ হইতে পাবিবেন এরূপ ভবসা কবেন এবং লর্ড্ বিপণেব প্রবর্ত্তিত লোকহিতকব কার্য্য সমস্ত সম্পূর্ণভাবে অচল ও অটল বাখিতে চেষ্টা কবিবেন। তাঁহার ভবিষ্যত বাজ্যশাসনে কাহাবও ভয়ে, অনুগ্রাহাকাঙ্ক্ষায় বা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধিব জন্য তদধীনস্থ লক্ষ লক্ষ লোকেব সুখ স্বচ্ছন্দতার বিঘ্ন ঘটাইবেক না, অথবা ইংলণ্ডেব সম্মান ও গৌববে কলঙ্ক লেপন কবিবেক না। এক্ষণ তাঁহাব মুখেব কথা কার্য্যে পবিণত হইলেই ভাবতেব মঙ্গল।
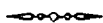
চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা।

প্রায় দেড শত বৎসব কাল, ইংবেজেবা ভাবতেব শাসনদণ্ড পবিচালনা কবিতেছেন। বিশেষ পর্য্যালোচনা কবিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, ইঁহাদেব বাজত্ব কালে ভাবতের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে। মুসলমানদিগেব আমলে চুরি,

ডাকাইতি, ঠগী ও নরহত্যা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাবে প্রজারা সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে, এই সমস্ত অনেকাংশে নিরাকৃত হওয়ায় ধনীগণ নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব আলয়ে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে ও পথিকেরা নিঃশঙ্কচিত্তে সময় অসময়ে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারে। সহমরণ, গঙ্গাসাগরে শিশু সন্তান বিসর্জ্জন, নরবলি, শিশুকন্যা বধ প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া রহিত করিয়া, ইংরেজেরা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মুসলমানদিগের সময়ে প্রজার বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত রাজকোষ হইতে কপর্দ্দক ও ব্যয় হইত না। কেবল লোকে স্ব স্ব প্রযত্নে কথঞ্চিত সংস্কৃত ও পারসী শিক্ষা করিত মাত্র। কিন্তু বিদ্যোৎসাহী ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে, উচ্চ ও সাধারণ শিক্ষার প্রশস্ত পথ খুলিয়া দেশের মহোপকার সাধন করিতেছেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করায়, প্রজারা অনায়াসে মনের কথা রাজপুরুষদিগের গোচর করিতে পারিতেছে। পূর্ব্বে দূরদেশে যাইতে হইলে, আত্মীয় স্বগণের নিকট চিরবিদায় লইয়া যাইতে হইত; এবং অন্তর্ব্বাণিজ্যেরও বিশেষ অসুবিধা ছিল। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট রাজ্য মধ্যে নূতন নূতন রাস্তা, খাল, রেলওয়ে ও বাষ্পীয় পোতযোগে সর্ব্বত্র গমনাগমনের এবং পণ্য দ্রব্যজাত সমাগমের বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। অপিচ, ডাক ও টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত দ্বারা দূরদূরান্তরের পত্রাদি সত্বর প্রাপ্তির সদুপায় হইয়াছে। অধিকন্তু ইংরেজ চা-করদিগের প্রযত্নে, অরণ্যময় ভূমি উর্ব্বরা ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এ দেশীয় কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ

না করিয়া, ধর্ম্মবিষয়ে সার্ব্বজনীন উদারতা প্রদর্শন করিতেছেন। যদিও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে, উল্লিখিত মঙ্গল নিচয় সংসাধিত হইয়াছে, তত্রাচ কয়েকটী অহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা, সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট-নামে, কলঙ্কারোপিত হইতেছে। সুরাপানের বাহুল্য প্রচার, বিশেষ সংপ্রতি খোলা ভাঁটীর প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, আপামর সাধারণ লোকেই সুরাপান আরম্ভ করিয়াছে। ইন্‌কম্ ও লাইসেন্স্ ট্যাক্স্, পবলিক ওয়ার্ক ও রোডসেস্ প্রভৃতি পীড়াদায়ক কর অবধারিত করায় প্রজালোকের বিশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছে। যদিও ইদানীং ইন্‌কম্ ট্যাক্স রহিত হইয়াছে, তথাপি অবশিষ্ট তিনটী কর দ্বারা অল্প অনিষ্ট হইতেছে না। রোডসেস্ প্রভৃতি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের অতিরিক্ত লওয়ায়, বাস্তবিক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। এতদ্দেশীয়দিগকে উচ্চ রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত করায়, উদার রাজনীতির বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছে। অধুনা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, ভারতবাসীদিগকে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবিষ্ট, এবং হাইকোর্টের জজিয়তি পদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন বটে; কিন্তু উক্ত পরীক্ষায়, বয়সের নিয়মের যেরূপ বিধান করিয়াছেন তাহাতে প্রবেশাধিকার আশানুরূপ ফলোপধায়ক হইতেছে না।

রাজ্যশাসন প্রণালী।—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, মহারাণী কোম্পানীর হস্ত হইতে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তদবধি ডিরেক্টর সভা ও বোর্ড্ অব্ কণ্ট্রোলের পরিবর্ত্তে, ১৫ জন সভ্য লইয়া, "ভারতের মহা সভা নামে" একটী স্বতন্ত্র সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাণীর একজন প্রধান মন্ত্রী "সেক্রেটরি

অব্ ষ্টেটস্" নামে অভিহিত হইয়া এই সভার অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হন। এই সভায়, প্রতি সপ্তাহে এক এক দিন ভারতের যাবতীয় রাজকার্য্য পর্য্যালোচিত হয়। সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট্স্ মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের নিকট সম্পূর্ণ দায়ী।

সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট্সের অধীনে, বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা বেতনে, ভারতের যাবতীয় অধিকারের কর্ত্তা স্বরূপ, একজন গবর্ণর জেনেরল বা ভাইস্রয়, (রাজপ্রতিনিধি) শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সেনাপতি ভিন্ন, ৪ জন সদস্য লইয়া সুপ্রীম কৌন্সিল নামে কলিকাতায় একটী সভা প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্ব্যতীত ইদানীন্তন কৌন্সিলে রাজস্ব সচিব নামে এক জন মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। রাজপ্রতিনিধিকে, সন্ধি বিগ্রহ, আয় ব্যয়, কমিশ্যনারি রাজ্য শাসন, অধীনস্থ ৫টী গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধান, প্রভৃতি কার্য্য এই সভার পরামর্শানুসারে করিতে হয়। আইন প্রণয়ন জন্য লেজিস্লেটিভ্ কৌন্সিল বা ব্যবস্থাপক সভানামে আর একটী সভা আছে। গবর্ণর্ জেনেরল ইহার প্রধান সভাপতি। তিনি এই সভায়, কৌন্সিলের সদস্য ভিন্ন ৬ জন হইতে ১২জন পর্য্যন্ত মেম্বর নিযুক্ত করিতে পারেন। এই ১২জন মেম্বর মধ্যে ৬ জন বেতন ভোগী; অবশিষ্ট ৬ ছয় জন অবৈতনিক এদেশস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইহারাই ইংরেজাধিকৃত সকল স্থানের সাধারণ বিষয় সম্বন্ধীয় ও যে সকল প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা নাই তাহার জন্য, আইন প্রস্তুত করেন। বিষয় বিশেষে গবর্ণর জেনেরল, মেম্বরদিগের অনভিমতেও, আইন প্রস্তুত ও সভ্যগণের অনুমোদিত আইন

রদ করিতে পারেন, এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহাকে ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইতে হয়। গবর্ণর জেনেরল ইন্ কৌন্সিলের অধীনে ৭ জন সেক্রেটরি নিযুক্ত আছেন। তন্মধ্যে ইংলণ্ড ও অন্যান্য প্রেসিডেন্সি হইতে আগত কাগজ পত্রাদি যিনি রক্ষা করেন তাঁহাকে হোম্ সেক্রেটরি, এবং যিনি করদ, মিত্র ও স্বাধীন রাজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন তাঁহাকে ফরেন (পররাষ্ট্র) সেক্রেটরি কহে। এতদ্ব্যতীত মিলিটারি (সেনা); ফিনানস্যাল (আয়ব্যয়), পাব্লিক্ ওয়ার্ক্স্ (পূর্ত্ত-কার্য্য); রেবেনিউ (রাজস্ব) সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহার্থে এক একজন সেক্রেটরি আছেন। সংপ্রতি পাব্লিক্ ওযার্ক্সে অতিরিক্ত আর একজন সেক্রেটরি নিযুক্ত হইয়াছেন।

গবর্ণর জেনেরল ইন্ কৌন্সিলের অধীনে সমস্ত ইংরেজ রাজ্য প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত; ১। বন্দোবস্তী বা নিয়মান্তর্গত; ২। বেবন্দোবস্তী বা নিয়ম বহির্ভূত। বন্দোবস্তী রাজ্য আবার বাঙ্গলা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা, এবং পঞ্জাব এই ৫টী গবর্ণমেণ্টে আর বেবন্দোবস্তী রাজ্য মধ্যদেশ, বৃটীশ ব্রহ্ম, কূর্গ, বিরার এবং আসাম এই ৫টী কমিশ্যনারীতে বিভক্ত। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে এক এক জন গবর্ণর; বাঙ্গলা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা, এবং পঞ্জাবে এক এক জন লেফ্টেনাণ্ট্ গবর্ণর নিযুক্ত আছেন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ গবর্ণরের অধীনে, তিনজন মেম্বর লইয়া এক একটী কৌন্সিল আছে। এই সভার মতানুসারেই উক্ত দুই প্রেসিডেন্সির শাসনকার্য্য নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। প্রদেশীয় আইন প্রস্তুত জন্য এই সভায় অতিরিক্ত আর

৮ জন সভ্য নিযুক্ত আছেন। সৈন্যের উপরেও, এই দুই গবর্ণমেণ্টের কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষমতা আছে। ইহারাও, মহারাণী কর্তৃক মনোনীত হন। কোন কোন বিষয়ে এই গবর্ণরেরা স্বয়ং সেক্রেটারী অব ষ্টেট্‌সের নিকট পত্রাদি লিখিতে পারেন। ইহাদের প্রত্যেকের বেতন একলক্ষ বিংশতি সহস্র টাকা।

লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরদিগের কৌন্সিল নাই, অধীনে সৈন্য নাই, এবং ইহারা স্বয়ং সেক্রেটরি অবষ্টেট্‌স্‌কে পত্রাদি লিখিতে পারেন না। লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরদিগের প্রত্যেকের বার্ষিক বেতন একলক্ষ টাকা। ইহারা গবর্ণর জেনেরল কর্তৃক মনোনীত হইয়া, মহারাণীর নিকট হইতে নিয়োগ পত্র প্রাপ্ত হন। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অধীনে প্রদেশীয় আইন প্রস্তুত জন্য একটী ব্যবস্থাপক সভা আছে। প্রত্যেক বেবন্দোবস্তী প্রদেশ এক এক জন চিফ্‌কমিশ্যনারের শাসনাধীন। ইহাদের কোন কৌন্সিল নাই; দেশের অবস্থানুসারে কতকগুলি মোটামুটী নিয়মানুসারে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

গবর্ণর, লেফটেনেণ্ট গবর্ণর, এবং চিফ্‌কমিশ্যনারেরা, বিচার, রাজস্ব, পুলিস, জেল, শিক্ষা, পাব্লিক ওয়ার্ক্‌স্‌, চিকিৎসা ও রেজেষ্টরী প্রভৃতি বিষয়ক কার্য্য তত্ত্বাবধান করেন। কেবল ডাক ও সেনা বিভাগ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীন।

বিচার।—প্রদেশীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার কার্য্যের চূড়ান্ত আপীল শুনিবার জন্য কলিকাতা, এলাহাবাদ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই চারি স্থানে চারিটী হাইকোর্ট এবং লাহোরে একটী চিফকোর্ট সংস্থাপিত আছে। কলিকাতা হাই-

কোর্টে, ১২ জন, বোম্বাইয়ে ৮ জন ও মান্দ্রাজে ৫ জন বিচারপতি নিযুক্ত আছেন। তন্মধ্যে এক এক জন দেশীয় বিচারক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। দেওয়ানী বিচার জন্য প্রত্যেক জেলায় এক এক জন জজ, সজব্‌জ্‌ এবং কতকগুলি মুন্সেফ; এবং ফৌজদারী বিচার জন্য প্রতি জেলায় মাজিষ্ট্রেট্‌ ও কতকগুলি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্‌ নিযুক্ত আছেন। বে-বন্দোবস্তী প্রদেশে হাইকোর্টের পরিবর্ত্তে এক এক জন, জুডিসিয়াল কমিশ্যনার; এবং জজ ও মাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে এক এক জন ডেপুটী কমিশ্যনার ও এক্সট্রা আসিষ্টাণ্ট্‌ কমিশ্যনার নিযুক্ত আছেন।

রাজস্ব।—বাঙ্গলা, মান্দ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এক একটী রেবেনিউ বোর্ড্‌ আছে, অন্যত্র বোর্ড্‌ নাই। প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টই রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা। কোন কোন স্থানে এক এক জন ফিনান্‌শ্যাল কমিশ্যনার আছেন। বোর্ডের অধীনে প্রত্যেক প্রদেশে, কতিপয় রেবেনিউ কমিশ্যনার, নিযুক্ত আছেন। প্রত্যেক কমিশ্যনারের অধীনে কয়েকটী করিয়া জেলা, জেলার কলেক্টর, ডেপুটী কালেক্টর ও সব ডেপুটী কালেক্টর তাঁহার অধীন। ভূমির রাজস্ব, রোড্‌সেস্‌, পাব্লিক্‌ ওয়ার্ক্‌ সেস্‌, আবকারী, কষ্টম্‌, ও ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি বিষয়ক কার্য্য ইহাদিগকে সম্পন্ন করিতে হয়।

পুলিস।—ফৌজদারী বিচার কার্য্যের সাহায্যার্থে, প্রত্যেক জেলায় কতকগুলি পুলিস কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। এক জন ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল প্রদেশীয় পুলিসের কর্ত্তা। তাঁহার অধীনে, জেলায় জেলায় এক এক জন ডিষ্ট্রিক্ট্‌ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌, এবং তদধীনে কতিপয় ইন্‌স্পেক্টর, সব্‌ ইন্‌স্পেক্টর ও কতকগুলি

করিয়া কনেষ্টবল নিযুক্ত আছে। প্রদেশীয় শান্তি রক্ষাই ইহা-দের প্রধান কার্য্য।

শিক্ষা।—এক এক জন ডিরেক্টর প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা। ডিরেক্টরের অধীনে, শিক্ষাকার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য ইন্‌স্পেক্টর, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ও সবইন্‌স্পেক্টর এবং বিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপনা কার্য্য জন্য অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, ও শিক্ষকগণ নিযুক্ত আছেন। কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

রেজেষ্টরী।—এক জন ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল ইহার কর্ত্তা। জেলার সব্‌রেজেষ্ট্রার ও পল্লীরেজেষ্ট্রার ইহাঁর অধীন। পাট্টা, কবুলিয়ৎ, খৎ প্রভৃতি দস্তাবেজ ইহারা রেজেষ্টরী করেন।

পাব্লিক্ ওয়ার্কস্।—প্রত্যেক প্রদেশের পূর্ত্তকার্য্য, ইমারত ও রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণাদি এক এক জন চিফ্ ইঞ্জিনিয়রের কর্ত্তৃত্বাধীন। ইহাঁর অধীনে ২। ৩ জন করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রতি জেলায় একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার, সুপার ভাইজর ও ওবর্‌সিয়ার প্রভৃতি নিযুক্ত আছেন।

চিকিৎসা।—কলিকাতা, বোম্বাই, ও মান্দ্রাজে, এক একটী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেক মেডি-কেল কলেজের সহিত একটী মেডিকেল বোর্ড, প্রত্যেক বোর্ডের অধীনে কয়েক জন ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল এবং জেলার সিবিল ও আসিষ্টাণ্ট সার্জন আছেন।

ডাক।—ডাকের কার্য্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন। এক জন ডিরেক্টর জেনেরল ইহার কর্ত্তা। তাঁহার অধীনে

এক এক জন পোষ্টমাষ্টার জেনেরল এবং তদধীন কতক-গুলি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইন্স্পেক্টর ও পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত আছেন।

সেনা।—এক জন কমেণ্ডারইনচিফ্ বা প্রধান সেনা-পতির অধীন। ইহার অধীনে বোম্বাই ও মান্দ্রাজে দুই জন সেনাধ্যক্ষ আছেন। প্রধান সেনাপতি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীন। ইংরেজ রাজ্যে প্রায় ৬৫ হাজার ইংরেজ সৈন্য, এবং ১২৫০০০ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার দেশীয় সৈন্য, এবং হায়-দরাবাদ, গোবালিয়র প্রভৃতি দেশীয় উপরাজগণের রাজ্যে ন্যূন-কল্পে ১৫০০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সেনা আছে।

করদ ও মিত্ররাজ্য।—এই সমস্ত রাজ্যের রাজারা স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন। এক এক জন ইংরেজ রেসিডেণ্ট, রাজকার্য্য পরিদর্শনার্থ তাঁহাদের রাজ্যে অবস্থিত আছেন।

বিদ্যাচর্চ্চা।—ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রযত্নে ও ব্যয়ে, বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে মুদ্রণ প্রণালী ছিল না, সমুদয় পুস্তকই বহুব্যয়ে হস্তাক্ষরে লিখিত হইত। সুতরাং সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অপর সাধারণের উহা পাঠ করিবার শক্তি ছিল না। অনুমান ১৭৮০ অব্দে ওয়ারেণ্ হেষ্টিংসের শাসন কালে, উইল্কিন্স সাহেব কর্ত্তৃক প্রথম মুদ্রণোপযোগী বাঙ্গলা অক্ষর ক্ষোদিত হয়। তদবধি ক্রমে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি সাধিত হয় এবং বহুল পরিমাণে পুস্তকাদি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে থাকে। সেই হইতেই ক্রমে ইংরেজি, বাঙ্গলা, ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার বিশিষ্টরূপ

অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে স্থানে স্থানে কলেজ স্কুলাদি সংস্থাপন করায়, উচ্চ ও সাধারণ শিক্ষার সমধিক উৎকর্ষ সংসাধিত হইতেছে। মধ্যযোগে সংস্কৃত ভাষা বিলুপ্তপ্রায় হয়। সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে, স্কুল কলেজাদিতে ইহার পুনরনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে এবং গ্রাম্য টোল আদিতে সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে। ফরেষ্টর্ সাহেব-কৃত ১৭০২ অব্দের আইনের বাঙ্গালা অনুবাদই বাঙ্গালা ভাষায় গদ্য গ্রন্থের প্রথম সূচনা। ইহার পর রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের, এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রাজকৃষ্ণ রায়, হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পদ্য গ্রন্থের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অপিচ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা নিবন্ধন বিবিধ সাময়িক পত্রিকার বাহুল্য প্রচার দ্বারা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের বিশেষ আন্দোলন হওয়ায়, দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সম্পাদিত হইতেছে।

ধর্ম্ম।—ইংরেজ শাসনকালে, মিশনরিরা, স্থানে স্থানে মিশনরি স্কুল সংস্থাপন ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া এতদ্দেশীয় অনেককে খৃষ্টান করিতেছেন। রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রাহ্ম-সমাজ প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কর্ত্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্মের সমধিক উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায়, আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কিয়দংশ প্রকাশ্য রূপে এই ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতেছেন। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে একটী বিষম ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে না হিন্দু,

না মুসলমান, না খ্রীষ্টান, না ব্রাহ্ম, প্রকাশ্যে হিন্দুধর্ম্মে থাকিয়াও গোপনে যথেচ্ছাচার অবলম্বন করেন। বাস্তবিক এইরূপ অপ্রকাশ্য নাস্তিকের (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার উপাসনা বিবর্জ্জিত) দলই আজ কাল শিক্ষিত দলের মধ্যে অধিক দৃষ্ট হয়।

বাণিজ্য।—বর্ত্তমান সময়ে, ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের সমধিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই শ্লোকাংশের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া আধুনিক মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়ের অনেকেই, বাণিজ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন বটে, কিন্তু যত দিন সভ্য ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় দশ জনে মিলিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত না হইবেন, তত দিন বাণিজ্যের আশানুরূপ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত অবনতিরই বিলক্ষণ সম্ভব। ইংরেজ আমলে, বিলাতী দ্রব্যাদির আমদানীতে, এ দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের অনাদর এবং শিল্পিকরদিগের অন্নমারা গিয়াছে। বিশেষতঃ বিলাতী কাপড়ের আমদানী জন্য,এ দেশীয় অনেক তন্তুবায় ও জোলা তাঁত ছাড়িয়া কৃষি অবলম্বন করিয়াছে*। যদিও সম্প্রতি কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে মোটাকাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং সদাশয় লর্ড রিপণ এ দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহারের উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তথাপি বিলাতী মোটাকাপড়ের আমদানী শুল্ক

---

* এবম্ভূত প্রকারে এই শিল্পীকুল কৃষক সম্প্রদায় মধ্যে ভুক্ত হইয়া তাহাদের আহারের উপর হস্তক্ষেপ করে। সুতরাং ইহা, অনাবৃষ্টি ও দরিদ্র দেশে স্বাধীন বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে পরিণামে ভারতে বিষময় দুর্ভিক্ষ উৎপাদন করিতেছে।

রহিত হওয়ায়, এবং দেশীয় কল কারখানার মজুরদিগের বয়স, কার্য্য ও পরিশ্রম কালের কঠিন নিয়ম করাতে, আমাদিগের দেশীয় কলে বস্ত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে ভবিষ্য আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া বোধ হইতেছে।

সমাপ্ত।

ঘটনা কালানুযায়ী নির্ঘণ্ট।

হিন্দু রাজত্ব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আর্য্য হিন্দুগণ।

---

* পুস্তক কলেবর মধ্যে সময় সম্বন্ধে যে ২। ৪টী মুদ্রণ-অশুদ্ধি সংঘটিত হইয়াছে উহা সংশোধন পূর্ব্বক এই নির্ঘণ্ট অঙ্কিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন কালে বিদেশীয়দিগের আক্রমণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মগধ সাম্রাজ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজপুত্রগণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গলা ও দক্ষিণা পথের হিন্দুরাজগণ।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন হিন্দুদিগের পাণ্ডিত্য ও সভ্যতা এবং শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির অবস্থা।

মুসলমান রাজত্ব।

দশম পরিচ্ছেদ।

মুসলমানদিগের উৎপত্তি ও দিগ্বিজয়।

সময়।		ঘটনা।	পৃষ্ঠা।
খৃঃ অঃ			
	৫৭০	মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদের জন্ম	৪৬
	৬২২	তাঁহার মদিনায় পলায়ন	৪৭
খৃঃ অঃ			
	৬১০	ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ	৪৭
	৬৩২	তাঁহার মৃত্যু	৪৭
	৭১২	মহম্মদ বিন কাসিমের ভারতাক্রমণ	৪৮
	৭১৪	তাঁহার মৃত্যু	৪৮
	৯৫০	আলপ্তগীন কর্তৃক গজনী রাজ্য স্থাপন	৪৯
	৯৭৬	সবক্তগীনের গজনীর সিংহাসন প্রাপ্তি	৪৯
	৯৯৬	তাঁহার মৃত্যু	৪৯
	৯৯৬	সুলতান মামুদের রাজ্য প্রাপ্তি	৪৯
	১০০১	তাঁহার প্রথম ভারত আক্রমণ লাহোর ...	,,
	১০০৩	২য়। ভাটিয়া	৪৯
	১০০৫	৩য়। মুলতান	৫০
	১০০৮	৪র্থ। লাহোর ও নগরকোট	৫০
	১০১০	৫ম। মুলতান	৫০
	১০১১	৬ষ্ঠ। থানেশ্বর	৫০

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম পাঠান বংশ—দাসরাজ শ্রেণী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পাঠান বংশ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স্বাধীন রাজ্য।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পাঠান রাজত্ব কালে ভারতের সাধারণ অবস্থা।

মোগল রাজত্ব।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বাবর।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হুমায়ুন ও সুরবংশ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আকবব।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

জাঁহাগীর।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শাহ জাঁহা।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আওরঙ্গজেব।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

আওবঙ্গজেবেব উত্তবাধিকারী বর্গ।

সময়।	ঘটনা।	পৃষ্ঠা।
১৭১২-১৭১৩	জাঁহাদার শাহ … …	১০৯
১৭১৩	আগ্‌বাব যুদ্ধ … …	১০৯
১৭১৩-১৭১৯	ফেরোক্ সিয়ার … …	১০৯
	শিখদিগেব প্রাধান্য লোপ ··	১০৯
১৭১৯	ফেবোক্‌সিয়াব সৈয়দদিগ কর্তৃক নিহত	১০৯
১৭১৯-১৭৪৮	মহম্মদ শাহ …	১০৯
১৭২০	সাহপুব যুদ্ধ ও সৈযদ দ্বযেব সংহাব	১১০
১৭৩৯	নাদেব সাহেব আক্রমণ …	১১০
১৭৪৭	আহম্মদ খাঁ আবদালীব ১ম আক্রমণ ও সির্হিন্দেব যুদ্ধ … …	১১১
১৭২৪	হাযদবাবাদে নিজামেব স্বাধীনতা…	১১১
১৭২৪	অযোধ্যায সাদৎ খাঁব স্বাধীনতা··	১১১
১৭৩৯	বাঙ্গলায আলিবর্দ্দীব স্বাধীনতা…	১১২
	বাজপুতানায অজিত সিংহেব স্বাধীনতা … …	১১২
১৭৪৮-১৭৫৪	আহম্মদ শাহ সম্রাট …	১১২
১৭৫৪-১৭৫৯	দ্বিতীয় আলমগীব … …	১১২
১৭৪৮	আহম্মদ খাঁ আবদালীর ২য় আক্রমণ	১১২
১৭৫৭	আহম্মদ সাহ আবদালীর ৩য় আক্রমণ ·· …	১১২
১৭৫৯	গাজীউদ্দিন কতৃক ২য় আলমগীরের প্রাণ সংহার … …	১১৩

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মারহাট্টাগণের অভ্যুদয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

* নির্ঘণ্টে + এই চিহ্ন দ্বারা কোম্পানী এই ভারত সাম্রাজ্যে যখন যে স্থান লাভ করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মোগল বাজত্বকালে ভাবতেব সাধাবণ অবস্থা।

ইংরেজ রাজত্ব।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

আদিম ইউবোপীয উপনিবেশ।

সময়	ঘটনা।	পৃষ্ঠা।
খৃঃ অঃ		
১৪৯৮	পর্ত্তুগীজ ভাস্কডিগামাব ভারতে আসিবাব সমুদ্রপথ আবিষ্কার	১৩৮
১৪৯৯	গামা কালিকটে উত্তীর্ণ ...	১৩৯
১৫০৫	প্রথম পর্ত্তুগীজ প্রতিনিধি ফ্রান্সিকো ডি আলমিডা .	১৩৯
১৫০৮	২য় প্রতিনিধি আলবুকার্ক্ ...	১৩৯
১৫১০	গোযা,দমান, ডিউ ও বোম্বাই অবিকাব ...	১৩৯
১৫১৫	আলবুকার্কেব কর্ম্মচ্যুতি ...	১৩৯
১৬১৫	সোযালীব সমুদ্র যুদ্ধ ...	১৩৯
	ওলন্দাজদিগেব আগমন ...	১৩৯
১৬০২	ওলন্দাজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী	১৪০
১৬১৯	বটেবিয়া নগবেব সূত্রপাত ...	১৪০
১৬২৩	আম্বয়না হত্যাকাণ্ড ...	১৪০
১৬৫২	পালা কোলায় কুঠী নির্ম্মাণ ...	১৪০
১৮২৪	চুঁচুড়া ইংরেজ হস্তগত ...	১৪০

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

কর্ণাট দেশীয় যুদ্ধ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গলা বিজয় ও ভারতে ইংরেজাধিপত্যের সূত্রপাত।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বেরেলষ্ট ও কার্টিয়ার।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ওয়াবেণ হেষ্টিংস্।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্তবজন ম্যাক্ফার্সন ও লর্ড্ কবণ ওয়ালিস্।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্তব জন সোব ও লর্ড ওযেলেসলী।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড কর্ণ্‌ওয়ালিস্ ২য় বার, স্যরজর্জ্‌ বার্লো ও মিণ্টো।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড ময়বা ও লর্ড আমহর্ষ্ট।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক্ ও মেটকাফ্।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড অক্‌লাণ্ড ও এলেনবরা।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড ক্যানিং।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড ক্যানিংয়েব পববর্ত্তী রাজপ্রতিনিধিগণ।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	১০	ফল	ফলে
১৪	১৯	বাণপ্রস্থ	বানপ্রস্থ
২০	১৬	দুষ্মান্তব	দুষ্মন্তের
২১	১৬	জতুঃগৃহ	জতুগৃহ
২৪	১২।১৮	শুদ্ধোধন	শুদ্ধোদন
২৪।৬০।৭২।৮৫	১৯।২।২৩।৭	বয়ক্রম	বয়ঃক্রম
৩৭	৯	মীরায়ের	মীবাবের
৩৯	২২	বদ্‌কাশ্রম	বদবিকাশ্রম
৪৫	১	শুথ সপ্ততি	শুক সপ্ততি
৫৮	৭	ক্রমশ	ক্রমশঃ
৬১	১৩	সাহসীকতায়	সাহসিকতায়
৬৯	৪	জর্জ্জিয়	জর্জ্জীয়
৬৯	২০	শতাধিক	প্রায় শত
৮১	১০	আয়ুকাল	আয়ুষ্কাল
৮৬	১১,১২	বিজয়পুর রাজ্যের অধিপতি আদিল সাহেবের	সুরবংশীয় মহম্মদ আদিল সাহের
৮৭	৬।৭	আদিলসাহী রাজ্যের	আদিল সাহের
৮৭।৮৮	১২।২৩।১	আসকর্থা	আসফর্থা
৯২	৯।১০	ডানিয়ালকে ও মির্জ্জা খাঁ	ডানিয়াল ও মির্জ্জা খাঁকে

৯৪	৪	বিক্সীত	বিজ্ঞিত
৯৪	১৩	গড়পড়তায়,	গড়পড়্তায়
৯৬	৪	তদনুষঙ্গিগণকে	তদনুসঙ্গীগণকে
৯৭	১৮	চিরাভিলাষিত	চিরাভিষলিত্ত
৯৯	১০	অভিষ্ট	অভীষ্ট
৯৯	২০	সাক্ষাতার্থে	সাক্ষাদর্থে
১০৪	২৩	হয়	হয়েন
১০৫	২৪	নিষ্টুরতা	নিষ্ঠুরতা
১০৮	১০	যৎপরোনাস্তি	যৎপরোনাস্তি
১২২	১৮	ভোঁসে	ভোঁসে
১২৩	১৬	বৈদেশীক	বৈদেশিক
১২৪	২	পুত্রবধু	পুত্রবধূ
১৪১	৪	বর্ণীত	বর্ণিত
১৪২	১৪	পাথিগ্রহণ	পাণিগ্রহণ
১৪৩	১৫	প্রার্থমানুযায়ী	প্রার্থনানুযায়ী
১৪৩	২০	হস্তে	হস্তে
১৬৮	১৪	হায়দাবে	হায়দাব
২৩৯	১১	রাজ্যশাসনে	রাজ্যশাসন

দের নিকট আদরণীয় হইয়া উঠে। কোন শাস্ত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলে ইহা মানবজাতির ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি সম্বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামজন্য তুচ্ছ ও ঘৃণার্হ অনুষ্ঠানাদির পরিবর্ত্তে যুক্তি যুক্ত আমোদ দানেও সমর্থ। ইতিহাস শাস্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত; অর্থাৎ ইহাতে প্রোক্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্যই সুচারুরূপে সংসাধিত হয়।

২। আপামর সাধারণ সকলেই স্বীকার করেন যে কেবল উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তসহকারে উপদেষ্টব্য বিষয় দৃঢ়তররূপে চিত্ত ক্ষেত্রে বদ্ধমূল হয়। আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি স্বপ্রণীত রামায়ণ এবং কবিকুল শিরোমণি বেদব্যাস স্বরচিত মহাভারত রূপ প্রধান পুরাণে (প্রাচীন ইতিহাসে) উদাহরণ দ্বারা সদুপদেশ শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথিত নামা ডাইওনীসিয়স্ বলিয়াছেন যে "ইতিহাস উদাহরণ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেয়।" সুতরাং ইহাতে নীতি ও প্রকৃতি বিধানের সত্যতা, বহুদর্শিতা সহকারে প্রতিনিয়ত পরীক্ষিত ও স্থিরীকৃত হয়। ইতিহাসে আমাদের স্বীয় অভিজ্ঞতা অপরের অভিজ্ঞতা রাশিতে সম্মিলিত হওয়ায়, নীতি ও জ্ঞান উপদেশের সত্যতা সাব্যস্ত করণার্থ বিবিধ প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩। এই সর্ব্বজনীন উপকার ব্যতীত ইতিহাস পাঠে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান ও উপজীব্য ব্যবসায় অনুসারে পৃথক পৃথক রূপে শুভফল উৎপাদিত হয়।

৪। সভ্য সম্প্রদায়ে প্রত্যেক ভদ্রবংশোদ্ভব ব্যক্তিরই কিয়ৎপরিমাণে রাজনৈতিক শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। ইতিহাস এই রাজনীতির উপযুক্ত শিক্ষাস্থল। ইহাতে

মানবজাতির কার্য্যকলাপ এবং সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়, শ্রীবৃদ্ধি বিপ্লব ও অধঃপতনের প্রস্রবণ রূপ আদিকারণ উন্মুক্ত হয়। ইতিহাস জাতীয় আচার ব্যবহার ও রাজ্য শাসনের পরস্পর বাধ্যবাধকতা নির্দ্দেশ, কুসংস্কার দূরীভূত করিয়া স্বদেশানুরাগ উৎপাদন, এবং স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য প্রশস্ত পথ প্রদর্শন করে। অপিচ এতদ্দ্বারা রাজনৈতিক একতা বা জাতীয় সম্মিলনের অমৃতময় ফল ও অনৈক্যের বিষময় ফল সমভাবে দেদীপ্যমানরূপে অঙ্কিত হয় এবং একদিকে অশাসিত স্বাধীনতার পদে পদে বিপদ অপরদিকে যথেচ্ছাচার শাসন তন্ত্রের জঘন্য পরিণাম সুস্পষ্টতররূপে প্রদর্শিত হয়।

৬। কোন সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত প্রণালী অনুসারে ইতিহাস অধ্যয়ন করা উচিত। যেহেতু অন্যান্য শাস্ত্রাপেক্ষা ইহার প্রকৃত ব্যবহারের অসদ্বিনিযোগে অধিকতর অনিষ্টের সম্ভাবনা। কেহ কেহ ইতিহাস পাঠ একবিধ বৃথা আমোদ মাত্র মনে করেন; কেহ কেহ বা ইহা মিথ্যাভিমান ও আত্মশ্লাঘার পরিপোষক ভাবেন; আবার কোন কোন শ্রেণীস্থ ব্যক্তির মতে ইতিহাস সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার প্রতিপোষক ও রাজনৈতিক গোড়ামী-পরিচালক বলিয়া অবধারিত হয়। উপদেষ্টা ব্যতিরেকে ইতিহাস পাঠ সহস্র সদভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত হইলেও সমূহ বিপদ সঙ্কুল। যেহেতু তরুণ বয়স্ক সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের কোমল অন্তঃকরণ ইতিহাসবেত্তাদিগের ভ্রান্ত, এক দেশদর্শী ও পরস্পরবিরোধী বর্ণনার মধ্যে নিলর্ক্ষ্য ভাবে চালিত হইতে দেওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে বিবিধ কারণে মন কুসংস্কারে পরিপূর্ণ হয়। ইতিহাস শিক্ষার

ভূমিকা।

বাঙ্গলা ভাষায় যে কয়কখানি ভারত-ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, তন্তাবতেই কোন না কোন প্রকারের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ ইতিহাস কেবল সম্রাট, রাজনীতিজ্ঞ ও সেনানীগণের নাম ও জীবনী এবং যুদ্ধাদি প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর বর্ণনা ও সময় সংগ্রহমাত্র নহে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে প্রত্যেক সময়ে তত্রত্য সাধারণ অবস্থা, ধর্ম্ম ও রাজাশাসন প্রণালী, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য এবং ধর্ম্ম-প্রচারক ও কবিগণের জীবনী প্রভৃতি সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। যে হেতু ভারত-ইতিহাস ভারতবাসী মাত্রেরই পরিজ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, এনিমিত্ত সর্ব্বসাধারণের পাঠার্থ ইহার মূল্য সুলভ হওয়া বড়ই আবশ্যক। আমি কিছুকাল এই সমস্ত অভাব দূরীকরণাভিলাষে বিশেষ প্রয়াস ও যত্ন পাইয়া অবশেষে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। এখন এই অভীষ্ট কথঞ্চিত সিদ্ধ হইলেও কৃতার্থম্মন্য হই। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে, বিবিধ ইংরেজী ও বাঙ্গলা গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারত-ইতিহাসের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যথাযথরূপে বর্ণিত হইল। অধিকন্তু প্রত্যেক রাজত্বকালীন দেশের রাজনৈতিক ও সাধারণ অবস্থা · ধর্ম্ম ও শাসন প্রণালী, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্যাদির ভাব; খ্যাত নামাব্যক্তিগণের রাজনীতি ও চরিত্রের পরস্পর তুলনা বা দোষগুণ সমা-

লোচনা; উৎপত্তি সহ রাজপুত জাতির প্রধান প্রধান কুলের বৃত্তান্ত; একাদিক্রমে বংশপত্রি সম্বলিত ৭ জন পেসবার রাজত্ব বিবরণ সহ মহারাষ্ট্রীয় বলের শ্রীবৃদ্ধি ও অধঃপতন, প্রত্যেকের শাসনকাল সমন্বিত ভারতীয় মুসলমান রাজবংশের কয়েকখানি বংশপত্রিকা; শেষ সম্রাট ২য় শাহআলমের আদ্যোপান্ত শাসন কাল বর্ণনা ও তৎসঙ্গে পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের পরিণাম বিনাস; এবং জীবন চরিত সহ সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ধর্ম্মমত ও কবিগণের গ্রন্থাবলী প্রভৃতি বিষয় যথাসাধ্য সুস্পষ্ট-রূপে লিপিবদ্ধ হইল। অপিচ পুস্তকের শেষভাগে প্রত্যেক শাসনকালীন বিখ্যাত ঘটনা সমুদয়ের কালানুযায়ী নির্ঘণ্ট দ্বারা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রাক্কালে ক্ষণেক মধ্যে সমগ্র সম্ব-লিত জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ পুনঃ স্মরণানয়নের সমধিক সুযোগ এবং সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থ ভাষা সাধ্যমত প্রাঞ্জল ও মূল্য সুলভ করা হইল। এক্ষণে একটী পাঠকেরও এতদ্দ্বারা ভারত-ইতিহাসে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইলে শ্রম সফল মনে করিব।

পরিশেষে ইতিহাস পাঠের উপকারিতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া ভূমিকাটী সমাপ্ত করিতেছি—

১। শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বিবিধ উদ্দেশ্যঃ—(ক) মুখ্য (খ) গৌণ। (ক) মানবজাতির ব্যক্তিগত সৎপ্রবৃত্তি অথবা লোক সমাজের হিতসাধনোপযোগী গুণের উৎকর্ষ সম্পাদন, (খ) গুরুতর চিন্তা-শীল কার্য্যজনিত ক্লান্তি হইতে অবসরকালে বৈধ বা ন্যায়সঙ্গত আমোদ প্রমোদে মানসিক বিরাম, শান্তি ও প্রফুল্লতা জন্মা-ইয়া নবোদ্যমে উৎসাহ প্রদান। যে শাস্ত্রানুশীলনে প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যটী যত অধিক পরিমাণে উপলব্ধ হয়, উহা ততই আমা